উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সংসদে ধাক্কা মহিলা বিলে ৩

ইডি'র তল্লাশির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন মমতার ৩

8 বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 April 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 328

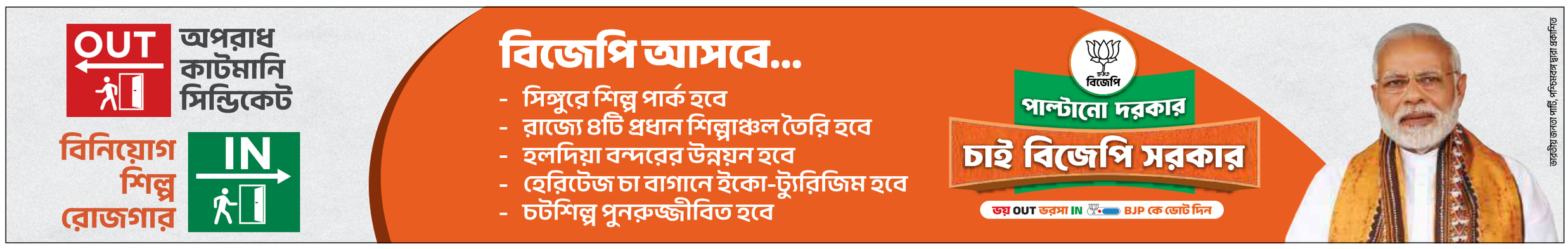

কোন পথে উত্তর

শাসকের গড়ে ‘হাত’ছানি

সমতলে বদলের হাওয়া, নাকি পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক অঙ্ক? উত্তরের জেলাগুলির ভোটের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে আমাদের বিশেষ বিশ্লেষণ। উত্তর দিনাজপুর জেলার পথেপ্রান্তরে ঘুরে লিখলেন দীপ সাহা ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী

NETRA EYE HOSPITAL
Senior Eye Surgeon
Dr. MANISHA M CHAUDHURY
is available at Netra Eye Hospital
from Monday to Saturday
85368-85368

উত্তর দিনাজপুর

ভোটের গাছ। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের গড় হেমতাবাদে (উপরে)। গেরুয়া ধ্বজায় মুড়েছে শহর। ইসলামপুরের মাজিদনগরে। -সংবাদচিত্র

প্রাক বর্ষার কয়েক পশলা বৃষ্টিতে সবুজে সবুজ রাস্তার দু'ধার। বসন্তের দখিনা হাওয়া খেলে যায় মহাসড়কের মাঝ বরাবর থাকা নাম না জানা ফুলের গায়ে। বিধাননগরের গণ্ডি ছাড়িয়ে পিচঢালা হাইওয়েতে চাকা গড়াতেই সবুজ পাতায় আধিপত্য বিস্তার করে ডাম্পার থেকে উড়ে আসা বালির কণা।

দার্জিলিং জেলার সীমানা পেরোতেই ঘাসফুলের পতাকা আর মহানন্দাপাড়ের বালির সাম্রাজ্য যেন বলে ওঠে, 'হামিদুলের রাজ্যে আপনাকে স্বাগত'। ঠিকই বলছি, এ এক আলাদা রাজ্যই। আর মাননীয় 'এমএলএ সাহাব' হামিদুল রহমান তার 'ঘোষিত' সম্রাট। শুধু ভোটবাজারের পথঘাট নয়, মানুষও সেকথা বলছে। 'মাখনের মতো হাইওয়েতে ইদানীং গাড়ির গতি কাড়ছে ছোটখাটো গর্ত। তাতে কী! গাড়ি তো ছুটবে সেই একশোতেই।' মাথায় ফেজটুপি, দাঁড়িতে সদ্য কলপ করা। এক খিলি পান মুখে গুঁজে কথাটা বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন সদ্য বার্ধক্যে পা রাখা ভদ্রলোক। পরে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, হামিদুলের ভোট-পথটাও এখনকার এই হাইওয়ের মতো। চোপড়া বিধানসভায় সংখ্যালঘুরই বাস বেশি। এসআইআর-এ নাম বাদ পড়েছে এখানকার বহু মানুষের। তাঁদের অধিকাংশই যে আবার হামিদুলের ভোটার, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে ভোট কমার একটা চাপা উদ্বেগ তো থাকেই। হামিদুলেরও আছে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে সামনে দাঁড়াতে না দেওয়ার জন্য সব করার ক্ষমতা রাখেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই নেতা। তাই যতই সিন্ডিকেটরাজ খতমের কথা বলুক বিজেপি, হামিদুলের সঙ্গে পেরে ওঠা যে কঠিন লড়াই সেকথা বেশ মালুম আছে পদ্ম প্রার্থী শংকর অধিকারীরও।

ইসলামপুর বাইপাসকে বাইপাস করে শহরের দিকে মোড় নিতেই মগজাস্ত্রে সজোরে ধাক্কা লাগে। আরে ধাক্কা লাগবে না মশাই! এতক্ষণ যে সবুজে চোখ জুড়োচ্ছিল, এবার তা তো ঢাকা পড়ছে গেরুয়ায়! যেদিকেই চোখ যায়, হয় বাড়ির ছাদে নয়তো গাছের ডালে ঝুলছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজা। রাস্তার দু'ধারের গাছকেও এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে গেরুয়া পতাকাই। ধর্ম আর রাজনীতি এখানে এভাবেই মিলেমিশে একাকার। হয়তো সেই দেখেই পদ্মের 'নবীন' সভাপতি নীতিন নবীন অত্যুৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়ে ঘোষণা করেছেন, 'আর নয় ইসলামপুর, এবার হবে ঈশ্বরপুর'! যাক গে সেসব কথা।

দু'দিন আগেই এই ইসলামপুরে সভা করে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার একেবারে শেষে শায়েরি করতে গিয়ে এমন একটি বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন, যা নিয়ে এখন চর্চার শেষ নেই এককালের সংস্কৃতিমনস্ক এই শহরে। পেশায় আইনজীবী, নেশায় নাট্যকর্মী এক অনুগামীদের একাংশ। গোল বাধল মমতার সভার পর। যে ইসলামপুরের সঙ্গে করিমের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, সেখানের সভাতেই কি না করিমের নাম উচ্চারণ করলেন না মমতা! গোসা একেবারে সপ্তমে করিম ছাড়া কোথাওই সেভাবে বিরোধী দলের ব্যানার, ফেস্টুন কিংবা পতাকা নেই। ব্যতিক্রমী শুধু রব্বানি সাহেব। ইসলামপুর কোর্টের এক আইনজীবীর নামে দেদারে ফ্লেক্স বসেছে গ্রামে গ্রামে। এমনকি ভাঙাচোরা রাস্তার পাশেও। বিজেপির হয়ে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সরজিৎ বিশ্বাস। গতবছর পদ্মের প্রার্থী মহম্মদ গুলাম সরওয়ারকে ৭৩,৫২৪ ভোটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে বিধানসভায় গিয়েছিলেন রব্বানি। ফলে সরজিতের কাছে এই বড় ব্যবধান সামাল দেওয়া কার্যত এভারেস্ট জয়ের সমান। একসময়ের শক্ত ঘাঁটি গোয়ালপোখরে এবারও প্রার্থী দিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। সিংহ প্রতীকে লড়ছেন জামালউদ্দিন। কংগ্রেসের মাসুদ মহম্মদ নাসিমও আছেন লড়াইয়ে। ফলে ভোট ভাগাভাগির অঙ্কটা বড্ড কঠিন। তবে, বড় কোনও অঘটন না ঘটলে শেষ হাসি হাসতে পারেন রব্বানিই।

চাকুলিয়ার কালীবাড়ি মোড়ে দাঁড়িয়ে সহসা চিৎকারে মুখ ফেরালাম- 'ভিক্টর জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'। দেখি, ভাঙাচোড়া এই সাইকেল নিয়ে যেতে যেতে আপনমনেই স্লোগান তুলছেন এক প্রৌঢ়। উশকোখুশকো চুল, খালি গা। মলিনও। এক হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরা। আরেক হাত দিগবিদিক ছুড়ছেন আর স্লোগান তুলছেন। বাজারেই ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে আলাপ এক তরুণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে। রাখঢাক না করেই বললেন, 'ভিক্টরদা ভালো মানুষ। সবাই ওকেই চায়।' *এরপর দশের পাতায়*

> উত্তর দিনাজপুরের মাটিতে এখন ভোটের চূড়ান্ত উত্তাপ। সবুজ প্রান্তর ঘেঁষে থাকা এই জেলার আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে রাজনীতির চাপা গুঞ্জন। কোথাও একাধিপত্যের দম্ভ, তো কোথাও আবার ক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত।

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভোট শেষেও ঘৃণা-বিদ্বেষ মোছা যাবে না সহজে

গৌতম সরকার

ভয়ের ভোট! হাজারো ভয়! কারচুপি, রিগিং, ছাপ্পা...। ঘাড়ের ওপর হিংসা, অশান্তি। এমনকি সুষ্ঠু নির্বাচনকে ঘেঁটে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক জালিয়াতির সম্ভাবনা। তবে সবকিছু ছাপিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভেদাভেদের ভয়। পারস্পরিক অবিশ্বাস কিংবা পাশের পাড়া, পাশের বাড়িকে শত্রু ঠাওরানোর ভয়ও কম নয়। এছাড়া আছে প্রতিপক্ষ দলকে নিশ্চিহ্ন করার মানসিকতা। শুধু ধর্মে-ধর্মে নয়, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষের ছায়াতেও ভয়ের আভাস।

ঘৃণা এখন সবকিছু ছাপিয়ে। সমাজের আনাচে-কানাচে। ঘৃণাকে আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে ভোট। *এরপর দশের পাতায়*

ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব মমতার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা। আর তা এমনই প্রবল যে নিজের দলের কর্মীদেরও আর ভরসা করছেন না তৃণমূল নেত্রী। শুক্রবার কোচবিহারে রাসমেলার মাঠে তাঁর প্রায় ৩৫ মিনিটের ভাষণের অর্ধেকটাই জুড়ে ছিল এই ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। বিজেপি, নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে ইভিএম মেশিনে চিপ ঢুকিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে দলীয় কার্যালয়ে তল্লাশি চালানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এমনকি তাঁর আশঙ্কা, স্ট্রংরুমে ইভিএম পাহারায় দলের যেসব কর্মী দায়িত্বে থাকবেন তাঁদেরও কাউকে কাউকে ৫-১০ লক্ষ টাকায় কিনে নেওয়া হতে পারে। যেখানে তৃণমূল শক্তিশালী সেখানে নানা 'বদমায়েশি' করে পুনর্নির্বাচন করানো হতে পারে। ফলে পুনর্নির্বাচনের জন্যও যাতে কর্মীরা প্রস্তুত থাকেন, সেকথাও উঠে এসেছে তাঁর গলায়। তাঁর ধারণা, অসম থেকে লোক এনে এখানে ভোট দেওয়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে।

দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে শুক্রবার দুপুরে কোচবিহারে জনসভা করেন তৃণমূল নেত্রী। এদিন তাঁর ভাষণের প্রায় পুরোটাই কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা ভাষায় বেনজিরভাবে আক্রমণ করেছেন। নির্বাচনের আগে তো বটেই, ভোটের দিনও নানা ষড়যন্ত্র করে তৃণমূলকে বেকায়দায় ফেলা হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেজন্য দলের কর্মীদের প্রস্তুত থাকার বার্তা দেন। কোচবিহারে বিজেপির হয়ে ভোটের প্রচার করে গিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। আবার আসার কথা রয়েছে তাঁর। তাঁকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'অসমের মুখ্যমন্ত্রী নাকি রেলে করে লোক নিয়ে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাহায্যে এখানে ভোট দেওয়াবে। আপনার প্ল্যান মানুষ ভেস্তে দেবে। যাঁরা কোচবিহারের রাজবংশী মানুষকে এনআরসি-র নোটিশ পাঠায় তাঁরা আবার এখানে আসে ভোট চাইতে। এঁদের লজ্জাও করে না। অনেক এনআরসি করেছেন। আগে নিজের রাজ্য সামলান।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে শীতলকুচিতে চারজনের হত্যার ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে ফের সেরকম কাণ্ড হতে পারে বলে আভাস দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর আশঙ্কা, 'আমি এরকম নির্বাচন কোনওদিনও দেখিনি। গায়ের জোরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাইরের বাহিনীকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। গতবার শীতলকুচিতে চারজনকে হত্যা করেছিল। সেইসব করার ধান্দাবাজি।'

আইপ্যাকের কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশির রেশ টেনে এবার শাসকদলের দলীয় কার্যালয়েও তল্লাশির আশঙ্কা করছেন মমতা। *এরপর দশের পাতায়*

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF • IUI • ICSI
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444
শিলিগুড়ি
মালদা
কোচবিহার

জনসভায় মমতা। কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১৩ অফ ২০২৬; তারিখ ঃ ১৩-০৪-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নম্বর ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কিশানগঞ্জে -রান্নাঘর, লেট/বাথ, বিনোদন হল, ডাইনিং হল ইত্যাদি সহ আরপিএফ ব্যারাক (৩০ বেড) স্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৮,১৩,৮১১.৯১/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৪,৩৬,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১১-০৫-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং **খোলার** সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি ১১-০৫-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

জমা হওয়া জলের নিষ্কাষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./১২ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১০-০৪-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বারসোই জংশন অধিক্ষেত্রের অধিনে আরইউবির ভেতরে জমা হওয়া জলের নিষ্কাষণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ১৭,৫৬,০৯৮.৭৫/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৫,১০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবেঃ** ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১১-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবা"

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ ঃ** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট ঃ** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-ডিএলআই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-এসডিএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১- এনওকিউ-এসডিএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১- এপিডিজে-এমএজেন-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১- এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৭০
এএ/৭	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১- বিএকুটি-এসডিএইচ-২৬-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) ঃ ২৪-০৪-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ২৪-০৪-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে যোগ দিন একজন আধিকারিক রূপে

www.indianarmy.nic.in

আঞ্চলিক সেনা আধিকারিক রূপে (নন-ডিপার্টমেন্টাল) জাতির সেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য কর্মরত তরুণ তরুণীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ঃ-
(ক) **পুরুষ-১১** (খ) **মহিলা-০১**
দ্রষ্টব্য :- প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শূন্যপদের সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে।

যোগ্যতার শর্তাবলি
- জাতি :- শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নাগরিক হতে হবে (পুরুষ এবং মহিলা)
- বয়স সীমা :- আবেদনপত্র পূরণের শেষ দিনের হিসেবে বয়স ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা :- যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হতে হবে।
- শারীরিক মানদণ্ড :- আবেদনকারীদের সকল দিক থেকে শারীরিক এবং স্বাস্থ্যগত দিক থেকে সুস্থ হতে হবে।
- কর্মসংস্থান :- লাভজনকভাবে কর্মে নিযুক্ত

- **অনলাইন পরীক্ষার তারিখ :- ১২ই জুলাই ২০২৬**
  দ্রষ্টব্য :- উপরে উল্লেখিত পরীক্ষার তারিখ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিবেচনার দ্বারা পরিবর্তন করা হতে পারে।
- **কী করে আবেদন করবেন?** আবেদন প্রার্থীদের ওয়েবসাইট www.indianarmy.nic.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য অন্য কোনও মাধ্যমের দ্বারা অনলাইনে আবেদন করা যাবে না।
- **আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার পদ্ধতি :-** অনলাইন নিবন্ধীকরণ এবং আবেদনটি **২০শে এপ্রিল ২০২৬ থেকে ১৯শে মে ২০২৬**-এর মধ্যে পূরণ করতে হবে। এর পরবর্তীতে লিংকটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।
- **খরচের বিবরণ :-** আবেদনপ্রার্থীদের ৫০০/- টাকা : (পাঁচশো টাকা মাত্র) দেয়ক হিসেবে জমা দিতে হবে।

দ্রষ্টব্য :-
১. নিয়োগ প্রক্রিয়া/ নিয়োগ সম্পাদনটি আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে পুরোপুরি রূপে স্বচ্ছতা এবং বিনামূল্যে হয়ে থাকে। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।
২. পুরো বিজ্ঞপ্তিটির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে প্রতিনিয়ত www.indianarmy.nic.in-এ পরিদর্শন করুন।

cbc 10120/11/0002/2627

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) -এর আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি

ইওআই বিজ্ঞপ্তির নম্বর ঃ এইচ/২৪৯/১/আউটসোর্সিং অফ আই হসপিটাল তারিখ ঃ ০৭-০৪-২০২৬

রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের জন্য চক্ষু হাসপাতাল তালিকাভুক্তির জন্য ভারত সরকারের রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে, সিজিএইচএস-তালিকাভুক্ত বেসরকারি চক্ষু হাসপাতাল/নার্সিং হোম বা রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের সার্বিক চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে আগ্রহী অন্যান্য স্বনামধন্য বেসরকারি চক্ষু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই) আহ্বান করছেন।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে রেফারেলের ভিত্তিতে দুই (২) বছরের জন্য এই পরিষেবাগুলি ০৩-১০-২০২৫ তারিখের সিজিএইচএস ওয়াই (টায়ার-II) শহরের হার অথবা প্রকৃত খরচ, যেটি কম সেই অনুযায়ী প্রদান করা হবে। যেসব পদ্ধতির সিজিএইচএস হার নেই, সে ক্ষেত্রে এআইআইএমএস বা অন্যান্য সরকারি হাসপাতালের হার প্রযোজ্য হবে। নিউ জলপাইগুড়ি সাব-ডিভিশন, কাটিহার ডিভিশন এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সুবিধাভোগীরা এই পরিষেবা পাবেন।

পরিষেবার পরিধি
নির্বাচিত হাসপাতাল/নার্সিং হোম নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি প্রদান করবে:
সাধারণ চক্ষু চিকিৎসা:
- রিফ্র্যাকশন, মৌলিক ডায়াগনস্টিক মূল্যায়ন এবং নিয়মিত স্ক্রিনিং পদ্ধতি।

উন্নত চক্ষু চিকিৎসা:
- ছানি অপারেশন (আইওএল সহ)
- গ্লুকোমা ব্যবস্থাপনা
- ভিট্রিওরেটিনাল পদ্ধতি
- পেডিয়াট্রিক অফথালমোলজি পরিষেবা
- লাসিকা সার্জারি ব্যতীত কর্নিক্যাল সার্জারি
- চোখের আঘাতের জরুরী চিকিৎসা

সার্বিক চক্ষু যত্ন:
- সিজিএইচএস নির্দেশিকা অনুযায়ী ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এবং চিকিৎসা।

পরবর্তী যত্ন:
- অস্ত্রোপচার পরবর্তী যত্ন এবং রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের জন্য ফলো-আপ পরামর্শ।

যোগ্যতার মানদণ্ড
১. সিজিএইচএস তালিকাভুক্তি: সিজিএইচএস তালিকাভুক্ত হলে অগ্রাধিকার পাবে অথবা ০৩-১০-২০২৫ তারিখের সিজিএইচএস ওয়াই রেট (টায়ার II) বা তার কম হারে পরিষেবা দিতে ইচ্ছুক হতে হবে।
২. আইওএল ইমপ্লান্টের জন্য:
ক) আইওএল ইমপ্লান্টেশন সার্জারিতে অভিজ্ঞ যোগ্য চক্ষু সার্জন (অফথালমোলজিতে এমডি/এমএস/ডিএনবি) থাকতে হবে।
খ) সমস্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা এবং অস্ত্রোপচারের সুবিধা থাকতে হবে।
৩. অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা: ছানি, গ্লুকোমা, পেডিয়াট্রিক কেয়ার, ভিট্রিওরেটিনাল, কর্নিয়াল এবং ট্রমা পদ্ধতির জন্য উন্নত চক্ষু সরঞ্জাম থাকতে হবে।
৪. বৈধ লাইসেন্স/নিবন্ধন: রাজ্য/কেন্দ্রীয় নিয়ম অনুযায়ী থাকতে হবে।
৫) পারফরম্যান্স ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি: ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা যা ৩০ মাসের জন্য বৈধ থাকবে।
৬) ছাড়:
- সিজিএইচএস হারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কনজুমেবলস, ওষুধ এবং ইমপ্লান্টের এমআরপি-র উপর ১৫% ছাড়।
- নন-সিজিএইচএস হার পদ্ধতির এবং পরীক্ষার উপর ২০% ছাড়।

অতিরিক্ত শর্তাবলী:
- চুক্তির মেয়াদ: দুই (২) বছর, যা মূলত ছানি, গ্লুকোমা, চোখের এবং রেটিনার আঘাত এবং অন্যান্য উন্নত চক্ষু চিকিৎসা পদ্ধতি কভার করবে।

ইওআই জমা দেওয়ার বিস্তারিত তথ্য:
- আবেদন ফি: ১,০০০/- টাকা (অফেরতযোগ্য), যা যেকোনো জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে এফএএন্ডসিএও/এমএলজি -এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

জমা দেওয়ার সময়সীমা:
- শুরুর তারিখ: ০৮-০৪-২০২৬
- শেষ তারিখ: ২৯-০৪-২০২৬, ১৩:০০ টা

নথিপত্র প্রাপ্যতা: শর্তাবলী, যোগ্যতা এবং জমা দেওয়ার নির্দেশাবলী সহ সম্পূর্ণ ইওআই নথি মুখ্য চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট -এর কার্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, জেলা - জলপাইগুড়ি, ৭৩৪০০৭ -এ পাওয়া যাবে।

ইওআই খোলার বিস্তারিত তথ্য:
- তারিখ: ২৯-০৪-২০২৬
- সময়: ১৫:০০ টা
- স্থান: চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট -এর কার্যালয়, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল।

ইওআই খোলার সময় অংশগ্রহণকারী হাসপাতালগুলোর অনুমোদিত প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারেন।

যেকোনো জিজ্ঞাসা বা স্পষ্টীকরণের জন্য চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করুন। আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.nfr.indianrailways.gov.in** দেখুন।

সিএমএস, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫০৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫০৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ব্যবসাবাণিজ্য

R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300 / 7890737045. (K)

অ্যাফিডেভিট

আমার আসল নাম Md. Hadish S/O Md. Muslim. কোথাও আমার নাম ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Md. Hadis S/O Md. Muslim. গত 10.02.26 তারিখে বিহারের মহারেজগঞ্জ কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমি আমার আসল নাম Md. Hadish S/O Md. Muslim নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Md. Hadish এবং Md. Hadis একজনেরই নাম। (S/N)

●

আমি নাসিমা খাতুন, পিতা- মৃত Shekh Shoharab Ali, গ্রাম + পো: টাকাগাছ, জেলা- কোচবিহার-736180 (প:বঃ), আমার বাবার নাম 2002 সালের ভোটার লিস্টে ও প্যান কার্ডে ভুল থাকায় গত 10-04-26 ইং তারিখে J.M. 1st Class, সদর, কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট করে বাবার নাম Sekh Mohammad Saharab Ali ও Shoharab Begum এর বদলে Shekh Shoharab Ali করা হলো। Shekh Shoharab Ali, Sekh Mohammad Saharab Ali ও Shoharab Begum সকলে একই ব্যক্তি।

●

I, Lalanu Sekh, S/o - Jamiruddin Sekh resident of vill - Bibigram, P.O- Saiyadpur, Dist - Malda, Pin - 732206 (WB) swore an affidavit, being No - 15/53 before Executive Magistrate, at Malda on 02.04.26 that myself Lalanu Sekh & Lalanu Seikh & Basisruddin is the same and one person and my father namely Jamiruddin Sekh and Janiruddin & Jamiruddin Sk & Sekh Jamiruddin & Janiruddin Seikh is the same & one identical person. (M/115488)

ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসেটস-এর রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/২১_২০২৬/কে/৪৯, তারিখঃ ১০-০৪-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ২১_২০২৬; কাজের নামঃ** এসএসই/ইলেক্ট/পি/আইসি/শিলিগুড়ি জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই বছরের জন্য আরারিয়া-গলগলিয়া নিউ সেকশনের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাসেটস-এর রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫২,৫২,২৪৪/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,০৫,১০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৪-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৪-০৫-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মালদার জহুরাচণ্ডী মন্দির।

জহুরাচণ্ডী মন্দিরে সম্প্রীতির মেলা

মালদা, ১৭ এপ্রিল : প্রখর তাপ উপেক্ষা করে মালদা শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে আমবাগান ঘেরা জহুরাচণ্ডী মন্দির চত্বরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দোকান সাজাতে ব্যস্ত ব্যবসায়ীরা। শনিবার থেকে মালদার ঐতিহ্যবাহী জহুরাচণ্ডীমেলা শুরু হচ্ছে। এক মাস ধরে এই মেলা চলবে।

এই মেলায় কেউ বিক্রি করবেন দেবী চণ্ডীর ভোগ, কেউ ফুল-বেলপাতা। কেউ বা আবার দর্শনার্থীদের জন্য লুচি-সবজির পসরা সাজিয়ে বসবেন। ব্যবসায়ীরা বর্তমানে মেলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

শুধু মালদা জেলা না অন্যান্য রাজ্য এমনকি বাংলাদেশ থেকেও অনেক মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। এই দেশ তো বটেই বাংলাদেশেরও মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ এই মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। পুরো বৈশাখ মাসজুড়ে মন্দির চত্বরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি হয়। পারিবারিক পুজো হলেও, এত মানুষের অংশগ্রহণে এই পুজো সর্বজনীন উৎসবের রূপ নেয়।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, সম্রাট লক্ষ্মণ সেন গৌড়ে তাঁর রাজধানী লক্ষ্মণাবতী স্থাপন করেন। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য চারদিকে চার দেবীর আরাধনা শুরু করেন লক্ষ্মণ সেন। দক্ষিণে পাতালচণ্ডী, পূর্বে জহুরাচণ্ডী, পশ্চিমে দুয়ারবাসিনী এবং উত্তরে মাধাইচণ্ডী। মন্দির চত্বরে দাঁড়ালে একটু দূরে বাংলাদেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

শুক্রবার মন্দির চত্বরে বসেছিলেন সেবাইত কল্যাণ তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'শুধু এ দেশের ভক্তরাই নন, বাংলাদেশ থেকেও বহু মুসলিম দেবীকে পুজো দিতে আসেন। তাঁরা দেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন শোলা কিংবা কাগজের ফুল দিয়ে।'

অপর সেবাইত কবির তিওয়ারির কথায়, 'প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলিম ভক্ত দেবীকে পুজো দিতে আসেন। তাঁরা দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত কোনও সামগ্রী বাড়ি নিয়ে যান না। তাঁরা বলেন, সবকিছু মায়ের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়েছে। তাই সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যান না।'

সুসজ্জিত টয়ট্রেনে ভোট সচেতনতা

দার্জিলিং স্টেশনে সুসজ্জিত টয়ট্রেন। শুক্রবার। ছবি : মৃণাল রানা

শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : স্কুল ইউনিফর্ম ছেড়ে ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরে ভিড় জমিয়েছিল মেয়েগুলি। সময়ের সঙ্গে স্টেশন চত্বরে বেড়ে যায় প্রশাসনিক কর্তাদের আনাগোনা। বাড়তে থাকে কালো মাথার সংখ্যাও। স্টেশন চত্বরে একটি ব্যানার ঝুললেও, পর্যটক এবং স্থানীয়দের কৌতূহলী চোখ এমন আড়ম্বরের কারণ খুঁজছিল। কিছুক্ষণ পর সকলেই বুঝতে পারলেন একজন ভোটারও যাতে গণতন্ত্রের উৎসবের বাইরে না থাকে, তার জন্য এমন রাজকীয় আয়োজন নির্বাচন কমিশন ও দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর)।

সমতলের সঙ্গে ভোট রয়েছে পাহাড়েও। তাই সচেতনতার ক্ষেত্রে ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া টয়ট্রেনকেই বেছে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। 'সিস্টেম্যাটিক ভোটারস এডুকেশন অ্যান্ড ইলেক্টোরাল পার্টিসিপেশন'কে নজরে রেখেই জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শুক্রবার দার্জিলিং স্টেশন এবং একটি টয়ট্রেনকে সাজিয়ে তুলেছিল ডিএইচআর। নতুন থেকে প্রবীণ ভোটার, শামিল করা হয়েছিল এদিনের কর্মসূচিতে। অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানানো হয় স্থানীয় নাচের মাধ্যমে। টয়ট্রেনটিতে একটি কোচ থাকলেও, বাকিটা ছিল হুডখোলা। বিশেষ অতিথিরা ছিলেন প্রথম কোচটিতে। হুডখোলায় কলেজ পড়ুয়া থেকে স্থানীয় শিল্পী, সাধারণ মানুষ ছিলেন। নাচ-গান-বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানানো হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য একটি ভোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা তুলে ধরা হয় জেলা নির্বাচনি দপ্তরের তরফে। ভোটদানের গুরুত্ব সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে এমন উদ্যোগ বলে জানাচ্ছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে ট্রেনটি ছাড়ে দার্জিলিং স্টেশন থেকে। পৌঁছায় ঐতিহাসিক বাতাসিয়া লুপে। চলার পথে টয়ট্রেন থেকেও সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। বাতাসিয়া লুপে ট্রেনটি পৌঁছানোর সময় প্রচুর পর্যটক উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন স্থানীয়রাও। প্রত্যেকেই এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ডিএইচআরের ডিভিশনাল অপারেটিং ম্যানেজার সুমিত জয়সওয়াল এবং দার্জিলিং স্টেশন মাস্টার সুমন প্রধানের আশা, ২৩ এপ্রিল পাহাড়ের সমস্ত ভোটারই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

জীবন সিংহকে অত্যাচারের অভিযোগ

কামতাপুরিদের অন্দরে মতবিরোধ

নীতেশ বর্মন ও অমৃতা দে

শিলিগুড়ি ও দিনহাটা, ১৭ এপ্রিল : ভোটের মুখে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলে (কেএসডিসি) জোর কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির দুই শীর্ষ নেতৃত্বের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও।

কেএসডিসি'র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র অনন্ত বর্মন অভিযোগ করেছেন, কেএলও চিফ জীবন সিংহকে গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে এবং তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। সেই চাপের ফলেই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভানেত্রী তপতী রায়মল্লিককে দিয়ে বিজেপিকে সমর্থনের ঘোষণা করানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, তপতী একটি সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। সেই কারণেই বিধানসভা ভোটে জীবনের নির্দেশে কেএসডিসি বিজেপিকে সমর্থন করবে। তিনি আরও জানান, বিভিন্ন কেন্দ্রে কেএসডিসি প্রার্থী দিলেও তাঁরা বিজেপির সমর্থনে প্রচার চালাবেন। পাশাপাশি তিনি রাজবংশী সমাজের মানুষকে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

কিন্তু ওই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নেন কেএসডিসি'র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র।

অনন্ত স্পষ্ট বলেন, 'তপতীর এই সিদ্ধান্ত সংগঠনের সর্বসম্মত নয় এবং তা মানা হবে না। জীবনের ওপর অত্যাচারের খবর পৌঁছোতেই তপতী মানসিক চাপে পড়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে সংগঠনের বাকি নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছে না।'

দু'দিন আগেই ফোনে জীবনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সেই সময় জীবন জানিয়েছিলেন, তাঁকে গুয়াহাটিতে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

অনন্ত বর্মন
কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র,
কেএসডিসি

অনন্তর সংযোজন, 'কেএসডিসি প্রার্থীদের কেউই মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন না। তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে প্রচার চালাবেন এবং নির্বাচনি লড়াইয়ে অংশ নেবেন।' প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে কেএসডিসি মোট ২৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

অনন্ত দাবি করেছেন, দু'দিন আগেই ফোনে জীবনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। সেই সময় জীবন জানিয়েছিলেন, তাঁকে গুয়াহাটিতে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। যদিও তপতীর সাংবাদিক বৈঠকের পর তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি বলেও জানান অনন্ত।

এই পরিস্থিতিতে সংগঠনের ভিতরে ভাঙনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। নেতৃত্বের এই মতবিরোধ নির্বাচনের ফলাফলেও প্রভাব ফেলতে পারে।

অবশেষে এই কোন্দলের অবসান ঘটাতে স্বয়ং জীবন ভার্চুয়াল বার্তা দেন। সেখানে তিনি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার নিদান দিয়েছেন। কিন্তু এটিকেও সাজানো বলে দাবি করছেন সংগঠনের তপতী বিরোধী একাংশ। এতে কোন্দল আরও চরমে।

এদিন ১৭ জন প্রার্থীকে নিয়ে কেএসডিসি'র সভানেত্রীর সিদ্ধান্তকে না মানার ঘোষণা করেছেন সংগঠনের বিক্ষুব্ধরা। তাঁদের মধ্যে অষ্টমী রায়সিংহ বলেন, 'সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা না করে বিজেপিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন তপতী। সেটা সংগঠনের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। আমরা এককভাবেই লড়াই করব।'

যদিও জীবনকে কড়া হাতে কোন্দল মেটানোর বার্তা দিতে দেখা যায়নি। বরং তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতো কেএসডিসিতেও কোন্দল থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে দাবি করেছেন। জীবনের বক্তব্য, 'আমাকে সবাই নাও মানতে পারেন। কারও অর্থের লোভ এবং আরও নানা বিষয় থাকতে পারে। সংগঠনের শৃঙ্খলা মেনে পদক্ষেপ হবে। তৃণমূল, বিজেপিতেও কোন্দল রয়েছে।'

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৮,৪৯৩.৫৪ (+৫০৪.৮৬)

নিফটি : ২৪,৩৫৩.৫৫ (+১৫৬.৮০)

হরমুজ খুলল ইরান, তেলের দামে ধস ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন

ত্রিপুরায় এডিসি ভোটে ধরাশায়ী পদ্ম ৯

মাঠে হার্দিকের সঙ্গে বুমরাহর ঝামেলা ঝুঁকি নিচ্ছেন না ব্যাটাররা ১৩

8 বৈশাখ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 18 April 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 328

ইডি'র তল্লাশির নিশানায় তৃণমূল

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : সকাল থেকে কলকাতায় হুলুস্থুল। আলাদা আলাদাভাবে ইডি ও আয়কর দপ্তরের হানা। ভোটের আর সাতদিনও বাকি নেই। কিন্তু রেহাই পেলেন না ভোটের প্রার্থীও। শুক্রবারের ওই তল্লাশিতে নিশানা মূলত তৃণমূল প্রার্থী, নেতা, এমনকি দলীয় ঘনিষ্ঠদের। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার না করা হলেও এই তল্লাশির উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচারের ফাঁকে তিনি শুক্রবার বলেন, 'কালো টাকার হুন্ডি নিয়ে বাংলায় বসে আছে। আর আমার প্রার্থীর বাড়ি, দলীয় অফিসে তল্লাশি করছে! নির্লজ্জ, বেহায়া। আমি ভয় পাই না, আপনাদেরও ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।' তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে অভিযান প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী অবশ্য বলেন, 'নিশ্চয়ই দুর্নীতির সূত্র খুঁজে পেয়েছেন তদন্তকারীরা।'

প্রথম ইডি তল্লাশি শুরু করে রাসবিহারী কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস কুমারের পাঁচটি ঠিকানায়। এর মধ্যে ছিল অফিস, বাড়ি, এমনকি নির্বাচনি কার্যালয়। যদিও ইডি সন্ধ্যায় চলে যাওয়ার পর দেবাশিস বলেন, 'কেউ কেউ ভয় পেয়েছেন। কী কারণে তল্লাশি, সেটা তদন্তকারীরাই বলতে পারেন।

উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন মমতার

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটা দিন আটকে রেখে কিছু করা যায় না। ইতিমধ্যে আমার বিধানসভা কেন্দ্রের ৯০ শতাংশ এলাকা হেঁটে প্রচার সেরে ফেলেছি। এই তল্লাশির ফলে আমার মার্জিন আরও বাড়ল। সব উত্তর ৪ মে দেব।'

দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাসতালুকে আবার তল্লাশি চালাল আয়কর দপ্তর। ভবানীপুর কেন্দ্রে তাঁর প্রার্থীপদের অন্যতম প্রস্তাবক মীরাজ শা'র ২ নম্বর এলগিন রোডের বাড়িতে ওই তল্লাশি চলে। দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল নেতা কুমার সাহার বাড়িতে আবার হানা দেয় ইডি। মীরাজ মমতা-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ভবানীপুরে তৃণমূল নেত্রী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা দিতে চার ধর্মের যে চারজনকে প্রস্তাবক করেছিলেন, মীরাজ তাঁদের অন্যতম।

তিনি পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যও। মীরাজের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের যে দল তল্লাশি চালায়, তারা সরাসরি দিল্লি থেকে এসেছিল। বাকি তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে তল্লাশির সঙ্গে মীরাজের ঠিকানায় হানার কোনও যোগসূত্র নেই।

শুক্রবার ভোর পাঁচটা থেকে দেবাশিস কুমারের মনোহরপুকুর রোডের বাড়ি ও নির্বাচনি কার্যালয়ে আর্থিক প্রতারণা মামলায় তল্লাশি চলে। তাঁর শাশুড়ির ফ্ল্যাটেও তল্লাশি হয়। *এরপর দশের পাতায়*

বঙ্গের ক্রোরিঙ্গ

ভোটে অস্ত্র করতে উদ্যোগী বিজেপি

সংসদে ধাক্কা মহিলা বিলে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : 'হার কর জিতনেওয়ালো কো বাজিগর কহতে হ্যায়।'

কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়া 'কিং খান'-এর সংলাপটি যেন মিলিয়ে দিলেন নরেন্দ্র মোদি। দু'দিন ধরে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে শাসক ও বিরোধী শিবিরের তর্ক-বিতর্ক, অভিযোগ, পালটা অভিযোগের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় ভোটাভুটিতে ধাক্কা খেল মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত তিনটি বিল।

'ইন্ডিয়া' জোট এতে উচ্ছ্বসিত হলেও বিজেপি প্রচার শুরু করেছে, বিরোধীরা মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ আটকে দিয়েছে। এই ন্যারেটিভটিই এখন পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর বিধানসভা ভোটের প্রচারে তুলতে চাইছে গেরুয়া শিবির। ভোটাভুটিতে হেরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা হুংকার দেন, 'নারীশক্তির এই অপমান এখানে থেমে থাকবে না, অনেক দূর পর্যন্ত যাবে।'

তাঁর কথায়, '২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন তো বটেই, প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি নির্বাচনে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের জনরোষের মুখোমুখি হতে হবে বিরোধীদের।' বিরোধীদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে শাসক এনডিএ।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি অবশ্য সংসদে নিজের বক্তৃতায় তিনটি বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী দুটি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। এক, ভারতের নির্বাচনি মানচিত্র পরিবর্তন আর দুই, নিজেকে আবার মহিলাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তুলে ধরা।' পরে রাহুল সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'বিল আটকে গিয়েছে। উনি মহিলাদের নামে সংবিধানকে ভাঙার জন্য অসাংবিধানিক পন্থা ব্যবহার করেছিলেন। ভারত দেখল। ইন্ডিয়া আটকে দিল।'

আসনসংখ্যা বাড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণে সায় দিল না লোকসভা। ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পেতে ব্যর্থ হল। ২৯৮-২৩০ ব্যবধানে

- আসনসংখ্যা বাড়িয়ে মহিলা সংরক্ষণে সায় দিল না লোকসভা
- ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন পেতে ব্যর্থ হল
- ২৯৮-২৩০ ব্যবধানে এই সংক্রান্ত তিনটি বিলই এদিন মুখ থুবড়ে পড়ে
- তবে এদিনই মহিলাদের আসন সংরক্ষণ আইন কার্যকর করে দেয় কেন্দ্র
- ২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল পাশ করিয়েছিল কেন্দ্র

তিনটি বিলই মুখ থুবড়ে পড়ে লোকসভায়। তবে সংসদে এই নিয়ে আলোচনা চলাকালীন মহিলাদের আসন সংরক্ষণ সংক্রান্ত পুরোনো আইন কার্যকর করে দেয় কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রক এই আইন বৃহস্পতিবার থেকেই কার্যকরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

২০২৩ সালে মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিল পাশ করিয়েছিল কেন্দ্র। ওই মাসেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতি মিলে যাওয়ায় তা আইনে পরিণত হলেও এতদিন কার্যকর করেনি কেন্দ্র। তবে এখনও আইনটি নামেই কার্যকর হয়েছে। জনগণনা এবং ডিলিমিটেশন না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না।

প্রধানমন্ত্রী ভোটাভুটির আগে শুক্রবার বিরোধী সাংসদদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'ভেবেচিন্তে ভোট দিন। দেশের মহিলারা আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।' তাঁর আবেদন, 'দেশের নারীশক্তির সেবা করার ক্ষেত্রে এটি বড় সুযোগ। তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। চার দশক ধরে মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে প্রচুর রাজনীতি হয়েছে। এখন সময় এসেছে, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাকে অধিকার দেওয়ার। তাদের বঞ্চিত করবেন না।'

ভোটাভুটিতে ধাক্কা খাওয়ার পর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, দেশের নারীদের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আনা এত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বিলটি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় পাশ করা গেল না। তবে মোদির নেতৃত্বে মহিলাদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার আমাদের লক্ষ্য অব্যাহত থাকবে এবং আমরা তা অর্জন করব।'

আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল অবশ্য মনে করেন, 'সংসদে ডিলিমিটেশন বিল ব্যর্থ হওয়ায় মোদি সরকারের অহংকারের পরাজয় হয়েছে।' তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, '২৩ এপ্রিল আমরা দিল্লির ঔদ্ধত্যকে আর যারা সমর্থন করেছিল, সেই দাসদেরও হারাব।' লোকসভায় বিলগুলি আটকে যাওয়ায় রাজ্যসভায় পেশ করার আর প্রয়োজন রইল না।

এরপর দশের পাতায়

দল জিতলে পুর নির্বাচনে মুখ হতে পারেন

অগ্নিপরীক্ষা দুই চেয়ারম্যানের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচ আসনে বিধানসভা নির্বাচন হবে। আর এক বছর পর আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা পুরসভার নির্বাচন। আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা বিধানসভা আসন পুনরুদ্ধার করা তৃণমূলের কাছে লড়াই হলেও সেই সঙ্গে তৃণমূলের মাথায় রয়েছে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা। বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে অঙ্ক কষা হচ্ছে আগামী পুরসভা নির্বাচনেরও। সেখানে অগ্নিপরীক্ষা হবে তৃণমূল কাউন্সিলারদের। সবথেকে বড় পরীক্ষা আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর এবং ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায়ের। বিধানসভা ভোটের ওপর দুই চেয়ারম্যানের ভাগ্য বর্তমানে ঝুলে রয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচন দুজনের কাছেই মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষার মতো। এতে সফল হলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরে প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভায় তার কিছুটা ঝলক নজরে আসে। মঞ্চে প্রসেনজিৎকে আলাদা ডেকে পরামর্শ দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার বক্তব্য রাখতে গিয়েও শহরের ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বোঝানোর কথা বলেন। রাজনৈতিক মহল বলছে, তৃণমূলের কাছে অঙ্ক খুব সহজ। শহুরে মানুষের সমর্থন চাই। বিধানসভা নির্বাচনে পুরসভা এলাকায় ভালো ফল হলে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও আগামী পুর নির্বাচনে দলের মুখ হওয়া নিশ্চিত। তবে, খারাপ ফল হলে নেমে আসতে পারে শাস্তির খাঁড়া।

দুই চেয়ারম্যানই ভালো ফলের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। প্রসেনজিতের কথায়, 'আলিপুরদুয়ার পুরসভা যবে থেকে গঠন হয়েছে তার মধ্যে সবথেকে বেশি টাকার কাজ হয়েছে আমাদের বোর্ডে। শহরে অনেক উন্নয়নের কাজ হয়েছে। আমরা আশাবাদী মানুষ সেগুলো দেখে ভোট দেবেন।' অভিজিৎ বলছেন, '২০২১ সালে ফালাকাটা আসনে তৃণমূল হারলেও মুখ্যমন্ত্রী ফালাকাটা পুরসভা গঠন করেছেন। অনেক কাজ শুরু হয়েছে। নানা পরিকল্পনাও আছে।

- বড় পরীক্ষা আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর এবং ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায়ের
- ২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ারে ১৬টি এবং ফালাকাটায় ১৮টি আসনের সবক'টিতে জয় পায় তৃণমূল
- ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুই শহরে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়

আলিপুরদুয়ার পুরসভা যবে থেকে গঠন হয়েছে তার মধ্যে সবথেকে বেশি টাকার কাজ হয়েছে আমাদের বোর্ডে। শহরে অনেক উন্নয়নের কাজ হয়েছে।

প্রসেনজিৎ কর
চেয়ারম্যান
আলিপুরদুয়ার পুরসভা

তৃণমূলের লিড ছিল। তবে গত বিধানসভা নির্বাচনে জেলা শহরে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। কাজেই শহরের মানুষের মন জয় করা তৃণমূলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জের। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কিন্তু শহরের ভোট পেতে মরিয়া। দলের এমন নির্দেশ পেয়ে কাজ করছেন নেতারা ও দুই চেয়ারম্যান। অভিজিৎ তৃণমূলে আসার আগে থেকেই ফালাকাটা বিধানসভার প্রার্থী সুভাষ রায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই তিনি যে সক্রিয় হবেন, সেটা জানা ছিল। আলিপুরদুয়ার আসনে তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম দাবিদার ছিলেন প্রসেনজিৎ। টিকিট না পেয়ে তিনি কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। তবে দলের বার্তা পেয়ে তাঁকে আবার সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। টেস্ট পরীক্ষায় দুই পুর চেয়ারম্যান কেমন রেজাল্ট করেন, তা দেখার অপেক্ষায় আমজনতার পাশাপাশি দলও।

সেগুলো নাগরিক কনভেনশন করে জানানো হয়েছে।'

২০২২ সালের পুরসভা নির্বাচনে দুই পুরসভা তৃণমূলের দখলে আসে। আলিপুরদুয়ারে ২০টি আসনের মধ্যে ১৬টি এবং ফালাকাটায় ১৮টি আসনের সবক'টিতে জয় পায় রাজ্যের শাসকদল। তবে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দুই শহরে তৃণমূলের ভরাডুবি হয়।

বর্তমানে ফালাকাটা পুরসভা যে এলাকাজুড়ে রয়েছে সেটা ২০২১ সালে ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। সেই বিধানসভা নির্বাচনে ওই এলাকায়

নির্বাচনি কাজে ছাড় পেলেন অধ্যাপকরা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : হাইকোর্টে আবার ধাক্কা নির্বাচন কমিশনের। সহকারী অধ্যাপকদের ভোটের ডিউটিতে নিযুক্তির কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেখাতে পারেনি কমিশন। এতে রুষ্ট হাইকোর্ট সহকারী অধ্যাপকদের ভোটের কাজে নিয়োগে কমিশনের নির্দেশটিই শুক্রবার বাতিল করে দিয়েছে। তবে যে অধ্যাপকরা ইতিমধ্যে ভোটের প্রশিক্ষণ নিয়ে ফেলেছেন বা স্বেচ্ছায় এই কাজটি করতে চান, তাঁরা এই আদেশের আওতায় আসবেন না।

হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও অবশ্য জানিয়েছেন, প্রিসাইডিং অফিসার ছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকদের বেতন ও পদমর্যাদা মাথায় রেখে অন্য দায়িত্ব দেওয়া হলে তাঁরা তা পালন করবেন। তবে কমিশন সূত্রে খবর, আদালতের নির্দেশের পর কোনও সহকারী অধ্যাপক ভোটের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে, তা মঞ্জুর করা হবে।

কোর্টে ভর্ৎসিত কমিশন

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধ্যাপকরা পদমর্যাদায় গ্রুপ 'এ' আধিকারিকের সমান, তাঁদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নিযুক্ত করার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলাটি দায়ের হয়েছিল। আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামিম আহমেদ আদালতে সওয়াল করেন, উপযুক্ত কারণ ছাড়া সহকারী অধ্যাপকদের নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া কমিশনের ২০১০ সালের নির্দেশিকার পরিপন্থী।

এঁদের অব্যাহতি দিয়ে নির্বাচনি কাজে ইতিমধ্যে যে কেন্দ্রীয় সরকারি বা রাজ্য সরকারি কর্মীদের রিজার্ভ রেখেছে, তাঁদের নিয়োগ করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দেন বিচারপতি। যদিও কমিশনের আইনজীবী যুক্তি

এরপর দশের পাতায়

১২টি সাঁকো এড়িয়ে প্রচারে প্রার্থীরা

উত্তরের ভোট-আয়না

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৭ এপ্রিল : ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম পূর্ব কাঁঠালবাড়ি। সরকারি খাতায় গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন নাম থাকলেও স্থানীয়রা তো বটেই, প্রশাসনের আধিকারিকরাও একে 'সাঁকো গ্রাম' হিসেবেই চেনেন। কারণ, ২০ হাজার লোকসংখ্যার একটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই বাঁশের সাঁকোর সংখ্যা ১২। সম্ভবত আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি সাঁকো এই গ্রাম পঞ্চায়েতেই। এদিকে, ভোটের পরেই বর্ষাকাল। সেই ভোগান্তি নিয়ে এখন থেকেই দুশ্চিন্তায় গ্রামের মানুষ। অবশ্য পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে ভোটের প্রচার চলছে। তবে তৃণমূল ও বিজেপির প্রার্থীরা সাঁকো এড়িয়েই প্রচারে যাচ্ছেন।

পারপাতলাখাওয়া গ্রামের জন্তনা বর্মন সাইকেল চালিয়ে মেজবিলের দোকান থেকে কিছু কিনে ফিরছিলেন। বুড়িতোর্ষা নদীর বাঁশের সাঁকোর সামনে এসে সাইকেল থেকে নামলেন। তারপর হাত দিয়ে সাইকেল টেনে হেঁটে সাঁকো পার হচ্ছিলেন। এ পাড়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন কৃষক। তাঁদের উদ্দেশে জন্তনা বলছিলেন, 'ভোট তো আর ক'দিন বাকি। এই সাঁকোর উপর দিয়ে কোনও দলের প্রার্থীকে তো যেতে দেখলাম না।' পালটা এক কৃষকের বক্তব্য, 'আরে প্রার্থীরা তো চার চাকার গাড়িতে ঘোরাফেরা করেন। সাঁকো দিয়ে ওঁদের গাড়ি যাবে না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমরা ভোট দিই ঠিকই। কিন্তু সাঁকোর জায়গায় আর পাকা সেতু হল না।'

পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে এমন বাঁশের সাঁকো পেরিয়েই নিত্য যাতায়াত।

এটাই যেন গোটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের মনের কথা। বুড়িতোর্ষা নদীর সাঁকোর পশ্চিম প্রান্তেই বাড়ি ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক অভিরঞ্জন বর্মনের। তাঁর কথায়, 'গ্রামে সবকিছুই ঠিক আছে। তবে রোজ ঘুম থেকে উঠে সাঁকো দেখি। সাইকেল, বাইক নিয়ে সাঁকো থেকে নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনাও অনেক ঘটেছে। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর টোল ফ্রি নম্বরেও ফোন করে সব বলা হয়েছিল। কাজ হয়নি।' হুবহু একই ছবি ধরা পড়ল পলাশবাড়ি থেকে ৫০০ মিটার উত্তরদিকে। এখানে আবার সনজয় নদীর উপর দীর্ঘ বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর দক্ষিণ প্রান্তের বাসিন্দাদের খুব একটা সমস্যা হয় না।

এরপর দশের পাতায়

স্বাস্থ্য শিবিরে পদ্মের হামলা

ডাক্তার এনে প্রচারের তত্ত্ব

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৭ এপ্রিল : ভোটের মুখে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে অভিযোগ পালটা অভিযোগে সরগরম ফালাকাটা। স্বাস্থ্য শিবির করতে এসে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর অনুগামীদের হাতে প্রহৃত ফালাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক গোলাব দেবনাথ সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। এমনকি সেই শিবির থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির পালটা অভিযোগ, স্বাস্থ্য শিবিরের নামে তৃণমূল ভোট প্রচার করছিল।

স্বাস্থ্য শিবির ভেস্তে যাওয়ায় ফিরে যেতে হয় গর্ভবতী সহ অন্য রোগীদেরও। বৃহস্পতিবার বিকেলে ফালাকাটার শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ার ঘটনায় ফালাকাটা থানা একজনকে গ্রেপ্তার করলেও ১৩/৯৯ পার্টের অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য ভবেন্দ্রনাথ কার্জি পলাতক।

ঘটনা প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার শা বলেন, দেবানন্দ কার্জি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

সেদিন বিকেলে খাউচাঁদপাড়ার জয়শিব ক্লাবে ফালাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবির বসে। যদিও এই ক্যাম্প আগে নিয়মিত করা হয়েছে খাউচাঁদপাড়ার ১৯ নম্বর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এই প্রথম কোনও ক্লাবে শিবির বসানো হয়। ক্লাব সম্পাদক শম্ভু সুব্বা তৃণমূল নেতা। এতেই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। তাঁকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, সারাবছর আপনাদের পরিষেবা পাওয়া যায় না। ভোটের আগে এসেছেন পরিষেবা দিতে? ব্যাগপত্র গুটিয়ে চলে যান।

উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দ্বিতীয় এএনএম রেখা মণ্ডল এদিন ঘটনা প্রসঙ্গে জানালেন, 'উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীরা কম আসতেন। সেজন্য স্থানীয় ক্লাবকে বেছে নিয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে দু'সপ্তাহ আগে জানানো হয়। ক্লাবের সম্পাদককে মৌখিকভাবে জানানো হয়। শিবির চলাকালীন হঠাৎই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য অনুগামীরা ক্লাবে আসেন। আমরা নাকি চিকিৎসার নামে ভোট প্রচার করতে এসেছি বলে চড়াও হন। এরপর আমাদের বের করে দেওয়া হয়।' হঠাৎ ক্যাম্প করার অনুমতি পাওয়ার জন্য অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যকে জানানো হয়নি বলেও স্বীকার করেছেন এই স্বাস্থ্যকর্মী। এদিকে, বিজেপির ফালাকাটার নির্বাচনি মুখপাত্র জয় সূত্রধরের অভিযোগ, চিকিৎসার নামে তৃণমূল চিকিৎসকদের এনে ভোট প্রচারের কৌশল নিয়েছিল। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য জানতে গিয়েছিলেন, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বদলে ক্লাবে শিবির করার কারণ কী? তাতেই চিকিৎসক ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা পঞ্চায়েত সদস্যকে গরম দেখান এবং গালাগাল করেন। তবে আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য কাউকে মারধর করেননি।

পালটা তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে এসে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ও তাঁর অনুগামীরা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মারধর করেছেন। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

জয়শিব ক্লাবের সম্পাদক শম্ভু সুব্বার কথায়, বুধবার আমাকে এই শিবিরের ব্যাপারে জানানো হয়। আমি অনুমতি দিই। এটাকে নিয়ে যে বিজেপি নোংরা রাজনীতি করবে ভাবতে পারছি না।

গোটা ঘটনায় ফালাকাটা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন,

শিবিরে উত্তেজনা। ফালাকাটায়।

> শিবির চলাকালীন হঠাৎই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য অনুগামীরা ক্লাবে আসেন। আমরা নাকি চিকিৎসার নামে ভোট প্রচার করতে এসেছি বলে চড়াও হন। এরপর আমাদের বের করে দেওয়া হয়।
> রেখা মণ্ডল *স্বাস্থ্যকর্মী*

আমরা পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলব না। যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, সেই পঞ্চায়েত সদস্যকে একাধিকবার ফোন করলেও ধরেননি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন নদীর মতো।। *বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে ছবিটি তুলেছেন দুর্জয় বর্মন।*

ফালাকাটার জয়ীরা লম্বা রেসের ঘোড়া

বিধায়ক দীপকের ভাগ্য নিয়ে চর্চা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : কেউ তিনবার তো কেউ চারবার। আবার কেউ দু'বার। বিধানসভা ভোটে ফালাকাটা থেকে যাঁরাই বিধায়ক হয়েছেন তাঁরা একাধিকবার জনপ্রতিনিধি হয়েছেন। স্বাধীনতার পর যতবার বিধানসভা ভোট হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই তথ্য উঠে এসেছে। তবে ব্যতিক্রম শুধু কংগ্রেসের হিরালাল সিংহ। তিনি সেই ১৯৬২ সালে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন। ছিলেন ৫ বছর। কিন্তু তারপর থেকে যাঁরাই ফালাকাটার বিধায়ক হয়েছেন তাঁরা সবাই লম্বা রেসের ঘোড়া। স্বাভাবিকভাবেই বিদায়ি বিধায়ক তথা এবারের বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মনের কপালে কী আছে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ফালাকাটায় এবার লড়াইটা সব পক্ষের জন্যই কঠিন।

ফালাকাটার ভোটের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় ১৯৫৭ সালে প্রথম বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন জগদানন্দ রায়। প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির এই দাপুটে নেতা প্রথম বার ৫ বছর বিধায়ক হন। পরে কংগ্রেসের হিরালাল সিংহ ১৯৬২ সালে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। এরপর ১৯৬৭-র বিধানসভায় ফের আসনে জগদানন্দ। এরপর ১৯৬৯, ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে ধারাবাহিকভাবে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন জগদানন্দ। এমনকি তিনি রাজ্যের মন্ত্রীও হয়েছিলেন। ১৯৭৭-এর পরে অবশ্য রাজ্যে পালাবদল ঘটে। কংগ্রেসকে হটিয়ে রাজ্য দখল করে বামফ্রন্ট। ১৯৭৭-এর ভোটেও বামফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে বিধায়কের আসনে সেই জগদানন্দ। বাম জমানাতেও বিধায়কের আসনে হ্যাটট্রিক তাঁর।

১৯৭৭ সাল থেকে ফালাকাটা বামেদের শক্তঘাঁটি হিসেবেই পরিচিতি পায়। সব ধরনের ভোটেই বামেরা জয়ী হন। ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রেই ১৯৯১ সালে প্রার্থী হন ভুটনিরঘাট হাইস্কুলের শিক্ষক প্রয়াত যোগেশচন্দ্র বর্মন। তিনি টানা চারবার জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। শুধু তাই নয় সেসময় যোগেশ ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী। পরে তিনি অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীও হন। এমনকি তাঁর আমলেই বন দপ্তরের আধুনিকীকরণ সহ কুঞ্জনগর, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি তৈরি হয় বলে ভোটাররাই জানিয়েছেন।

২০১১ সালে অবশ্য রাজ্যে পালাবদল ঘটে। তৃণমূল সরকার রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে। ফালাকাটা থেকে তৃণমূলের প্রথম বিধায়ক হন প্রয়াত অনিল অধিকারী। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন অনিল অধিকারী। কিন্তু ২০১৯ সালে অনিলবাবু প্রয়াত হন। তারপর অবশ্য ফালাকাটায় উপনির্বাচন হবার সম্ভাবনা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত তা আর হয়নি। তবে ২০২১ সালের ভোটে তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়কে পরাজিত করে বিধায়ক হন বিজেপির দীপক বর্মন। এবারও সুভাষ ও দীপক ফের দুজনেই প্রার্থী।

স্বাভাবিকভাবেই ফালাকাটার ইতিহাসের দেখা যাচ্ছে একমাত্র হিরালাল সিংহ ছাড়া বাকি আর কেউ এক টার্মের জন্য বিধায়ক হননি। কেউ দু'বার তো কেউ চারবার হয়েছেন। এক্ষেত্রে বিজেপির দীপক বর্মন এখন বিদায়ি বিধায়ক। ফের প্রার্থী হওয়ায় তিনি জিততে পারবেন কি না তা নিয়েই জল্পনা চলছে। তবে এবার লড়াই অনেক কঠিন বলেই প্রার্থীরা মনে করছেন। তাই ফালাকাটাতে শেষ হাসি কে হাসবেন তার অপেক্ষায় দিন গুনছে ২৩ এপ্রিল ও ৪ মে।

কোচবিহারকে ভাগ নয়, বার্তা মমতার

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : কোচবিহারে এসে রাজ্যভাগ নিয়ে সোচ্চার হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার রাসমেলা মাঠের মঞ্চে ভাষণে মমতা বলেন, 'আগামীদিনে রাজ্য থেকে যাতে কোচবিহারকে ভাগ করে দেওয়া না হয়, সেজন্য আপনারা আমাদের ভোট দিন।' রাজ্যভাগের বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিন রাসমেলা মাঠের জনসভা মঞ্চে দীর্ঘদিন পর রবীন্দ্রনাথ ঘোষকেও দেখা গিয়েছে। মঞ্চে এদিন দলীয় প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায়, অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), হরিহর দাস, শৈলেন বর্মা, শিবশংকর পালদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের জয়ী করার আবেদন জানান মমতা। সেখানে তাঁর বক্তব্যে কোচবিহারের বিভিন্ন জনজাতির নাম উল্লেখ করে বলেন, 'বিজেপি আপনাদের সকলের উপর যেভাবে অত্যাচার করছে, ভোটবাক্সে আপনারা তৃণমূলকে ভোট দিয়ে তার জবাব দেবেন।' তিনি বলেন, 'বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লড়াই করেছিলেন। বাংলা সঙ্গে ছিল। আজও যদি আপনাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, লড়াই শেষ পর্যন্ত চলবে। আমরা ছেড়ে কথা বলার লোক নই।'

কোচবিহারে নির্বাচনি ফলাফলের ক্ষেত্রে রাজবংশী ভোট বড় ফ্যাক্টর। আর এই ভোট মূলত রয়েছে বংশীবদন বর্মন ও নগেন রায় পন্থী গ্রেটার সংগঠনের হাতে। এই দুটি সংগঠনই দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারকে আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। এখন বংশীপন্থী গ্রেটার দীর্ঘদিন তৃণমূলের সঙ্গে থাকলেও বর্তমানে তারা বিজেপিকে সমর্থন করেছে। অপরদিকে নগেন রায় বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হলেও তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, গত লোকসভা নির্বাচনে নগেনপন্থী গ্রেটারের সমর্থন পাওয়ার কারণেই কোচবিহার লোকসভা আসনটিতে জয় পেয়েছে তৃণমূল। যদিও বিজেপি বর্তমানে নগেনকে অনেকটা চাপে রেখেছে। যে কারণে নগেনপন্থী গ্রেটারের ভোট ঘাস না পদ্ম কোন ফুলে পড়বে তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যভাগ নিয়ে সোচ্চার হয়ে কেন এমন ঝুঁকি নিলেন? এছাড়া এদিনের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী আগাগোড়া নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। নির্বাচনে দলের কর্মীদের ইভিএম, ভিভিপ্যাট ও কাউন্টিংয়ের উপর কড়া নজর রাখার কথা বলেন। গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন বলেন, 'কোচবিহার কোনও দিন বাংলার অংশ ছিলই না। বছরখানেক আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বিধানসভায় এটা বলেছিলেন।' তাঁর কথায়, 'তিনি হয় ইচ্ছা করে এসব বলছেন, আর না হলে কোচবিহারের ইতিহাস তিনি জানেন না।' গ্রেটার নেতা নগেন রায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তার মন্তব্য জানা যায়নি।

মমতা বলেন, 'কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে নাকি কিছু হয়নি। আপনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে যেক'টা দিন আছেন, দয়া করে মিথ্যে কথা কম বলুন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে ১ লক্ষ ৭২ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছি।' মমতার কথায়, 'লোকসভায় ৫৪৩টি আসন আছে। তাকে সাড়ে আটশোর কাছাকাছি নেবে বলে টুকরো টুকরো করছে দেশটিকে। একদিন দেখবেন কোচবিহার, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং হারিয়ে গিয়েছে।' তাঁর কথায়, 'আমি সবসময় কোচবিহারে আসি। এখানে বন্যা, ঝড় হলেও তোমার দেখা নাই গো তোমার দেখা নাই। বাংলা থেকে জিতে দিল্লিতে গিয়ে ওদের সরকার ভাঙব।' সভার শেষে মমতাকে মঞ্চে রাজবংশী মেয়েদের সঙ্গে নাচতে দেখা যায়।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনছেন কর্মীরা। কোচবিহারে।

সচেতন করতে

জয়গাঁ, ১৭ এপ্রিল : মানুষকে ভোট নিয়ে সচেতন করতে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে জয়গাঁয় প্রচার চালানো হল। বৃহস্পতিবার রাতে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ময়ূরী ভাসু, জেলা পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ সহ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা স্থানীয় ঝর্ণাবস্তি, সুমসুমি বাজার এলাকায় গিয়ে নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটদানের বার্তা দেন। কেউ কোনও প্ররোচনা ও প্রলোভন দিলে প্রশাসনকে জানাতে বলা হয়েছে। এলাকায় কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলেও প্রশাসনের নম্বরে খবর দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে এদিন। সঙ্গে ভোটের নিয়ম সংবলিত লিফলেট বিলি করা হয়েছে।

মানবিক লক্ষ্মণ

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : শুক্রবার বিকেলে ভোটের প্রচার সেরে বীরপাড়ায় ফিরছিলেন মাদারিহাট বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু। ওই সময় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ডিমডিমা চা বাগানে একটি মোটরবাইক গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে একটি টোটোয়। আহত হন মোটরবাইকচালক এবং আরোহী দুই তরুণ। দুজনকেই গাড়িতে তুলে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যান প্রার্থী লক্ষ্মণ। তিনি বলেন, 'আমি পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক। মানুষের সেবা আমার কর্তব্য।'

বুথে এসপি

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : শুক্রবার মাদারিহাট বিধানসভার গোপালপুর চা বাগানের একটি বুথ পরিদর্শন করেন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটে গোপালপুর চা বাগানে সংঘর্ষে জড়িয়েছিল তৃণমূল-বিজেপি। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে নির্ভয়ে ভোটদানের আহ্বান জানান এসপি। অন্যদিকে, ডিমডিমা চা বাগানের নীচ লাইনের একটি বুথ পরিদর্শন করেন জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মজুমদার, এসডিপিও সোমনাথ ঝা।

বাগানে বাম

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : শুক্রবার মোরাঘাট চা বাগানে ভোটের প্রচার করেন মাদারিহাটের বামফ্রন্ট প্রার্থী সুভাষ লোহার। সঙ্গে ছিলেন ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোপাল প্রধান। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি জানান তাঁরা। কর্মসংস্থানের অভাব নিয়ে রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ করেন তাঁরা।

চড়কমেলা

শালকুমারহাট, ১৭ এপ্রিল : চড়কমেলায় মেতে উঠল শালকুমারহাট। শুক্রবার শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধাবাড়ি মৌজার রূপনগরে চড়কমেলার আয়োজন হয়। চড়ক দেখতে ভিড় করেন বহু মানুষ। মেলার জন্য রকমারি দোকানপাট বসে। খেলা দেখানোর পর রাতে বড়শিতে গেঁথে দুজনকে একসঙ্গে চড়কে ঘোরাতে দেখা যায়।

বিজেপির 'লক্ষ্মীলাভ'

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : 'ঘরে' ফিরলেন বিজেপির লক্ষ্মী। সিপিএম থেকে বিজেপি। এরপর বিজেপি থেকে তৃণমূল। দুই ফুলে ব্লক, মণ্ডল, জেলার নানা পদ সামলে অবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফের বিজেপিতে যোগদান করলেন মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনার বাসিন্দা তথা তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ারের জেলা সহ সভাপতি লক্ষ্মীনাথ রায়। তালুক সদর মাদারিহাটে তাঁর হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সিপিএমের টিকিটে জিতে ২০০৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য। ২০১৬ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে যথাক্রমে ব্লক সভাপতি, ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি এবং বিধানসভার কোকনভেনার হয়েছিলেন। ২০২১ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়ে তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক সভাপতির পদে ছিলেন। সম্প্রতি ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে তাঁকে ওই সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি করা হয়। এতেই ক্ষুব্ধ লক্ষ্মী। বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাকে না জানিয়ে ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরানো হয়। সংবাদপত্রে ওই খবর জানতে পারি। তৃণমূলে কোনও শৃঙ্খলা নেই। দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রাজ্য সরকার। প্রকাশ্যে চাকরি বিক্রি করা হচ্ছে। কোনও রাষ্ট্রবাদী নাগরিক তৃণমূল করতে পারেন না।' সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'কাউকেই কোনও পদে স্থায়ীভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ্মীনাথের দলত্যাগে দলের কোনও ক্ষতি হবে না।'

তৃণমূলে যোগ

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৭ এপ্রিল : যুব কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক করণ নায়েক। শুক্রবার বিকেলে হ্যামিল্টনগঞ্জের নেতাজিপল্লিতে তাঁকে দলে স্বাগত জানান কালচিনির প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ। করণ বলেন, 'কংগ্রেসে যেভাবে গোষ্ঠীকোন্দল চলেছে তাতে তরুণরা বিরক্ত। তাছাড়া এলাকায় শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখতে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত।'

গেট মিটিং

কুমারগ্রাম ও সোনাপুর, ১৭ এপ্রিল : কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তিরকির সমর্থনে নিউল্যান্ডস, কুমারগ্রাম ও সংকোশ চা বাগানে শুক্রবার গেট মিটিং করলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। মিটিংয়ে রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরে প্রার্থীর হয়ে ভোটভিক্ষা করেন তিনি। চা শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তৃণমূলের সরকার কী করেছে, সেসব উল্লেখের পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী মনোজকুমার ওরাওঁকে তুলোধোনা করে প্রকাশ বলেন, 'গত ৫ বছরে কুমারগ্রাম বিধানসভার মানুষের জন্য কিছুই করেননি মনোজ। ভোট প্রচারে বেরিয়ে জনগণের প্রশ্নের মুখে পড়ে মেজাজ হারাচ্ছেন বিধায়ক।' অন্যদিকে, এদিন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার বিধানসভার প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলালের সমর্থনে তৃণমূলের গেট মিটিং হয় পাটকাপাড়া চা বাগানে।

গ্রেপ্তার ১

বারবিশা ও সোনাপুর, ১৭ এপ্রিল : ভোটের আবহে এলাকাজুড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে সকালসন্ধ্যা টহল দিচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি, অবৈধ কারবার রুখতেও চলছে কড়া নজরদারি। গোপন খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে বারবিশা বাজারের একটি হোটেলে হানা দেয় কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে ২০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। বৈধ নথি দেখাতে না পারায় লস্করপাড়ার বাসিন্দা হরেকৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ঘরঘরিয়া বাজারের আরেক দোকানে হানা দেয় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। সেখান থেকেও ৫১ লিটার মদ উদ্ধার হয়।

হাটসভা

পলাশবাড়ি ও সোনাপুর, ১৭ এপ্রিল : শুক্রবার সন্ধ্যায় হাটসভা করল সিপিএম। এদিন ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের শিলতোর্ষা নদীর তীরে রাজীব গান্ধি হাটে এই পথসভা হয়। দলের প্রার্থী কমলকিশোর রায়ের সমর্থনে সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার পশ্চিম-১ এরিয়া সম্পাদক আলপনা দাস।

নকশালবাড়িতে থাবা লেপ্টোস্পাইরোসিসের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : ফের লেপ্টোস্পাইরোসিসের থাবা! এবার নকশালবাড়িতে ওই রোগের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। সেখানকার স্টেশনপাড়ার এক তরুণী এই রোগের সংক্রমণ নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, তরুণীর পরিবারের তরফে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার ডাঃ নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ ঠিক নয়। ওই রোগীর চিকিৎসা চলছে। ডাক্তাররাও নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। প্যারাসিটামলে তাঁর শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ায় অন্যভাবে জ্বর কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) ডাঃ আনোয়ার হুসেনের বক্তব্য, 'জেলায় দু-একজন লেপ্টোস্পাইরোসিসে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে, এটা এই রোগের সময় নয়। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।'

চিকিৎসা নিয়ে প্রশ্ন

আক্রান্ত তরুণী ভর্তি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে।

এর আগে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে লেপ্টোস্পাইরোসিসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। গ্রামের পর গ্রাম মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। একইসঙ্গে হেপাটাইটিস-এ রোগটিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। মূলত দূষিত পানীয় জলই এই রোগগুলি ছড়ানোর মূল কারণ বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন।

এরইমধ্যে গত ১৪ এপ্রিল জ্বর, মাথা, শরীরে ব্যথা নিয়ে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা এক তরুণীকে। সেখানে কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর শারীরিক পরিস্থিতি বুঝে তরুণীকে মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে মেডিকেলেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই তরুণী। তরুণীর বাবা সঞ্জীব মিশ্র বললেন, 'সেদিন বিকেলেই মেয়েকে মেডিকেলে এনে ভর্তি করেছি। রাতেই রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসা সেভাবে হয়নি। সিনিয়ার কোনও ডাক্তার মেয়েকে দেখেননি। মেয়ে প্রথম দিন থেকেই ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। জ্বর, ব্যথায় কাতরাচ্ছে। চোখের সামনে মেয়ের এই অবস্থা দেখে ডাক্তার, নার্সদের বলতে গেলে আরও বকাবকি করছে।' শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ।

বৃহস্পতিবার মেডিকেলের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ থেকে জানানো হয়, ওই তরুণীর রক্তের নমুনা পরীক্ষায় লেপ্টোস্পাইরা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। এদিকে, এর পরেও নকশালবাড়ির স্টেশনপাড়া এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রোগের জীবাণু মূলত ইঁদুরের মূত্র থেকে ছড়ায়। ইঁদুরের মূত্র জলের সঙ্গে মিশে সেই জলে পা দিলে বা অন্য কোনও পশু সেই জল পান করলে সেই পশুদের থেকেও রোগ ছড়াতে পারে। নকশালবাড়ি ঘটনায় ঠিক কী হয়েছে সেটা জানতে স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করেনি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক জানিয়েছেন, এমন ঘটনা সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) হয়তো জানবেন। উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) বলেন, 'লেপ্টোস্পাইরা মূলত বর্ষাকালে ছড়ায়। এখন এর সংক্রমণের মরশুম নয়। তাছাড়া নকশালবাড়িতে সংক্রমণ নিয়ে রিপোর্ট পাইনি।'

ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার রাইচেঙ্গায়

নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে কাটল জট

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : সামান্য বৃষ্টিতেই গ্রামের দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রায় ৪০ বছর ধরে রাস্তা পাকা করার দাবি জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এরপরই ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইচেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা গত বুধবার একত্রিত হয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন। তবে শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে সিদ্ধান্ত বদল করলেন গ্রামবাসীরা। সূত্রের খবর, এদিন ফালাকাটার বিডিও ও ফালাকাটা থানার আইসির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর ভোট দিতে রাজি হন সকলে।

গত বুধবার ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইচেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা এলাকার এক কিলোমিটার এবং ৫০০ মিটারের দুটি পৃথক রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল থাকা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ওইদিন পাশের গ্রাম পারপাতলাখাওয়ার বাসিন্দাদের একাংশকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লেক্স হাতে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে মিছিল করা হয়েছিল।

এদিকে, ভোট বয়কটের খবর চাউর হতেই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার ওই গ্রামের সমস্যা নিয়ে খোঁজখবর শুরু করে ফালাকাটা থানার পুলিশ। শুক্রবার গ্রামে পৌঁছান ফালাকাটার বিডিও আদৃতা সমাদ্দার এবং ফালাকাটা থানার আইসি নীতেশ লামা। তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। সূত্রের খবর, নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে গ্রামবাসীর সমস্যার বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসনের কাছে গণস্বাক্ষরিত আবেদনপত্র জমা করতে বলা হয়েছে। এরপরেই বিডিও এবং আইসির উপস্থিতিতে গ্রামবাসীরা তাঁদের পূর্বঘোষিত ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। কমিশনের এই দ্রুত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলও।

এ প্রসঙ্গে গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা নৃপেন চন্দের বক্তব্য, 'এতদিন নানা মহলে জানিয়ে কাজ হয়নি। তাই সেদিন আন্দোলন করা হয়েছিল। তবে এদিন কমিশনের তরফে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। আমরা আর ভোট বয়কট করছি না। সবাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করব।'

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলছেন বিডিও ও আইসি।

আরেক প্রবীণ বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্র সরকার বলেন, 'সেদিন এভাবে মিছিল না করলে তো প্রশাসনের উপরমহলে আমাদের দাবির বিষয়টি পৌঁছাত না। কমিশনের প্রতিনিধিরা এদিন আসায় ভালো লেগেছে। তাঁরা ভালোভাবে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের কথা বুঝিয়েছেন। তাই আমরাও সিদ্ধান্ত বদল করেছি।'

নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকায় সংবাদমাধ্যমের কাছে এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি বিডিও ও আইসি।

কড়া নিরাপত্তা বলয়ে দীপক

ভাস্কর শর্মা

বাহিনীর ঘেরাটোপে বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন। ফালাকাটায় শুক্রবার।

- দীপকের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন অমিত শা
- এরপরেই নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে ফেলা হল বিজেপি প্রার্থীকে
- কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি তাঁর জন্য নির্বাচন কমিশনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : উত্তরে ভোট প্রচারে এবার চর্চায় রয়েছেন ফালাকাটার বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন। কখনও দেওগাঁও তো কখনও কাদম্বিনী চা বাগান, প্রচারে গিয়ে তাঁর ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। কাদম্বিনী চা বাগানের ঘটনায় বিজেপি প্রার্থীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকি ওই ঘটনার জন্য পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগও এনেছিলেন প্রার্থী। এমনকি দীপকের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর এরপরেই নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে ফেলা হল বিজেপি প্রার্থীকে। শুক্রবার থেকেই দীপকের জন্য ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি তাঁর জন্য নির্বাচন কমিশনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে জোরদার প্রচার শুরু করেছেন দীপক।

এপ্রসঙ্গে দীপক বলেন, 'কেন্দ্রের সিআরপিএফ আমার সঙ্গে আগে থেকেই ছিল। কিন্তু তৃণমূলিদের হামলার পর নির্বাচন কমিশন আরও নিরাপত্তা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। সেই নিরাপত্তাও পেয়েছি। তবে নিরাপত্তারক্ষীরা সঙ্গে থাকলেও আমি দলীয় কর্মীদের পাশে নিয়েই প্রচার চালাচ্ছি।' ২০২১ সালে ভোটে জিতে বিধায়ক হন দীপক বর্মন। এমনকি তিনি রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। এখন রাজ্য কমিটির সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। এখন তিনি যেখানেই প্রচারে যাচ্ছেন সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সম্প্রতি ভোট প্রচারে বেরিয়ে দু-তিন জায়গায় হামলার শিকার হন দীপক। গত মঙ্গলবার কাদম্বিনী চা বাগানে ব্যাপক গণ্ডগোলের ঘটনায় পুলিশ থাকলেও তারা নিষ্ক্রিয় ছিল বলে দীপক থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

প্রার্থীর ওপর হামলার পরেই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন। একেবারে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এর মধ্যে প্রথম স্তরে সিআরপিএফ আগে থেকেই ছিল। নতুন করে অন্তত ১৫-২০ জনের কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি দল তাঁকে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দুইজন অফিসার সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে পুলিশের একটি দল। যদিও বিজেপির দাবি, প্রার্থীর নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীরা দীপকের সঙ্গেই থাকছেন। বাকি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ অনেকটাই দূরে থাকছে যাতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রার্থীর মেলামেশায় কোনও অসুবিধা না হয়।

এদিকে প্রার্থীর এত নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, 'বিজেপির প্রার্থী এর আগে বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাই এবার প্রার্থী হয়ে এত বাহিনী নিয়ে তাঁকে প্রচার করতে হচ্ছে। আসলে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে যাতে দীপককে পড়তে না হয় তাই তিনি বাহিনী নিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দলের প্রার্থীদের কাছে মানুষই সব। তাই কোনও রক্ষী ছাড়াই তাঁরা প্রচার সারছেন।'

পার্কিং নিয়ে হুমকি ট্রাফিক আধিকারিকের

শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : তিনি আইনের রক্ষক। অথচ তাঁর বিরুদ্ধেই আইন ভাঙার অভিযোগ। নিজের চাকরিকে 'ঢাল' বানিয়ে।

শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিক কৌসর আলির বিরুদ্ধে অভিযোগ, গাড়ি পার্কিং নিয়ে বিবাদের জেরে তিনি প্রতিবেশীদের নিয়মিতভাবে হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি হয়রান করেছেন। ভারতীয় বিশেষভাবে সক্ষম ক্রিকেট দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় খালেক আবদুলের পরিবারের সদস্যরা এসআই পদমর্যাদার ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই পুলিশ আধিকারিক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

খালেক বলেন, 'পাড়ার কারও সঙ্গে কথা বললেও পুলিশকর্তা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মিলে প্রতিরোধকারীদের ভিডিও করা শুরু করে দেন। শক্তিগড় এলাকায় ছোট থেকে বড় থানায় অভিযোগ হয়েছি, কিন্তু কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে কোনওদিন কোনও সমস্যা হয়নি। কেবল গাড়ি রাখা নিয়ে তিনি ইচ্ছে করে সমস্যা তৈরি করছেন।' যদিও সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে কৌসর আলির দাবি। তিনি বলেন, 'আমাকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, তার ভিডিও করে রেখেছি। ছোট রাস্তা। তা সত্ত্বেও যেভাবে বাড়ির সামনে এমনভাবে যানবাহন পার্কিং করা হয় যে বাইক নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে সমস্যা হয়। এই কথা বলাতেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।' ফোন করলেও সাড়া না দেওয়ায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রানা মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

দেওগাঁওয়ে এই সাঁকোর জায়গায় সেতুর দাবি।

মুজনাই পারাপারে ভরসা সাঁকো

প্রচারে সেতুর উল্লেখই নেই

জনতার কণ্ঠ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : 'তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি'- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই লাইনটি আর একবার মনে হল ভোটের মুখে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক আর ফালাকাটা ব্লকের সীমানায় দেওগাঁওয়ে লকিয়তউল্লাহর ঘাটে লোহার বিম আর কাঠের পাটাতনের সেতু ছিল। ১৯৯৩ সালে সেখানে পাকা সেতু তৈরি করে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। ১৯৯৩ সালেই প্রবল বন্যায় ভেসে যায় সেতু। এরপর থেকে মুজনাই পারাপারে শুখা মরশুমে বাঁশের সাঁকো আর বর্ষায় নৌকাই ভরসা। ৩৩ বছরে ৭টি বিধানসভা, ৭টি লোকসভা এবং ৬টি পঞ্চায়েত ভোট হয়েছে। এতদিন ভোটের প্রচারে ফালাকাটার উত্তর দেওগাঁওয়ে লকিয়তউল্লাহর ঘাটে নতুন সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দিতেন প্রার্থীরা। তবে এবছর ভোটের প্রচারে নেই সেতুর কথা।

ঘাটের পাশেই তৃণমূল সমর্থক লুৎফর রহমানের দোকান। লুৎফর বলছিলেন, '২৩ বছর ধরে দোকান করছি। প্রতিবার ভোটের সময় সেতু তৈরির কথা শুনি। এবছর সেটাও শোনা যাচ্ছে না। অথচ সেতু না থাকায় আমরা যোগাযোগের দিক থেকে ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছি।' ফালাকাটার দেওগাঁও পুরোদস্তুর কৃষিপ্রধান। উত্তর দেওগাঁওয়ের কৃষকরা মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়িহাটে পণ্য বিপণন করেন। কিন্তু মালবোঝাই ছোট গাড়ি এমনকি টোটোরিকশাও সাঁকো পেরোতে পারে না। রাঙ্গালিবাজনা হয়ে চার-পাঁচ কিমি ঘুরপথে শিশুবাড়ি যেতে হয়। ঘাট লাগোয়া মহল্লার নবিউল হকের কথায়, 'সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে! আমরা বীরপাড়া হাসপাতালের ওপর ভরসা করি। কিন্তু নদী পারাপারে সেতু নেই। তাই ঘুরপথে বীরপাড়া যেতে হয়।'

২০২১ সালে তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ লকিয়তউল্লাহর ঘাটে সেতু তৈরিতে প্রাথমিক পদক্ষেপ করেন। তাঁর নির্দেশে দপ্তরের বাস্তুকাররা প্রথম ধাপের সমীক্ষাও করেন। কিন্তু ওই বছর ভোটে হেরে যান রবীন্দ্রনাথ। মুজনাই নদীতে সেতু তৈরির বিষয়টিও চাপা পড়ে যায়। দেওগাঁওয়ের তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন সেতু তৈরিতে পদক্ষেপ করেননি। তবে কিছুদিন আগেই দীপক জানিয়েছিলেন, ওই জায়গায় সেতু তৈরির দাবিটি তিনি একাধিকবার বিধানসভায় উত্থাপন করেছেন। কিন্তু রাজ্য গুরুত্ব দেয়নি।

এর আগে ফালাকাটার বিধায়ক অনিল অধিকারীও সেতু তৈরির আশ্বাস দিয়েছিলেন। উত্তর দেওগাঁওয়ের তৃণমূল কর্মী সুধীর কার্জির বক্তব্য, 'অনিল অধিকারী প্রথমে লকিয়তউল্লাহর ঘাটে সেতু তৈরিতে রাজি হন। কিন্তু তিনি পরে ফালাকাটা শহর লাগোয়া বড়ডোবায় মুজনাই নদীতে সেতু তৈরিতে জোর দেন।' মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়ি চৌপথি থেকে ফালাকাটা ব্লকের সীমানায় লকিয়তউল্লাহর ঘাট পর্যন্ত পাকা রাস্তা রয়েছে। কিন্তু মুজনাই নদীতে সেতুর অভাবে ওই রাস্তা কাজে লাগছে না।

২০২৪ সালে উপনির্বাচনের প্রচারে লকিয়তউল্লাহর ঘাটে সেতু তৈরিতে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিলেন মাদারিহাটের তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পোও। ভোটে জেতার পর তিনি জানান, জায়গাটি ফালাকাটা ব্লকে। তাই সরাসরি তাঁর পক্ষে পদক্ষেপ করা সম্ভব নয়। তবে এবারের ফালাকাটার তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'ভোটে জিতলে ফালাকাটা বিধানসভায় কয়েকটি ছোট সেতু ছাড়াও তিনটি বড় সেতু তৈরিতে পদক্ষেপ করব। এগুলির মধ্যে একটি লকিয়তউল্লাহর ঘাটে।' তবে উত্তর দেওগাঁওয়ের তরুণ শফিউল আলমের মন্তব্য, 'এখানে আর সেতু তৈরি করা হবে বলে মনে হয় না।'

২৩ বছর ধরে দোকান করছি। প্রতিবার ভোটের সময় সেতু তৈরির কথা শুনি। এবছর সেটাও শোনা যাচ্ছে না। অথচ সেতু না থাকায় আমরা যোগাযোগের দিক থেকে ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছি।

লুৎফর রহমান
স্থানীয় বাসিন্দা

মিঠুনের সভায় খুশি পদ্ম

শামুকতলা, ১৭ এপ্রিল : নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার কয়েক দিন আগে কার্তিকা চা বাগানে তৃণমূলের সমর্থনে এসেছিলেন অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। ঠিক ওই সভাস্থলে শুক্রবার কুমারগ্রামের বিজেপি প্রার্থী মনোজকুমার ওরাওঁয়ের সমর্থনে জনসভা করলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সায়নীর জনসভা থেকে এদিনের সভায় দ্বিগুণেরও বেশি জনসমাগম হয়েছে। তা দেখে বিজেপি প্রার্থী মনোজকুমার ওরাওঁ এবং অন্য বিজেপি নেতা-নেত্রীদের মুখে রীতিমতো চওড়া হাসি দেখা গেল। মনোজ এদিন সভা শেষে বলেন, 'জয়ের ব্যবধান যে আরও বাড়ল সেটা এদিনের সভা থেকে স্পষ্ট।'

তৃণমূল অবশ্য এই ভিড়কে কটাক্ষ করেছে। তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি বাবুলাল মারান্ডি বলেন, 'মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতেই লোকের ভিড় হয়েছিল। সভাস্থলে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই তৃণমূলের ভোটার। তাই ভিড় দেখে উৎফুল্ল হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

তবে এদিন খুব কম সময় মিঠুন সভামঞ্চে ছিলেন। তিনি মাত্র ১৫ মিনিট মঞ্চে ছিলেন। ভাষণ দেন বড়জোর পাঁচ মিনিট। বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারের বেশকিছু কথা তুলে ধরেন মিঠুন। তৃণমূলকে উৎখাত করার ডাকও দেন তিনি। ছোট্ট ভাষণ শেষে মিঠুন দ্রুত মঞ্চ থেকে নেমে হেলিপ্যাডের উদ্দেশে রওনা দেন।

তবে মিঠুনকে ভিড়ের ঠেলায় অনেকেই ভালোভাবে দেখতে পাননি। এদিন অনেকের মুখে সেই আফসোসের কথা শোনা গেল।

এদিন সভায় অংশগ্রহণ করার জন্যে মিঠুন প্রথমে শামুকতলা বস্তি এলাকার হেলিপ্যাডে নামেন। সেই সময় অন্তত ৩০০০ মানুষ মিঠুনকে দেখার জন্য ওই জায়গায় ভিড় জমান।

এই তো জীবন... শুক্রবার সোনাপুরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

কার্তিকা চা বাগানে জনসভায় মিঠুন চক্রবর্তী। শুক্রবার।

ট্যাবলোর ভিডিও-য় 'উন্নয়ন'-এর খতিয়ান

জনসংযোগে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে সব দল

ভোট উৎসব

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : 'যত ধরনেরই আধুনিক প্রচার করা হোক না কেন, মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার মতো বিকল্প কিছু হতে পারে না।' বক্তা নির্মল দাস। আলিপুরদুয়ারের পাঁচবারের বিধায়ক। আলিপুরদুয়ার আরএসপি'র কার্যালয়ে কালচিনির প্রার্থী পাশাং শেরপাকে জনসংযোগের এমনই পরামর্শ দিচ্ছিলেন নির্মল। সংগঠন দুর্বল, তবুও বাড়ি বাড়ি যেতে হবে বলেই মত ওই নেতার। শুধু বাম দলগুলিই নয়, তৃণমূল-বিজেপি সহ অন্য দলও বিধানসভা ভোটের মুখে বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর দিয়েছে। এরই মাঝে তৃণমূল আবার ট্যাবলো বের করে হাইটেক প্রচারও শুরু করেছে।

কলকাতা থেকে কয়েকটি স্পেশাল ট্যাবলো এসেছে জেলায়। ট্যাবলোগুলি তৈরি করা হয়েছে ছোট গাড়িতে। একটি গাড়িতে বড় এলইডি স্ক্রিন লাগানো রয়েছে। সেই স্ক্রিনে বিভিন্ন ভিডিও দেখানো হচ্ছে। মূলত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার কী কী কাজ করেছে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কীভাবে রাজ্যকে বঞ্চনা করছে, সেটা বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। তৃণমূলের লক্ষ্য, এই প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিভিন্ন বুথে, বাজার এলাকায় ওই ট্যাবলো নিয়ে গিয়ে প্রচার চলছে। এ নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তুষারকান্তি রায় বলেন, 'ট্যাবলো দিয়ে প্রচারে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ট্যাবলো কবে কোন জায়গায় গিয়ে প্রচার করবে, সেটারও রুট ম্যাপ করা রয়েছে।'

তবে শুধু ট্যাবলোতে প্রচারে থেমে না থেকে বাড়ি বাড়িও প্রচার করতে যাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে নাকি দলের নেতাদের কাছে নির্দেশ এসেছে নির্বাচনের আগের কয়েকদিন সারাদিন প্রচারে থাকতে হবে নেতা-কর্মীদের। আগেই তৃণমূল থেকে বুথে বুথে যে ছোট দল করে দেওয়া হয়েছিল, তাদের প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, বাড়ি বাড়ি প্রচারে জোর দিয়েছে বিজেপিও। পদ্ম শিবির থেকে জেলা ও মণ্ডল স্তরের নেতাদের বলা হয়েছে নিজের বুথে প্রচারে জোর দিতে। বুথে জিতলেই ফল ভালো হবে বলেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেইমতোই প্রতি বুথে বিজেপির কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, প্রার্থীর পরিচিতির লিফলেট দিচ্ছেন। আবার তৃণমূলের নামে যে চার্জশিট প্রকাশ করা হয়েছে,সেটারও লিফলেট বিলি করছে পদ্ম শিবির। সংকল্পপত্রও বিলি চলছে। জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'বাড়ি বাড়ি প্রচারে ভালো লাভ পাওয়া যাচ্ছে। সেটা প্রচারের শেষ দিন পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হবে।'

ট্যাবলোর স্ক্রিনে চলছে তৃণমূলের প্রচার।

পতাকা, ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ

রাঙ্গালিবাজনা, ১৭ এপ্রিল : ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর দেওগাঁওয়ের কার্জিপাড়ায় শুক্রবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা এবং ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল। এনিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় বলছেন, 'বিজেপির লোকজন আমাদের পতাকা, ফ্লেক্স ছিঁড়ে দিয়েছে। পরাজয় নিশ্চিত দেখে বিজেপি দেওগাঁওয়ে অশান্তি করতে চাইছে।' যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধেই চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি।

প্রসঙ্গত, ১০ এপ্রিল পশ্চিম দেওগাঁওয়ে তৃণমূল ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সেই সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন বিদায়ি বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন। দু'দলের ৪ জন আহত হন। সেই ঘটনায় মোট ৩৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। অভিযুক্তদের অনেকেই ঘরছাড়া বলে অভিযোগ উঠছে। এমন আবহে পতাকা, ফ্লেক্স ছেঁড়া নিয়ে শুক্রবার রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে থাকে। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী।

তৃণমূলের দেওগাঁও উত্তরাংশের অঞ্চল সভাপতি রহিফুল আলম বলছেন, 'এটা বিজেপির কাজ। তবে আমরা দলের কর্মী-সমর্থকদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেছি।' আবার বিজেপির দেওগাঁও ১ নম্বর শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ তাপস বর্মন বলছেন, 'ঝামেলা পাকানোর চক্রান্ত করছে তৃণমূল। তৃণমূল একসময় দেওগাঁওয়ে বিজেপি কর্মীদের বাড়িও ভাঙচুর করেছিল। বিজেপির কেউ পতাকা ছিঁড়লে তৃণমূলের নেতারা প্রমাণ দিক।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ১

পলাশবাড়ি, ১৭ এপ্রিল : শুক্রবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মেজবিল বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বন্দুক সহ এক তরুণকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বাইকে করে মেজবিলে আসেন তরুণ। তাঁর সঙ্গে ছিল বন্দুক। গ্রামের বাসিন্দা সোমারু বর্মন ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলেন। বন্দুক দেখে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়। তরুণ একবার নিজেকে ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষী বলে পরিচয় দেন।

আরেকবার বলেন, এটিএমের টাকা পরিবহণের গাড়ির সিকিউরিটি গার্ড। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছোয় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তরুণকে আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বন্দুকের লাইসেন্স আছে কি না, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আশ্বাস তো বহু, মজুরি বাড়বে কি চা বাগানে?

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ এপ্রিল : কথায় বলে, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। আর ভোটের আগে নেতাদের মুখে মুখে যে চা শ্রমিকদের মজুরি ক্রমশ বাড়ছে, সেই টাকা দেবে কে?

ভোটের দোরগোড়ায় নেতাদের গলায় তো আশ্বাসের ফুলঝুরি। কেউ বলেছেন ক্ষমতায় এলেই ৩০০ টাকা। কেউ আবার এক ধাপ এগিয়ে ৫০০ টাকা মজুরির স্বপ্নও দেখাচ্ছেন। আর সেইসঙ্গে ঠান্ডা ঘরে চলে যাওয়া ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়নকে উসকে দিয়ে ভোট বাক্সে ডিভিডেন্ড তোলার মরিয়া প্রচেষ্টাও চলছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে যুযুধান দুই দল তৃণমূল কংগ্রেস কিংবা বিজেপি চা মজুরি ইস্যুতে লাগাতার শান দিয়ে এলেও বাস্তব ছবি কিন্তু অন্য কথাই বলছে। চা মালিকরা বলছেন, চায়ের দাম কয়েক বছর ধরে একই জায়গায় থমকে আছে। এমন পরিস্থিতিতে ২৫০ টাকা মজুরি দিয়ে বাগান চালানোই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা বাড়াতে গেলে তো শিল্পের পরিস্থিতি আরও করুণ হয়ে যাবে।

বণিকসভাগুলির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে এক কিলোগ্রাম চা তৈরি করতে যে খরচ হয়, তার মধ্যে মজুরির হিসেব থাকে ৬০-৬৫ শতাংশ। কোনও বাগানের হেক্টর পিছু উৎপাদন ২০ কুইন্টাল হলে মজুরি যদি এখনকার থেকে ৫০ টাকাও বাড়ে তাহলে উৎপাদন খরচ বাড়বে ১৮ টাকা। এদিকে, চায়ের নিলাম মূল্য ওই হারে বাড়া তো দূরের কথা, উলটে কমছে। শিলিগুড়ি নিলামকেন্দ্রে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের সর্বশেষ নিলামে সব ধরনের চা মিলিয়ে কিলোপ্রতি গড় দাম ছিল ২৭৭.৭৯ টাকা। যা আগের সপ্তাহের নিলামের থেকে ৩২.৫৪ টাকা কম। দামের পতনের পাশাপাশি চাহিদাও ক্রমশ নিম্নমুখী। বলছে চা মহল।

চা বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এখনও তো ন্যূনতম মজুরি কত হবে সেটাই ঠিক করা হয়নি। চা উৎপাদক রাজ্যগুলিতে মজুরি দেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট হার নেই। যেমন অসমের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাগানগুলিতে চলতি মাস থেকে মজুরি বাড়িয়ে ২৮০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। সেখানকারই বরাক উপত্যকায় শ্রমিকদের ২৫৮ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আবার তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে মজুরি যথাক্রমে ৪৫৫ ও ৪৪০ টাকা।

সেখানে এত বেশি হওয়ার কারণ কী? চা বণিকসভাগুলি জানাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতে বছরে দু'বার বর্ষা মেলে। সেখানকার উৎপাদন বেশি। আর অর্থোডক্স ক্যাটিগোরির চায়ের বেশিরভাগটাই বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

গোটা দেশের ছবিটা যখন এরকম, তখন নেতাদের মজুরি-আশ্বাসে কিন্তু কোনও লাগাম নেই। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কালচিনির জনসভা থেকে চা শ্রমিকদের মজুরি ৩০০ টাকা করার আশ্বাস দিয়েছেন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজগঞ্জের নির্বাচনি জনসভা থেকে আগামী আড়াই বছরে মজুরি ৫০০ টাকারও বেশি করার কথা বলেছেন। তার আগে পদ্ম শিবিরের নীতিন নবীন নাগরাকাটায় এসে ন্যূনতম মজুরি চালু করার স্বপ্ন দেখিয়ে গিয়েছেন।

অথচ চা মালিকদের সংগঠন টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসলের সাফ কথা, 'কে কী বলছেন জানা নেই। বহু বাগান ২৫০ টাকা মজুরি দেওয়ার মতো অবস্থাতেও নেই। এর ওপর মজুরি আরও বাড়লে ও তৈরি চায়ের দাম এমনই থাকলে বাগান খোলা রাখাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।' আরেকটি চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ)-এর ডুয়ার্স শাখার সচিব রামঅবতার শর্মারও গলায় আশঙ্কার সুর। বলছিলেন, 'এই মুহূর্তে সবথেকে উদ্বেগের বিষয় হল চায়ের দাম না পাওয়া। মজুরি বাড়াতে হলে ওটাই আগে সুনিশ্চিত করতে হবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

নং : এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ তারিখ ১৬.০৪.২০২৬

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত এপ্রিল, ২০২৬ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। এপ্রিল, ২০২৬ মাসের জন্য হাওড়ার ই-অকশন কর্মসূচীর নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ডিপো এবং ডিভিশনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশন	বর্তমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
হাওড়া	২০.০৪.২০২৬	২৭.০৪.২০২৬

(STORES-03/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের ফলো করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন

দক্ষিণ দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা নিখিল মুরমু - কে

30.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97K 33677 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির টিকিট কিনলে জানা যাবে, একটি টিকিট একজন সাধারণ মানুষের জন্য কী পরিবর্তন আনতে পারে। ডিয়ার লটারি বাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং বহু কোটিপতি তৈরি করেছে, যা সমাজে সর্বত্র পরিচিত। এমন একটি চমৎকার প্রকল্প চালু করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩২৮ সংখ্যা, শনিবার, ৪ বৈশাখ ১৪৩৩

স্বস্তিতেও প্রশ্ন

ভারতে সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রয়োগ বিরল নয় ঠিকই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের মুখে প্রায় ২৭ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় সুপ্রিম কোর্টের এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশ প্রাথমিক দৃষ্টিতে স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।

তবে বাস্তবে সেই স্বস্তি টিকবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোটের দু'দিন আগে পর্যন্ত ট্রাইবিউনাল যাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ছাড়পত্র দেবে, নির্বাচন কমিশন তাঁদের নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবে। অর্থাৎ প্রথম দফার জন্য ২১ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় দফার জন্য ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত এই জানলা খোলা থাকছে।

কিন্তু সময়ের স্বল্পতা এবং কাজের বিশালত্ব বিচার করলে এই নির্দেশের প্রকৃত বাস্তবায়নে গভীর অনিশ্চয়তার যথেষ্ট কারণ আছে। হাইকোর্ট গঠিত ১৯টি ট্রাইবিউনালের পক্ষে এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে ২৭ লক্ষ আবেদন খতিয়ে দেখে নিষ্পত্তি করা বিরাট চাপ। এতে ট্রাইবিউনালের ওপর যে পরিমাণ চাপ পড়বে, তাতে প্রত্যেক আবেদনকারীর নথিপত্র যথাযথভাবে যাচাই করা যাবে কি না, তাও বিরাট প্রশ্ন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আপাতদৃষ্টিতে স্বস্তি এলেও বিচার প্রক্রিয়ার গুণগত মান বজায় রেখে প্রত্যেকের আবেদনের নিষ্পত্তি করা তাই বিরাট চ্যালেঞ্জ। যাঁরা শেষমেশ ট্রাইবিউনালের সবুজ সংকেত পাবেন, তাঁদের নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় তুলে ভোটার স্লিপ সংশ্লিষ্টদের বাড়িতে পাঠাতেও হিমসিম খাবে নির্বাচন কমিশন। এর আগে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে মাঝরাত পার করে ফেলেছে কমিশন। সেক্ষেত্রেও হয়রানি হয়েছিল সাধারণ মানুষের।

ফলে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে নাম তোলা এক বিষয়, আর সেই নাম ধরে ধরে বুথে পৌঁছে দেওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ভোটের মাত্র ৪৮ ঘণ্টা আগে হাজার হাজার নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে সেই সংশোধিত তালিকা ছাপিয়ে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং সেই অনুযায়ী ভোটার স্লিপ বিলি সময়সাপেক্ষ।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে নিজের নৈতিক জয় বলে প্রচার করছেন। তিনি ভোটাধিকার হারানোদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সমর্থন আদায়ের ছক কষছেন। কিন্তু ভোটার তালিকা থেকে বাতিলদের মধ্যে কারা শেষমেশ ভোট দিতে পারবেন, সেটা ভোটের মাত্র দু'দিন আগে নিখুঁতভাবে ঠিক করা নিয়ে সংশয় আছে।

বহু মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে এই টানাপোড়েনের মূলে আছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে বাংলার লক্ষ লক্ষ ভোটারের নামে নির্বাচন কমিশনের কাঁচি চালানো। নাগরিকদের বিধিবদ্ধ অধিকারের ওপর কমিশনের এই বুলডোজার চালানোও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) মতো রুটিন প্রক্রিয়া ধীরেসুস্থে সুষ্ঠুভাবে না করে এমন তাড়াহুড়ো দরকার নিয়েও প্রশ্ন আছে।

কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত নথিপত্র পেশ করেও অনেক নাগরিককে চরম হেনস্তা হতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারতের নাগরিকদের ভোটাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করতে হয়েছে। শীর্ষ আদালত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেয়েছে নাগরিকদের অধিকার যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সেই সদিচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব এখন সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের কাঁধে। সময়ের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রশাসনিক তৎপরতা যদি বিচারবিভাগীয় সদিচ্ছার সমান্তরালে না চলে, তবে ২৭ লক্ষ মানুষের এই তথাকথিত স্বস্তি শেষপর্যন্ত দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হতে পারে। মানুষকে ভোটমুখো করতে গিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে সাধারণ নাগরিকরা ট্রাইবিউনালের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তীর্থের কাকের মতো। প্রবল গরম আর একরাশ উৎকণ্ঠাকে সঙ্গী করে লক্ষ লক্ষ নাগরিক ফের এখন ধৈর্যের পরীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

অমৃতধারা

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্রং। ভাগ্যানুসারে জীবের গতাগতি হয় বলিয়াই ত্রিলোকের সুখ-দুঃখ দ্বারা ত্রিদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তার জন্য হর্ষ মর্ষ না করিয়া ভোগ ত্যাগের জন্য ধৈর্যের বরণ করিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করিতে হয়। অতএব সর্ব অবস্থায় সত্যের অধীনে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।
সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের সেবা করে। সিন্নিকে ভাগ করা বলে। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, হাসি-কান্না এই যে দ্বন্দ্ব বিভাগ, অভিমানের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার ভাগ ত্যাগ করিলে সিন্নি দিয়া সত্যের পূজা হয়। তাহার সাক্ষী সতী হরগৌরী, অবিচ্ছেদ সত্যবানকে উদ্ধার, কালদণ্ডের হাত হইতে অভিযোগ সত্যবানকে প্রাপ্ত হইয়া পিতৃকুল (ধর্ম), পতিকুল (কর্ম, সেবা), পুত্রকুল (পবিত্র, শুচি) উদ্ধার করিয়াছিলেন। জগতে যাহা কিছু ব্যবহার করি সকলি গতাসু, অস্থায়ী, সুখদুঃখপ্রদ।

-শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর

হে নূতন দেখা দিল আলোক-লগনে

বাংলাদেশে বাঙালির নববর্ষ বহু অমৃতের সন্ধান দিল। মৌলবাদীদের সক্রিয়তার মাঝেও মিশে গেলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে ভীষ্মদেব।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল বয়স যেন অনেক কমে গিয়েছে। বহুদিন পর তাঁকে দেখে পুরোনো দিনের রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে মনে পড়ছিল, যখন তিনি কলকাতার এক চ্যানেলে রবীন্দ্রসংগীত শেখানোর অনুষ্ঠান করতেন নিয়মিত। একেবারে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সুলভ মধুর গলা, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সুলভ অশেষ প্রশান্তি মুখে লেগে।

আজকের রেজওয়ানাকে ঘিরে তখন হাজারখানেক ছাত্রছাত্রী। সবার মুখে রবীন্দ্রগান। ঢাকা ধানমন্ডির রবীন্দ্র সরোবরে গান শুরু করেছেন রেজওয়ানা। সেই রবীন্দ্রধ্বনি মহাসংগীতের মতো ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের গলায়, ধীরে ধীরে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তে। দৃশ্যটা সত্যি সত্যি ঐশ্বরিক দেখাচ্ছিল পয়লা বৈশাখের সকালে।

হাসিনা বিদায়ের পর রেজওয়ানার মতো বিশিষ্ট সংগীত ব্যক্তিত্বকে প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। শোনা তো দূরে থাক। মাসকয়েক আগে তিনি প্রায় অজান্তেই কলকাতায় ছিলেন তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে। হাসিনা তাঁকে পছন্দ করতেন বলে ইউনূস জমানায় তিনি ব্রাত্য হয়ে উঠেছিলেন।

ইউনূসদের পুতুল করে ওই সময় মৌলবাদী জামায়াতে এবং ছাত্রদের একটি অংশ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিদ্রোহ করেছিল। রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াই হয়ে উঠেছিল অসম্ভব কাজ। প্রশাসনের প্রশ্রয় পেয়ে এরা বলতে শুরু করেছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সংগীত করা চলবে না। ওই হিংস্রতা ও অন্ধকারের বন্যায় রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা কোথায় গাইবেন গান? সনজিদা খাতুন, মিতা হক, পাপিয়া সারোয়ারের মতো প্রয়াত গায়িকারা একদিক দিয়ে ভাগ্যবতী। তাঁদের বাংলাদেশে এ হেন চরম রবীন্দ্রলাঞ্ছনা দেখতে হয়নি!

হাসিনা দিল্লি পালিয়ে আসার পর ঢাকার সংস্কৃতি জগতের প্রচুর মুখকে আর দেখাই যাচ্ছিল না। কেনই বা দেখা যাবে? তাঁদের অশ্লীল গালাগালি দেওয়া হচ্ছিল। এবং গালাগালির একটাই কারণ, তাঁরা হাসিনার খুব কাছের ছিলেন। হাসিনা তাঁদের গান ভালোবাসতেন, অভিনয় ভালোবাসতেন। এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র অপরাধ। রবীন্দ্রসংগীতের আর এক পরিচিত নাম লিলি ইসলাম। তাঁর স্বামী চয়ন ইসলাম আওয়ামী লিগের দু'বারের সাংসদ ছিলেন, শুধু এই অপরাধে নিজেকে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখতে হয়েছিল। হায় রে বঙ্গ সংস্কৃতি! একই দশা ছিল চঞ্চল চৌধুরী সহ অনেক অভিনেতার। গান, অভিনয় সব তখন কার্যত বন্ধ।

বিএনপি সরকারকে কৃতিত্ব দিতে হবে, তারা অধিকাংশ শিল্পীকে আবার আলোয় আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে নববর্ষে। বছরের প্রথম দিন ঢাকায় কোনও প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেনি, যা জামায়াতে ক্ষমতায় এলে সম্ভব ছিল না এবং তাদের সহযোগী ছাত্রদল ক্ষমতায় থাকলেও অসম্ভব ছিল।

তরুণ প্রজন্মের অনেক বেশি নমনীয়তা এবং ক্ষমাশীলতা থাকা দরকার, কিন্তু বাংলাদেশের ছাত্র পার্টি এনসিপিতে তা নেই। তারা আজও পড়ে আছে একেবারে পুরোনো আমলে। একমাত্র সে কারণেই নেপালে যা সম্ভব হয়েছে, তা বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। জনতা এই নব্য প্রজন্মের উচ্চকিত হিংস্র ছাত্রদলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখলাম, তাদেরও কিছু নেতা পয়লা বৈশাখে (ওঁরা বলেন পহেলা বৈশাখ, যা একশো বছর আগে বাঙালি বলত) মিছিলে নাচানাচি করেছেন। বুঝেছেন হয়তো, বাংলা নববর্ষকে অবজ্ঞা করা যাবে না।

বাংলাদেশে নববর্ষের অনুষ্ঠানে সহশিল্পীদের সঙ্গে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।

নির্বাচনে ওরা জনতার হাতে প্রত্যাখ্যাত বলেই আমরা পয়লা বৈশাখে বাংলাদেশের সেই চিরন্তন রূপ দেখতে পেয়েছি ঢাকায়, যেখানে রবীন্দ্রসংগীতের পাশাপাশি সলিল চৌধুরীর গানও গেয়ে ওঠে হাজার কয়েক মানুষ। বাংলাদেশের এই অনুষ্ঠানকে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অনেকেই ঈর্ষা করেন। কেননা বাংলা প্রথম মাসের পয়লা তারিখকে এত রাজকীয়ভাবে আমরা কেউ উদযাপন করতে পারিনি। পারবও না কোনওদিন।

ইউনূসের জমানায় যে ছায়ানটের দপ্তরে গিয়ে হারমোনিয়াম, তবলা-ডুগি, সেতার, সারেঙ্গি ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল, সেই সংস্থার ছাত্রছাত্রীরা আবার রাস্তায় নেমে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গান গাইছে— এর থেকে ভালো দিক আর কী হতে পারে?

পয়লা বৈশাখে রমনা বটমূলে দর্শনার্থীদের বেশির ভাগের পরনে তখন শাড়ি আর পাঞ্জাবি। শিশু-কিশোরী ও নারীরা পরেছেন লাল-সাদা শাড়ি। ছেলেদের পাঞ্জাবিতে ছিল লাল-সাদার ছোঁয়া। ছায়ানটের উদ্যোগে প্রথম গানটি কী হল সকাল সওয়া ছ'টার সময়? শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। এপার বাংলার অধিকাংশ সংগীত সংস্থার প্রধানরা ভাবতেও পারবেন না। অজয় ভট্টাচার্যের কথায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণীয় গান— 'জাগো আলোক-লগনে'।

শুধু এই দুটো-তিনটে ছবি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশ আবার সঠিক পথে হাঁটার চেষ্টায়! কতটা হাঁটতে পারবে আমি নিশ্চিত নই। কেননা অনেক বন্ধুবান্ধবকে দেখি, আজও সহজ সত্যি কথা লিখতে ঘাবড়ে যাচ্ছে। সব সময় ভয় মৌলবাদ আবার তাদের পেছনে খাঁড়া নিয়ে নামবে। সেই ভয়টাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বাংলাদেশের দুর্গতির সময় বিদেশ থেকে যে সমস্ত অকর্মণ্য চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ইউটিউবার বাংলাদেশের সম্প্রীতি ভেঙে ফেলার কাজ করত, সেই পিনাকী ভট্টাচার্য, ইলিয়াসরা এখনও সমানভাবে সক্রিয়। কেন এদের গ্রেপ্তার করার জন্য ইন্টারপোলকে বাংলাদেশ সরকার বলছে না, এটাই একটা প্রশ্ন।

বিদেশে বসে বাংলাদেশে অশান্তি ছড়ানোর লোক প্রচুর। প্রথম নামই পিনাকী ভট্টাচার্য। সে বাংলাদেশের নারীদের ১০০ বছর পেছনে ফেলে দেওয়ার চেষ্টায়। সেখানে দেখে ভালো লাগল পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গায় নারীরা গাইছেন প্রাণ খুলে। গাইছেন রবীন্দ্রনাথ, গাইছেন নজরুল, গাইছেন দ্বিজেন্দ্রলাল, গাইছেন লালন, গাইছেন সলিল। সেদিন ছায়ানটের অনুষ্ঠানে যেমন শোনা গিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা 'এসো মুক্ত করো', সলিল চৌধুরীর 'সেদিন আর কত দূরে'।

সেদিন আর কত দূরে যেদিন পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে প্রাণের বাংলাদেশ! যেখানে সাকিব-তামিম ইকবালরা আবার ক্রিকেট মাঠে নিজস্ব জ্যোৎস্না ছড়াবেন চিরাচরিত ঢংয়ে।

ছায়ানটের সভাপতি সারওয়ার আলী নববর্ষের দিন তাঁর ভাষণে বলেছেন, অপশক্তি আবহমান বাংলা গানকে তার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার থেকে শিকড় বিচ্ছিন্ন করতে উদ্যত। তাঁর পরবর্তী মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ— সবাই যেন নির্ভয়ে গান গাইতে পারে। যেন সংস্কৃতির সব প্রকাশ নির্বিঘ্ন হয়। বাঙালি যেন শঙ্কামুক্ত জীবনযাপন করে।

শুনতে শুনতে লিখতে লিখতে কোথাও যেন মনে হয়, এই বাংলাতেও তো মাঝে মাঝেই একই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচন পূর্ব বাংলাদেশে সুফি গায়ক-বাউল-বয়াতিদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই ভয়াবহ স্লোগান দেওয়া হয়েছে। গানকে কেন্দ্র করে খুনোখুনির আয়োজন রীতিমতো অকল্পনীয়। এই মানুষগুলো বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানুষের জন্য পংক্তিমালা তৈরি করলেন, তাঁরাই এখন উগ্রবাদীদের গ্রাসে পরিণত।

বাংলাদেশি বন্ধুদের কাছে শুনলাম, গ্রামীণ অর্থনীতি দখলের লড়াই রয়েছে বাউল বিরোধিতার পিছনে। অতীতে শীতকালে বাউল-ওরস-জলসা-যাত্রা ছিল গ্রামীণ মানুষের উৎসবের অঙ্গ। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশক থেকে ওয়াজ মাহফিলও এই তালিকায় জায়গা করে নেয়। মতাদর্শগত কারণেই অতি উগ্র ওয়াজ মাহফিল বাকি সবক'টি সাংস্কৃতিক ধারার বিরোধী। তারাই পুরো অর্থের দখল নিতে চায়। সেইজন্যই হয় বাউলদের ওপর হামলা।

বাংলা নববর্ষের আগের রাতে সিলেটের শ্রীপুর গ্রামে এই রকমই হামলা চলেছে। হামলাকারীরা স্লোগান দিতে দিতে লাঠিসোঁটা হাতে মঞ্চে এসে এলোপাতাড়ি ভাঙচুর চালায়। তারা মঞ্চে থাকা বাদ্যযন্ত্র, সাউন্ড সিস্টেম ও দর্শনার্থীদের বসার চেয়ার ভেঙে ফেলে। আকস্মিক হামলায় আতঙ্কিত হয়ে আয়োজক ও মাজার ভক্তরা অনুষ্ঠানস্থল থেকে পালিয়ে যান। এতে পুরো অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যায়। ভাঙচুরকারীরা মিছিল করে বেরিয়ে যায়।

আমাদের এখানে বাংলাদেশি গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে যাঁরা অতি পরিচিত, তাঁদের মধ্যে একমাত্র অদিতি মহসিনই হাসিনা পরবর্তী জুলাই বিপ্লবে ছাত্রদের পাশে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী অদিতি ফেসবুকে লিখেছিলেন, 'ব্রেভো মাই বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, উই আর উইথ ইউ।' তিনি ইউনূসকে সমর্থন করেছিলেন। এমনও লিখেছিলেন, '১৭ দিন বয়সের সরকারের কাছে এত দাবিদাওয়া কেন?'

যেদিন থেকে 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ করার দাবি উঠল এবং রবীন্দ্রনাথকে গালাগাল বাড়তে থাকল, সেদিন থেকে দেখলাম অদিতি মত পালটাতে শুরু করলেন। উলটো দিকে সাহসিনী। একবার 'সোনার বাংলা' গান পোস্ট করে তিনি লিখলেন, 'কে কী বলল, সেটা নিয়ে কি আমরা একটু বেশি পাত্তা দিয়ে ফেলছি!' শারদ শুভেচ্ছা জানালেন সবাইকে। আওয়ামী লিগ নেত্রী মতিয়া চৌধুরীর প্রয়াণে তাঁর ছবি দিয়ে অদিতি শ্রদ্ধার্ঘ্য পোস্ট করলেন এমন সময়ে, যখন এইসব করতে সবাই ভয় পেত।

এভাবেই বাংলাদেশে ধীরে ধীরে অনেকে পালটাচ্ছেন। অনেক কিছু পালটাচ্ছে। জামায়াতের রমরমার দুশ্চিন্তার মধ্যে বাঙালির নববর্ষ বাংলাদেশে অনেক অমৃতের ইঙ্গিত, অসাম্প্রদায়িকতার ইঙ্গিত দিয়ে গেল! ওই তো ভীষ্মদেবের গান হচ্ছে সমবেত কণ্ঠে— জাগো আলোক-লগনে!

আজ

১৮০৯

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮১

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী।

আলোচিত

বিরোধীশূন্য রাজনীতি একেবারেই মঙ্গলজনক নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিরোধিতা থাকে, ততক্ষণই গণতন্ত্র থাকে। বিরোধিতা না থাকলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে যায়। কেউ যে দলের হয়ে জিতছেন, তিনি দল পালটালে তাঁর সাংসদ, বিধায়ক পদ বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত।

দেবেশ চট্টোপাধ্যায়
(অভিনেতা)

ভাইরাল/১

হায়দরাবাদের হাবসিগুড়া এলাকার একটি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন এক বৃদ্ধ। মুহূর্তে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মর্মান্তিক ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে।

ভাইরাল/২

মশার হাত থেকে নিস্তার পেতে গায়ে মশারি জড়িয়ে নিলেন এক নিরাপত্তারক্ষী। হায়দরাবাদের একটি আবাসনে নাইট ডিউটিতে ছিলেন তিনি। মশার উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। যাতে মশা না কামড়ায় সেজন্য নিজের গায়ে মশারি জড়ান।

জনমন
জনমত

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থাকে ঘিরে উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। একসময় স্বাধীনতার পূর্বে বাংলা ভাষার মান দেশের শীর্ষস্তরে ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে তা ক্রমাগত নিম্নমুখী হয়েছে। সাম্প্রতিক কোনও নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা না থাকলেও, পরিস্থিতির সামগ্রিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ভাষা ও সংস্কৃতি এক গভীর সংকটের দিকে এগোচ্ছে। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে তা ভবিষ্যতে আরও উদ্বেগজনক রূপ নিতে পারে।

শিক্ষা ব্যবস্থার নানা দুর্বলতা এই সংকটকে তীব্রতর করেছে। পাশ-ফেল প্রথা নিয়ে অনিশ্চয়তা, মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিথিলতা, উপস্থিতি সংক্রান্ত শৃঙ্খলার অভাব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অরাজনৈতিক পরিবেশের ঘাটতি এবং শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার প্রশ্ন- সব মিলিয়ে একটি অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক।

প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাবও সমস্যাকে জটিল করেছে বলে মনে করা হয়। তবে পরিস্থিতি অদম্য নয়- যথাযথ উদ্যোগ নিলে পরিবর্তন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন, ফলে প্রশাসনিক স্তরে বাংলাকে আরও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে। ইংরেজি সহযোগী ভাষা হিসেবে থেকে গেলেও, বাংলা ব্যবহারের প্রসার বাড়ানো জরুরি। একইসঙ্গে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বাংলা ভাষা শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, যা অন্যান্য বহু রাজ্যে সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবেও ভাষার অবস্থান দুর্বল হয়েছে। বহু পরিবার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ইংরেজি বা হিন্দিমাধ্যমের দিকে ঝুঁকছে, যার ফলে বাংলামাধ্যমের স্কুলের সংখ্যা কমছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ও সামগ্রিক সামাজিক উদ্বেগ। ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণও কিছুটা কমে যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি চিন্তার বিষয়।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সুপরিকল্পিত উদ্যোগ প্রয়োজন। অন্যান্য রাজ্যে নিজস্ব ভাষা রক্ষায় যে ধরনের কার্যকর

-এআই

পদক্ষেপ করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। ভাষা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার এবং সামাজিক সচেতনতা- এই তিনটির সমন্বয় অপরিহার্য। তবেই আগামী প্রজন্মের মধ্যে আস্থা তৈরি হবে এবং বাংলা ভাষা আবার সম্মানের স্থানে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। স্বাধীনতার বহু বছর পরও বাংলা তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি- এই বাস্তবতা আমাদের আরও দায়িত্বশীল পদক্ষেপের দিকেই আহ্বান জানায়।

বীরেশচন্দ্র দত্ত, পশ্চিম জিৎপুর, আলিপুরদুয়ার

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

নিরপেক্ষতার প্রতীক এক সাহসী প্রশাসক

ভোটারদের অধিকার সুরক্ষায় এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে প্রথম নির্বাচন কমিশনারের আদর্শই পাথেয়।

শেখর সাহা

সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ভোটারদের অধিকার নিয়ে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ দিয়েছে, তা আমাদের গণতন্ত্রের মৌলিক কাঠামোকে নতুন করে সামনে এনেছে। শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছে যে, ভোটাধিকার শুধু একটি প্রক্রিয়াগত বিষয় নয়, বরং তা নাগরিকত্বের মর্যাদা ও সমানাধিকারের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ফলে নির্বিচারে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, তা সরাসরি সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসেবেই বিবেচিত হবে। অনেকের মতে, বর্তমান সময়ে কমিশনের কিছু পদক্ষেপে রাজনৈতিক প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যা গণতান্ত্রিক ভারসাম্যের পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগজনক। গণতন্ত্রের মূল শক্তিই মানুষের অংশগ্রহণ, সেই অধিকার খর্ব করার পদক্ষেপ অনুচিত।

আজ যখন নির্বাচনকে ঘিরে নানা বিতর্ক, রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে নিরন্তর প্রশ্ন উঠছে, তখন ইতিহাসের দিকে তাকালে অনন্য ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের কথা মনে পড়ে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষ ছিল এক কঠিন ও জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি। দেশভাগের ক্ষত তখনও তাজা, কোটি কোটি উদ্বাস্তু এপার-ওপার ছুটে বেড়াচ্ছেন। অর্থনীতি অত্যন্ত দুর্বল, প্রশাসনিক কাঠামোও নতুন করে গড়ে উঠছে। ঠিক এমন এক পরিস্থিতিতে একটি বিশাল দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজন করা ছিল প্রায় অসম্ভবের মতো একটি কাজ। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সুকুমার সেনকে।

১৯৫০ সালে যখন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনিই হন ভারতের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার। তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল এমন দেশের নির্বাচন আয়োজন করা, যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর, যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত, আর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে। ১৯৫১-'৫২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম প্রশাসনিক কর্মযজ্ঞ। তখন প্রায় ১৭ কোটি ভোটারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, যার মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশই ছিলেন নিরক্ষর। এই পরিস্থিতিতে ভোটদানের ব্যবস্থা করতে তিনি প্রতীকের ধারণাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেন। আজ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতীক ব্যবহারের যে ঐতিহ্য, তার সূচনা তখনই হয়েছিল।

সুকুমার সেন। ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছিলেন এক অসাধারণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক প্রভাব ছিল অপরিসীম। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাজে তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারেননি, কারণ সুকুমারবাবু ছিলেন একেবারেই নির্ভীক ও নীতিবান। সেন পরিষ্কারভাবে বুঝতেন, নির্বাচন কমিশন সরকারের প্রভাবাধীন হয়ে পড়লে গণতন্ত্রের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে যাবে। তাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। রাজনৈতিক চাপ দূরে রেখে তিনি কাজ করেছেন কেবল সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী। তাঁর কাজ আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশংসিত হয়েছিল। ভারতের নির্বাচন এতটাই সুসংগঠিত হয়েছিল যে, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিল।

ভারতের মতো বিশাল দেশে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখা মোটেই সহজ নয়। নানা ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক মতের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে হয়। এই বহুত্ববাদী সমাজে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন মানুষের আস্থা হারালে তার ক্ষতিকর প্রভাব গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর পড়বে। ইতিহাসের আয়নায় বর্তমানকে দেখলে বোঝা যায় একজন সৎ ও সাহসী প্রশাসক কতটা বড় পরিবর্তন আনতে পারেন। ভারতের গণতন্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে সুকুমার সেন প্রমাণ করেছিলেন, নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষ হলে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রও সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। আজকের ভারত সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এখন প্রশ্ন একটাই— আমরা কি সেই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পারব?

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪২৩

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠান ৩। একটি আগ্নেয়াস্ত্র ৫। দুর্বোধ্য বিষয়, যা একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না ৭। দেওয়ালের খাড়া গাঁথনি ৯। আতশবাজি অথবা খুব রোগা ১১। মোটামুটি কাজ চালানোর মতো ১৪। পাটিগণিতের একটি তালিকা ১৫। অপকীর্তি বা নিন্দনীয় কাজ।

উপর-নীচ : ১। গল্প বা রূপকথা ২। কাপড়ের প্রস্থ ৩। একই বয়সের বন্ধু ৪। কটু স্বাদযুক্ত অথবা খয়েরি ৬। বন্যপ্রাণী বানর ৮। আদিবাসীদের লোকবাদ্য ১০। সংক্ষিপ্ত করা ১১। লাল ঠোঁটের টিয়ার চেয়ে বড় আকারের পাখি ১২। আচরণে বিনীত ভাব বা শিষ্টতা ১৩। জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪৪২২

পাশাপাশি : ১। যান্ত্রিক ৩। মাছ ৫। বিষ্ণু ৬। আগল ৮। যড়জ ১০। ছটাক ১২। নক্ষত্র ১৪। তালা ১৫। তান ১৬। পসারি।

উপর-নীচ : ১। যামঘোষ ২। কবিরাজ ৪। ছন্দোগ ৭। লম্ফ ৯। হুন ১০। ছয়লাপ ১১। কংসারি ১৩। ক্ষমতা।

বিন্দুবিসর্গ

'২৬-এর ভোটযুদ্ধ

পাহাড়জুড়ে রঙিন প্রচার। গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে ভোটারদের বার্তা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের নেতা অজয় এডওয়ার্ডের। দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়িতে।

নির্বাচনি প্রচারের হাতিয়ার থিম সং

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : রাস্তাঘাট, হাটবাজার, দোকানপাট- প্রায় সর্বত্রই একটা কথা কানে আসছে। এবারের নির্বাচন নাকি বাকি সব নির্বাচনের থেকে খানিকটা আলাদা। এই কথাটি কতটা ঠিক তা আলোচনাসাপেক্ষ। কিন্তু এবছরের নির্বাচনি প্রচার সত্যিই অন্যান্যবারের চেয়ে বেশ খানিকটা আলাদা। নির্বাচনি প্রচারের জন্য এবার প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের তরফেই বাঁধা হয়েছে ভোটের গান। পোশাকি নাম থিম সং। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার জন্য আলাদা করে গান বেঁধেছে কংগ্রেস ও সিপিএম।

এই থিম সং-য়ে এআই মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলেজেন্সের ছোঁয়াও আছে। জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের প্রচারের জন্য গানটি তৈরি করেছে এআই।

এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের থিম সং 'যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মা-কে।' এই গানের মধ্যে রাজ্য সরকারের কৃষকবন্ধু, যুবসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ প্রতিটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরা হয়েছে। রয়েছে 'খেলা হবে' স্লোগানের লাইনও। এই গানে কেন্দ্র সরকারকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, 'রাজধানীর ওই জমিদার যতই করুক অত্যাচার, যে লড়ছে সবার ডাকে, সেই জেতাবে বাংলা মাকে।' এই বিষয়ে জেলা তৃণমূল মুখপাত্র তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '৬টি টোটো শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে উন্নয়নের পাঁচালি শোনাচ্ছে। এছাড়াও প্রচার এবং জনসভায় থিম সং বাজানো হচ্ছে। গানের মাধ্যমে মানুষের মনে অনেক বেশি ছাপ ফেলা যায়।'

বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপির থিম সং, 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।' এই গানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার মান, বেকারত্ব, কাজ না পেয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি, কালো টাকা উদ্ধার, গোরু, বালি ও কয়লা চুরি, আরজি কর কাণ্ড ইত্যাদি ইস্যু তুলে ধরা হয়েছে। শিল্প, শিক্ষা, নারী নিরাপত্তা দেওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়েছে এই গানের মাধ্যমে।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা মিডিয়া ইনচার্জ জীবেশ দাসের কথায়, 'এই গান মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। বিভিন্ন সভায় যখন গানটা বাজছে তখন মানুষের মধ্যে একটা স্পিরিট কাজ করছে।'

কংগ্রেসের থিম সং অন্য সব দলের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা। কোনও মানুষ নয়। গান লেখা থেকে সুর দেওয়া, সবকিছুর পিছনেই রয়েছে এআই। এই গানের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার সমস্যাগুলো যেমন শিক্ষার পরিকাঠামো, রাস্তায় গর্ত, নিকাশিনালার বেহাল অবস্থা, হাসপাতাল পরিষেবা এইসব ইস্যুতে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারকেই কটাক্ষ করা হয়েছে। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সমস্যা সমাধানের।

কংগ্রেসের টাউন ব্লক সভাপতি অম্লান মুন্সি বলেন, 'আমরা সমস্ত সমস্যা লিখে দিতেই এআই গান রচনা থেকে সুর দেওয়া সব করে দিয়েছে। ৫টি টোটোতে করে শহরজুড়ে প্রচার চালানো হচ্ছে।'

এদিকে, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার সিপিএমের প্রার্থীর প্রচারের জন্যও গান লিখে সুর দিয়েছেন দলের কর্মীরাই। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের জেলা সম্পাদক পীযূষ মিশ্র বলেন, 'আমাদের গানের মধ্যে দিয়ে চাকরি এবং ভোট চুরি, দুর্নীতি, আরজি কর কাণ্ড, বন্ধ মিল, শ্রমিকের প্রাপ্ত মজুরি না পাওয়া- সব সমস্যার কথাই তুলে ধরা হয়েছে।'

ভোটের জন্য গান বেঁধেছে এসইউসিআই-ও। তাদের গান 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'-এর মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

সেলুন আর চায়ের আড্ডায় মুখর 'প্যানেলিস্ট'-রা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : সামনেই নির্বাচন। বিভিন্ন খবরের কাগজে ভোটের ট্রেন্ড নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন খবরের চ্যানেলে বাঘা বাঘা সব প্যানেলিস্ট নিজেদের বক্তব্য রাখছেন। শিলিগুড়ির আনাচে-কানাচে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের দেখা মিলছে। কেউ চায়ের কাপে তুফান তুলছেন, কেউ আবার নিজের দাঁড়ি কাটা থামাতে বলে বিতর্কে যোগদান করছেন। কোথাও আলোচনা হচ্ছে কে ভোটে জিতবেন তা নিয়ে। কোথাও আবার প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে 'মাইক্রোস্কোপ'-এর তলায় ফেলা হচ্ছে। এইসব বাঘা বাঘা 'প্যানেলিস্টের' আলোচনায় এখন শহরের বিভিন্ন সেলুন এবং চায়ের দোকানের উত্তাপ বাড়ছে।

সকাল সকাল সেলুনে গিয়েছিলেন গৌতম ঘোষ। গিয়ে দেখলেন মুখে সেভিং ক্রিম লাগিয়ে চেয়ারে একজন বসে। পাশের চেয়ারে হাতে খবরের কাগজ নিয়ে বসে একজন অপেক্ষা করছেন। দোকানের বেঞ্চে তখন তিনজন 'প্যানেলিস্ট'। তাঁদের মধ্যে যিনি বাম সমর্থক, তিনি বলেন, 'দাদা আপনি যে এত বড় বড় কথা বলছেন আপনার ওয়ার্ডেও তো একই পরিস্থিতি। আমার বোনের বাড়ি ওখানে। সব জানি দাদা।'

তৃণমূল সমর্থক গলা চড়িয়ে বলেন, 'আপনাদের আসলে কিছুতেই মন ভরে না বুঝলেন তো।' পাশে বসে থাকা আরেক ব্যক্তি বলেন, 'আপনারা থামুন তো মশাই। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। বুঝলেন?'

তাঁদের থামিয়ে গৌতম বলেন, 'দাদা সামনে ভোট। একেকজনের একেক রকম মত। ভোট বা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হোক, তর্ক করার কোনও মানে হয়?' ব্যাস, এই কথা থেকেই পরবর্তী বিতর্ক শুরু হয়।

সুভাষপল্লির একটি চায়ের দোকানে প্রবীণরা আড্ডা দিচ্ছিলেন। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারবার টুলের ওপর রেখে দিচ্ছিলেন সমরজিৎ বসু। আলোচনা হচ্ছিল এবার শিলিগুড়ি বিধানসভায় কোন প্রার্থী জিতবেন। বিজেপি সমর্থক সমরজিৎ বাকিদের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিলেন। বাকিরা তাঁকে খ্যাপাচ্ছিলেন। খেপে গিয়ে শেষমেশ চা শেষ না করে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগান তিনি। যাওয়ার সময় দোকানি শ্যামল দাসকে বলেন, 'শ্যামল তোমাকে পরে চায়ের দাম দেব। এরা বোঝে কম বলে বেশি।' আড্ডা মারতে মারতে কার্তিক ঘোষ বলেন, ' ওই চায়ের দাম আমরাই তোমাকে দিয়ে দেব শ্যামল। উনি যখন সহ্য করতে পারেন না, তর্কে যোগ দেন কেন?'

ডাবগ্রামের একটি সেলুনে চুল-দাড়ি কেটে দিচ্ছিলেন মনা দাস। আজকাল দোকানে রাজনীতি নিয়ে আড্ডা কেমন চলছে? জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, 'আর বলবেন না। কথা বলতে বলতে সবাই এত বেশি সিরিয়াস হয়ে যায়, মনে হয় এই বুঝি মারপিট শুরু হবে। সেদিন কয়েকজনকে বলেই ফেললাম, যেই জিতে আসুক আমরা সেই তিমিরেই থাকব। আপনারা কেন ঝগড়া করে যাচ্ছেন। রাগও হয় মাঝেমধ্যে। দোকানে কাজ করব নাকি এদের ঝগড়া শুনব। পাশের দোকান থেকে খবরের কাগজ নিয়ে এসে বসবে তারপর একে একে শুরু হবে বক্তৃতা। এরাই তো ভোটে দাঁড়াতে পারে।'

প্রথম দফা ভোটের আর মাত্র ক'দিন বাকি। ভোটের ফল শুধুমাত্র সময়েরই জানা। কিন্তু নির্বাচনের ফল বেরোনোর আগে পর্যন্ত এই শহর যে রাজনৈতিক আলোচনায় মেতে থাকবে, সেটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সেনাপতিরা

প্রার্থীর আড়ালে কাণ্ডারি

ভোটের সেনাপতি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : গানের বিরতিতে অনেক শিল্পী তাঁর 'সহযোদ্ধা' মিউজিশিয়ানদের পরিচয় তুলে ধরেন দর্শকদের সামনে। মিউজিশিয়ানদের জন্যই তিনি পারফর্ম করতে পারছেন, এভাবে সহযোদ্ধাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন অনেক শিল্পী। ভোটের ময়দানেও প্রত্যেক প্রার্থীর সঙ্গে থাকেন এক একজন মিউজিশিয়ান। রাজনীতির ভাষার তাঁদের পরিচয় সেনাপতি হিসেবে। সেনাপতিরাই রণকৌশল নির্দিষ্ট করে পরিচালনা করেন প্রার্থীদের। জয়পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রধানত সেনাপতিদের ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে এই ভূমিকায় বিজেপির প্রশান্ত সরকার এবং তৃণমূলের রাজু মিশ্র। প্রশান্তর লড়াই দলীয় প্রার্থী দীপক বর্মনের জন্য এবং রাজু ঘাম ঝড়াচ্ছেন সুভাষচন্দ্র রায়ের হয়ে। লোকসভা, বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের অতীত রেকর্ড ঘেঁটে রাজু ও প্রশান্ত তৈরি করছেন আগামীর রূপরেখা। বাম ও কংগ্রেসের অবশ্য সেভাবে ভোট ম্যানেজার নেই।

প্রশান্ত সরকার
বিজেপি প্রার্থীর ভোট কৌশলী

রাজু মিশ্র
তৃণমূলের টাউন সভাপতি

দীপকের প্রত্যাবর্তন ঘটবে, নাকি পরিবর্তন আনবেন সুভাষ, ভোটের হাতেগোনা কয়েকদিন আগে এমন চর্চাই ফালাকাটায়। বাম ও কংগ্রেসের ভোট প্রাপ্তি নিয়েও চর্চা রয়েছে। ওই দুই দলের ভোট কাটাকাটির ওপর ফলাফল অনেকটাই নির্ভরশীল বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে দীপক এবং সুভাষ কিন্তু অনেকাংশেই নির্ভরশীল প্রশান্ত ও রাজুর ওপর। বিজেপি এবং তৃণমূলের হয়ে যাবতীয় ছক কষছেন তাঁরাই। এগিয়ে-পিছিয়ে হিসেব কষে, কোথায় কখন যেতে হবে প্রার্থীকে, কোথায় কত সময় থাকতে হবে, কী বলতে হবে, সমস্ত কিছুই ঠিক করছেন বিজেপি ও তৃণমূলের দুই সেনাপতি। প্রত্যেকটি শাখা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া, -প্রদীপ ও রাজুর মোবাইল ফোন ব্যস্ত সাতদিন ২৪ ঘণ্টা। ভোট বাজারে প্রার্থীর পরেই তাঁদের জায়গা। ছায়াসঙ্গী হয়ে দুজনই থাকছেন দুই প্রার্থীর সঙ্গে।

পেশায় বিমাকর্মী প্রশান্তর বিজেপিতে যোগ ২০১৩ সালে। এখন বিজেপির টাউন মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে। ভোট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই দীপকের সঙ্গে তিনি। ব্যস্ততা বেড়েছে ভোট ঘোষণার পর। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত প্রার্থীর সঙ্গেই চক্কর কাটছেন। দীপকের সুবিধা-অসুবিধার পাশাপাশি নানা ঝামেলা মোকাবিলা করাও এখন তাঁর কাঁধে। দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করা, ভোটের কাজে লাগানো, নজর দিচ্ছেন সমস্ত কাজে। প্রশান্ত বলছেন, 'দীপকবাবু আমাকে বিশ্বাস করে বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে এখন জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করছি। দলের প্রত্যেকের লড়াইয়ে সাফল্য আসবে বলেই আমারও দৃঢ় বিশ্বাস।'

তৃণমূল কংগ্রেসের ফালাকাটা টাউন ব্লকের দায়িত্বে থাকা রাজুও দিনরাত এক করছেন সুভাষের হয়ে। সমস্ত খবরাখবর রাখতে পার্টি অফিসে খুলেছেন কন্ট্রোল রুম। প্রয়োজন মতো বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি প্রার্থীর সঙ্গে চক্কর কাটছেন শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের আনাচেকানাচে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের দলীয় সমর্থক মহিলাদের এক জায়গায় নিয়ে আসার কাজও করছেন। সুভাষের ভোট কান্ডারি রাজুর কথায়, 'আমরা একটি টিম হিসেবে প্রার্থীকে জেতাতে কাজ করছি। প্রতিটি ওয়ার্ডের সদস্যরা আসছেন। আমাদের বিশ্বাস পরিশ্রম স্বার্থক হবেই এবার।'

ভোট কৌশলীরা শুধু যে রণকৌশল ঠিক করার পাশাপাশি প্রার্থীর প্রচার সূচি নির্ধারণ করছেন তা নয়, প্রার্থীদের খাবার, শরীরের ভালোমন্দের দিকেও নজর রয়েছে তাঁদের। কোথাও প্রচারে বাধা সৃষ্টি হলে, সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও তাঁদের ভূমিকা থাকছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমান দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে প্রতিপক্ষের রণকৌশলের দিকেও। প্রতিপক্ষের পদক্ষেপ মেপে পালটা পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রেও সেনাপতিদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ফলে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ব্যস্ততা বাড়ছে প্রশান্ত ও রাজুর। নির্বাচন কমিশনের তথ্যে হয়তো প্রার্থীদের নামের পাশে জয়ী অথবা পরাজিত লেখা থাকবে, কিন্তু বাস্তবে জয়-পরাজয়ের ভাগিদার ভোট ম্যানেজাররা। প্রার্থী জয়ী হলে তাঁর কদর বাড়বে, সামনে থাকবে উত্থানের সিঁড়ি, পরাজয়ে দায় পড়বে কাঁধে। তাই কিছুটা হলেও সাবধানী দুই শিবিরের দুই সেনাপতি।

গ্রামে সাইকেল মিছিল
পেট ভরত খিচুড়ি-ঘুগনিতে

ভোটের নস্টালজিয়া

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : হাতে আর সপ্তাহখানেক। ভোট প্রচারের স্লগওভার চলছে। প্রচারের ধরনও গত নির্বাচনগুলি থেকে বেশ আলাদা। লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। স্মার্ট প্রেজেন্টেশন। তরুণ প্রজন্ম এতে মানিয়ে নিলেও প্রবীণদের মনে ভেসে সেই পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলিই।

বড় বড় ফেস্টুন, পতাকায় ভরে ওঠা রাস্তাঘাট ভোট উৎসবের চেহারা নিলেও বিভিন্ন দলের পুরোনো কর্মীরা বলছেন অন্য কথা। কিছু বছর আগে আক্ষরিক অর্থেই ভোট ছিল উৎসব, বললেন একসময়ের প্রাক্তন বাম নেতা অমল কাঞ্জিলাল। যদিও রাজনীতি থেকে নিজেকে অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছেন তিনি। সেইসব দিনগুলোর কথা মনে করে বললেন, 'তখন ছিল গ্রামের আল ধরে সাইকেল মিছিলের কালচার। ভোটের দু'মাস আগে থেকে রবিবারের সকাল করে সাইকেল মিছিল হত। সঙ্গে ছিল মাইক ছাড়াই গলার জোরে স্লোগান। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, রিকশাচালক ইউনিয়ন আলাদা করে মিছিল করত। শালুর কাপড়ে হাতে লেখা হত ফেস্টুন। তাতে টেনসিলের ব্লক এক্স-রে প্লেট কেটে বানানো হত। কালি দিয়ে সেটার ছাপ দেওয়া হত কাপড়ের ওপর। পোড়া মোবিল দিয়ে দেওয়াল লেখার চল ছিল। যাতে কোনওভাবেই লেখা না উঠে যায়।'

এই প্রবীণ মনে করালেন, ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই দেওয়ালগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নাম দিয়ে মোটামুটি দখল হয়ে যেত। পমদা, বাবুয়াদা ছিলেন দেওয়াল লিখনশিল্পী। দেওয়ালে চলত ছড়ার লড়াই। সেইগুলি রুচিশীল, মজাদার। অশালীন শব্দের ব্যবহার ছিল না। দেওয়াল লিখন নান্দনিক হত। এখন তো কম্পিউটারাইজড ফ্লেক্সের চল।

ছাত্র পরিষদ দিয়ে রাজনীতিতে হাতেখড়ি কট্টর কংগ্রেসের সমর্থক মিলন দাসের। আধুনিক প্রচারের বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, আমাদের সময় এত টেকনলজিও ছিল না, ছিল না পয়সাও। প্রচার ছিল ডোর টু ডোর। পরিচিতের বাড়িতে ঢুকে গল্প করে অনেকসময় চা খেয়েও প্রচার সেরে ফিরতাম। এখন প্রচারে সে আন্তরিকতা নেই। তাঁর সংযোজন, সেই সময় দলীয় পতাকা পাওয়া এতে সহজ ছিল না। তিন রঙের কাপড় দিয়ে সেলাই করে পতাকা বানাতাম। দলীয় কর্মীদের ওপরই পতাকা লাগানোর দায়িত্ব ছিল। আমি, রবি বাগচী, উত্তম রায়, অভিজিৎ, মানস, পার্থ, অলি, নারায়ণ, সবাই মিলে প্রচারে বের হতাম। সেসময় সারি গান, জারি গান, পথনাটকও হতে প্রচুর। পেট ভরার জন্য ছিল খিচুড়ি, অথবা রুটি-ঘুগনি।

এদিকে, আগের মতো অতটা সক্রিয় না থাকলেও রাজনীতি থেকে নিজেকে সরাতে পারেননি পুলককান্তি বিশ্বাস। বললেন, 'সে সময়ের সাইকেল র‍্যালির মজাই ছিল আলাদা। বিরাট বিরাট সাইকেল মিছিল হত। সেসময় পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট বৈঠক হত।

তবে সকলের মতে, সেইসময় বিভিন্ন দলের সমর্থক হলেও ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ি করতেন না কেউ। বরং বিরোধিতার মধ্যেও বন্ধুত্ব ছিল অটুট।

সংস্কৃতি

বইটই

রোগের খুঁটিনাটি

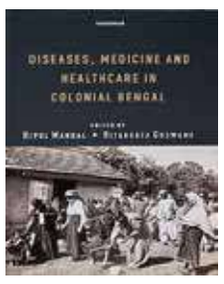

ঔপনিবেশিক বাংলায় কী কী সমস্ত রোগ ছিল, কোন ওষুধে সেসবের চিকিৎসা হত, কীভাবেই বা রোগীদের ঠিক করে তোলা হত সে বিষয়ে অনেকেরই জানার আগ্রহ রয়েছে। তাঁদের জন্যই কলম ধরেছেন বিপুল মণ্ডল ও ঋতব্রত গোস্বামী। লিখেছেন ডিজিজেস, মেডিসিন অ্যান্ড হেলথকেয়ার ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল। ২১টি অধ্যায়ে ইংরেজি এই বইটিতে নানা বিষয়ে বিস্তৃত বহু খুঁটিনাটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আদিবাসীদের রোগ, জ্বর, যক্ষ্মার মতো বিষয়গুলি বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সময়কার যে সমস্ত মেডিকেল জার্নালে এই বিষয়গুলি তুলে ধরা হত সেই বিষয়েও বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। সংগ্রহে রাখার মতোই বই।

উজ্জ্বল ৫২

দেখতে দেখতেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্বপনকুমার মণ্ডল জীবনের ৫২টি বসন্ত পার করলেন। তাঁকে নিয়ে জীবনের পরম পরশ কমিটি সেই কবে থেকে জীবনের পরম পরশ প্রকাশ করে চলেছে। এবারে এই স্মারক-সংকলনের ১০ম পর্ব প্রকাশিত হল। স্বপনকে নিয়ে খুব সুন্দর একটি লেখা লিখে দিয়েছেন ডঃ সুভাষ রায়। কমিটির ইতিহাস নিয়ে কার্তিককুমার মণ্ডলের লেখাটি পাঠকদের বাড়তি প্রাপ্তি। বইয়ে রয়েছে সম্মাননা প্রাপকদের পরিচিতি, পৃষ্ঠপোষকের তালিকা। এছাড়াও স্বপনের বিস্তৃত জীবনপঞ্জিকে এই সংকলনে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। বরাবরের মতো স্মারক-সংকলনের এই পর্বেও প্রচুর ছবি রয়েছে। শিক্ষককে কীভাবে প্রকৃত শ্রদ্ধা দেখাতে হয় তার দিশা দেখায় এই বই।

আলাদা প্রাপ্তি

একটি বার্ষিক পত্রিকা নিজগুণে কতটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন শিলিগুড়ি কলেজের নিজস্ব মুখপত্র স্বরান্তর। পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি সম্প্রতি পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। ডঃ সুজিত ঘোষের লেখা 'অসুরগড়ের উৎস সন্ধানে' পাঠকদের কাছে দারুণ প্রাপ্তি। অনিমেষ রায়ের 'বিশ্ব উষ্ণায়ন ও ভারতের সবুজ শক্তি', অসীম অধিকারীর 'ফুটবলের একাল সেকাল...', বা সেলিমা পারভীনের 'বন্ধুত্ব ও ট্রাম লাইন'...এ পত্রিকা একবার হাতে নিলে পাঠক একের পর এক লেখা পড়ে যেতে রীতিমতো বাধ্য হবেন। সম্পাদনা খুব সুন্দর। প্রচুর ছবি রয়েছে। যাঁরা এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা তো বটেই, এমনকি যাঁরা নন, তাঁরাও পত্রিকাটির এই সংখ্যাটি সাগ্রহে সংগ্রহে রাখবেন।

পায়ে পায়ে চল্লিশ পার

চার দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে হয়ে গেল পাঁচদিনের ঋত্বিক উৎসব। ছ'টি অনবদ্য প্রযোজনা অনায়াসেই দর্শকদের মন ভরাল। উপস্থিত ছিলেন ছন্দা দে মাহাতো

পায়ে পায়ে চল্লিশের সোপান টপকাল শিলিগুড়ির থিয়েটার চর্চায় প্রান্তজনের সখা মলয় ঘোষের ঋত্বিক নাট্য সংস্থা। চার দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে হয়ে গেল পাঁচদিনের ঋত্বিক উৎসব। এই উৎসবে ছিল পাটনার দস্তক থিয়েটারের প্রযোজনা 'পাঞ্চলাইট', গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের প্রযোজনা 'উত্তম পুরুষ', কলকাতার সমকালীন সংস্কৃতির প্রযোজনা 'বিষবৃক্ষ', কোচবিহার কম্পাসের প্রযোজনা 'কোর্ট মার্শাল' এবং ঋত্বিকের দুটি নিজস্ব প্রযোজনা 'কমলা' ও 'অনপেক্ষিত'। উৎসবের সূচনা করেন নাট্য গবেষক আশিস গোস্বামী ও নাট্য সমালোচক দুলাল চক্রবর্তী। মঞ্চে ছিলেন নাট্যকার, কবি ও সংগীতশিল্পী গৌতম চক্রবর্তী। তাঁকে এবার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য 'মলয় স্মরণ নাট্য সম্মাননা' দেওয়া হয়।

বিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। জাতে মিল না থাকায় এক তরুণ-তরুণীর প্রেম নিয়ে মেয়ের মায়ের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়েতের বিচার বসে। প্রেমিককে একঘরে করে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। সমস্যা দেখা দেয় এক হ্যাজাক জ্বালানো নিয়ে। ওই গ্রামের কেউ হ্যাজাক বাতি জ্বালাতে পারে না। খোঁজ করে জানা গেল, যে পারে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাজাক বাতি জ্বালাতে তাকে ফিরিয়ে আনা হল। গ্রামে আলো জ্বলল। তরুণ-তরুণীর মিলন হল। ফণীশ্বরনাথ রেণুর বিখ্যাত গল্প নিয়ে এই মনভরানো প্রযোজনার মধ্যে বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামের অসাধারণ ছবি 'পাঞ্চলাইট' নাটকে তুলে ধরেছে পাটনার দস্তক। ধন্যবাদ পরিচালক কুঞ্জপ্রকাশ সিং এবং তাঁর পুরো টিমকে। যেমন প্রাণঢালা সাবলীল অভিনয়, তেমনি ছিল গানবাজনা।

জয়বন্ত দলভির লেখা মূল মারাঠি নাটকের দ্বিভাষিক রূপান্তর 'উত্তম পুরুষ'-এর পটভূমি আলাদা হলেও আরজি কর উত্তর বাংলায় এই নাটকের প্রযোজনা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক। জাতপাত এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে 'ধর্ষণ' এখানে একটি পৃথক অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আইন-আদালত প্রশাসন এবং ক্ষমতা কীভাবে আবর্তিত হয় পরিচালক সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ধন্যবাদ পরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়কে একটি রুদ্ধশ্বাস প্রযোজনা উপহার দেওয়ার জন্য।

কিডনির সঙ্গে জীবন ও ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে সমকালীন সংস্কৃতির নাটক 'বিষবৃক্ষ'। রমানাথ রায়ের গল্প নিয়ে সুদীপ্ত সরকারের পরিচালনায় এই নাটকটি সকলেই খুব উপভোগ করেছেন। আর নাটক যদি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে দেয়, তাহলেই তা সার্থক হয়ে ওঠে। সেনাবাহিনীতে জাতপাতের চোরাস্রোত নিয়ে কোচবিহার বর্ণনার প্রযোজনা 'কোর্ট মার্শাল' দলগত অভিনয়ের গুণে সকলের ভালো লেগেছে।

নজরকাড়া।। *পাটনার দস্তকের প্রযোজনা 'পাঞ্চলাইট' নাটকের একটি দৃশ্য।*

ধন্যবাদ পরিচালক দেবব্রত আচার্যকে তাঁর টিমে সেনাবাহিনীর আদবকায়দা বজায় রাখার জন্য। ঋত্বিকের নাটক 'অনপেক্ষিত' নিয়ে আগে আলোচনা হয়েছে।

বাকি রইল ঋত্বিকের নিজস্ব প্রযোজনা 'কমলা'। এটা হল ঋত্বিকের লক্ষ্মণের গণ্ডি পেরোনোর চেষ্টা। 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকে এই চেষ্টা করেছিলেন প্রয়াত পরিচালক মলয় ঘোষ। তিনি বাংলার গ্রামের চরিত্রগুলোকে সাহেব বানিয়ে মঞ্চে তুলে দিয়েছিলেন। অস্তিত্বের সেই লড়াইয়ে জয় এসেছিল। এবার পরিচালক শুভঙ্কর গোস্বামী এই চরিত্রগুলোর মুখে পুরো হিন্দি সংলাপ বসিয়েছেন। এই লড়াইয়ে জয় আনতে গেলে শুধু মুখের কথায় নয়, চরিত্রকে মননে ও আচরণে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে হবে। আর তাহলে এই নাটকও গ্যালিলিওর মতো ইতিহাস তৈরি করতে পারবে। বর্তমান প্রযোজনার গতি ও মান নিঃসন্দেহে তারিফযোগ্য।

উৎসবের অঙ্গ হিসেবে দলের মহড়া কক্ষে থিয়েটার বিষয়ক এক অন্তরঙ্গ আলাচারিতার আসর বসে। মূল বক্তা ছিলেন আশিস গোস্বামী। তিনি মূলত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক থিয়েটারের বর্তমান অবস্থা ও গতিপ্রকৃতির ওপর আলোকপাত করেন। ঋত্বিকের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সভাপতি রতন নন্দী, সম্পাদক শাশ্বতরঞ্জন মৈত্র সহ এই আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করেন দামামার পার্থ চৌধুরী, প্রবীণ নাট্যকর্মী গৌতম চক্রবর্তী, উত্তালের পলক চক্রবর্তী, বলাকার বিমান দাশগুপ্ত, সৃজনসেনার পার্থপ্রতিম মিত্র, ইংগিতের আনন্দ ভট্টাচার্য, ওপেন সিক্রেটের পল্লব বসু প্রমুখ।

অনবদ্য।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সান্তা উমা বিদ্যালয়ের ৪৫তম বার্ষিক অনুষ্ঠান।*

নির্মল অনুভূতি

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সেই সন্ধ্যায় শুধু খুদেগুলিরই দারুণ দাপট। সবাই মিলে গাইছে 'ধনধান্য পুষ্প ভরা'। শুনে বোঝা দায় যে ওরা ইংরেজিমাধ্যমের পড়ুয়া। এতটাই নিখুঁত আন্তরিক উচ্চারণ। সম্প্রতি শালুগাড়ার সান্তা উমা বিদ্যালয়ের ৪৫তম বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে গেল এই মঞ্চে। সেখানেই দর্শক-শ্রোতারা এক অন্যরকম অনুভূতির সাক্ষী থাকলেন। নাচে-গানে-নাটকে-কবিতায় এবং আরও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপিত হল। শিক্ষামূলক নাটকটি দারুণভাবে সবার নজর কাড়ে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে জমজমাট অনুষ্ঠান। মঞ্চের অন্য প্রান্তে চেয়ারে বসে ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন অভিভাবকরা।

স্কুলের টিচার ইনচার্জ গোবিন্দকুমার বণিক বললেন, 'প্রি-নার্সারি থেকে ক্লাস টুয়েলভের পড়ুয়ারা প্রায় সকলেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষকরাই পড়ুয়াদের সমস্তটার জন্য তৈরি করেছেন। ১৫ দিনের প্রস্তুতি দারুণভাবে কাজে দিয়েছে।' এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ির শিক্ষা আধিকারিক অরিন্দম রায়, উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রকাশক ও জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ।

– প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস, ছবি : সূত্রধর

কবিতা দিবস

অজস্র কবিতায় কবিতা দিবস পালিত হল ইসলামপুরে। কবিতাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে মাতলেন ইসলামপুরের লেখকদের পাশাপাশি বাচিকশিল্পীরা। শ্রুতি মঞ্জিল নামে একটি বাচিকশিল্পের সংস্থার উদ্যোগে এবং সৃজন সাহিত্য আসনের সহযোগিতায় এদিন ইসলামপুরের সূর্য সেন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রথম পর্বের অনুষ্ঠানে সেখানে নিশিকান্ত সিনহা, বাংলাদেশের লেখক মুকুল রায়, ত্রিপুরার লেখক শান্তনু মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম পর্বে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের লেখকরা। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ির বাচিকশিল্পী সৌমিক চক্রবর্তীকে সৃজন সম্মান এবং মুকুল রায়কে সৃজন সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হয়। এদিন উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রূপকথা নন্দীর ছড়ার বই 'পুতুল বিয়ে' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্বে শ্রুতি মঞ্জিলের সমবেত আবৃত্তি দিয়ে শুরু অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্ব। এরপর বিভিন্ন স্বাদের একক কবিতায় একে একে মঞ্চে আসেন বাচিকশিল্পীরা। যন্ত্রানুসঙ্গে ছিলেন বিকি আইচ। সংস্থার পক্ষে সুশান্ত নন্দী জানান, মানুষ যাতে কবিতার প্রতি আরও উদ্দীপিত হয় তার জন্যই এই প্রয়াস। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

গানে-আবৃত্তিতে স্বর্ণালি সন্ধ্যা

সম্প্রতি চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাংকের আয়োজনে হয়ে গেল অভিনব এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবিতা দত্তের গাওয়া 'সার্থক জনম আমার' গানে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। চন্দননগর চ্যারিটেবল বুক ব্যাংকের সাধারণ সম্পাদক অজিতকুমার দে স্বাগত ভাষণ দেন।

একক গানে অংশগ্রহণ করেন সোনালি সরকার, সজল কুণ্ডু, প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবিতা দত্তের পরিচালনায় ছন্দম মিউজিক ইনস্টিটিউট-এর সদস্যরা সমবেতভাবে নানা গান উপহার দেন। তবলা ও অক্টোপ্যাডে ছিলেন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ সাধু। আবৃত্তি পরিবেশন করেন শ্রীপর্ণা সাহা, আলপনা নন্দী, অস্মিতা মুখোপাধ্যায়, অজিত দে। সঞ্চালনায় অন্বয় মুখোপাধ্যায়। চন্দননগর বুক ব্যাংকের নিজস্ব সভাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

–অন্বয় মুখোপাধ্যায়

সম্মানিত তিন

নারীর সৃজনশীলতা, শক্তির বহুমাত্রিক প্রকাশ, নারীশক্তির উদযাপন ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের মিশেলে পালিত হল নারী দিবস। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মালদা মহিলা মহলের দ্বারা আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

কিছুদিন আগে এক সন্ধ্যায় মালদা টাউন হলে নাচ, গান, শ্রুতিনাটক, নৃত্যনাট্যের মননশীল উপস্থাপনাও পরিবেশিত হয় সংগঠনের সদস্যদের দ্বারা। সংস্থার নিজস্ব শিল্পীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীরাও অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি ও আধুনিক গানের সুরেলা পরিবেশন দর্শকদের মুগ্ধ করে। এছাড়াও জেলার বিশিষ্ট মিনতি মণ্ডল, নাঈমা খাতুন এবং মানবী ঘোষকে সংবর্ধিত করা হয় সংগঠনের তরফে।

–সৌকর্য সোম

সম্মাননা

সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট চারজনকে কিছুদিন আগে মালদা বাংলা পক্ষের তরফে সাহিত্য সম্মান দেওয়া হয়। যাঁরা সম্মানিত হলেন : গোপাল লাহা, জীবনকুমার সরকার, মধুমিতা কর্মকার, জেনারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন মালদা জেলা বাংলা পক্ষের দপ্তর সম্পাদক শুভ্রজ্যোতি দত্ত। *–সৌকর্য সোম*

দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্প্রতি জলপাইগুড়ি থেকে শুভ্রজিৎ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ইংরেজি পত্রিকা 'ইণ্ডলিট'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা। পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডঃ সুদীপ চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্ষুদ্র পত্রিকার জগতে এই মুহূর্তে ইণ্ডলিট একমাত্র ইংরেজিতে প্রকাশিত পত্রিকা। প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কবি ও প্রাবন্ধিক সপ্তাশ্ব ভৌমিক, অধ্যাপক বিপুল সরকার, অধ্যাপক দিগন্ত চক্রবর্তী, কবি সুজয় তরফদার প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঈশিতা বোস।

পত্রিকাটি প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, পুস্তক সমালোচনা ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। ডঃ বিপ্লব রায়চৌধুরী, ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী, ডঃ অর্পা ঘোষ, ডঃ উৎস ভট্টাচার্য, সমীর মৈত্র, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ ঘোষের মতো প্রথিতযশা লেখকের সঙ্গে সুব্রত বাগচী, সায়ন দাস, আকাশরঞ্জন মিত্রের মতো নব্য লেখকবৃন্দের লেখা পত্রিকাটির সম্পদ। সাহিত্যানুরাগী মহলে পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

জীবনানন্দ স্মরণ

কবির কবিতার গান, আবৃত্তি ও কবিকে নিয়ে এই সময়ের কবিদের লেখা কবিতা পাঠে জীবনানন্দ দাশের ১২৭তম জন্মদিন মালদায় পালন করা হল। সম্প্রতি আবৃত্তি শিক্ষা ও চর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগে আবৃত্তি আলাপন মিনিমঞ্চে 'বসন্তে জীবনানন্দ' শিরোনামে দিনটি উদযাপন করা হয়। বরিষ্ঠ কবি সুশান্ত সাহার কথায়, 'জীবনানন্দ দাশের ১২৭তম জন্মদিনে কথা, কবিতা ও গানে দিনটিকে আমরা স্মরণ করি। কবির অপ্রকাশিত কবিতা নিশীথের বনলতা সেন পাঠ করা হয়।' *–সৌকর্য সোম*

বই প্রকাশ

সম্প্রতি কোচবিহার ফিল্ম সোসাইটি হলঘরে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল ডঃ অপরেশ লাহিড়ির লেখা 'উত্তরবঙ্গের নাট্য সাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ইতিহাস' বইটি। অবসরপ্রাপ্ত এই শিক্ষক প্রাথমিকভাবে ২০০৫ সাল নাগাদ এ বইটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে আরও পরিমার্জিত এবং প্রচুর তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে বইটি এদিন নতুনভাবে পাঠকদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাচল দাশগুপ্ত, নির্মল দে, স্নেহাশিস চৌধুরী প্রমুখ।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

কৃষ্টি কল্প ৬

শিলিগুড়িতে নৃত্যমঞ্জিল ও আমরা অপরাজিতার পরিচালনায় মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'কৃষ্টি কল্প'-র ষষ্ঠ মাসের অনুষ্ঠান শুরু হয় সদ্য অকালপ্রয়াত রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি দীপজ্যোতি চক্রবর্তীর শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন আমরা অপরাজিতার শিল্পীরা সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, যন্ত্রসংগীতে জয়ন্ত বসাক। এরপর বেশ কয়েকটি নৃত্য পরিবেশন করে নৃত্যমঞ্জিলের শিল্পীরা শ্রাবণী চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে। পরবর্তীতে সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন 'আলবেলা' গোষ্ঠীর শিল্পীরা ও আমরা অপরাজিতার শিল্পীরা এবং একক সংগীতে ছিলেন জয়ন্ত বসাক।

সবশেষে অণুনাটক 'অবলম্বন' মঞ্চস্থ করে শিলিগুড়ি ইঙ্গিত নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা আনন্দ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায়। নাট্যকার কমল দত্ত। অভিনয়ে ছিলেন কুমকুম কর দেব, সলিল কর ও মিঠু সরকার। আবহ কুন্তল ঘোষ ও প্রক্ষেপণ কেশব রায়। বর্তমান সামাজিক অবস্থায় প্রায় প্রতি ঘরে ছেলে, বৌমা বিদেশে থেকে বাড়ি বিক্রি করে বাবা, মাকে বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করতে চায়। কিন্তু বাবা-মা দুজনে নিজের বাড়িতেই একে অপরকে অবলম্বন করেই বাঁচতে চায়। প্রত্যেক শিল্পীর সুঅভিনয়ে নাটকটি দর্শক মনে গভীর রেখাপাত করে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন আমরা অপরাজিতার কাকলি সোম। 'কৃষ্টি কল্প' অন্তরঙ্গ আঙিনায় এই মাসিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিমান দাশগুপ্ত। পরিশেষে সব শিল্পীকে সংবর্ধিত করা হয় নৃত্যমঞ্জিল ও আমরা অপরাজিতার পক্ষ থেকে দর্শক আসনে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মাধ্যমে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

বসন্তের রেশ

প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাকে ফুটিয়ে তুলে বন সংরক্ষণের প্রাসঙ্গিকতাকে সামনে রেখে বসন্তোৎসব পালন করা হল জলপাইগুড়িতে। উদ্যোক্তা জেলার অন্যতম পত্রিকা গোষ্ঠী 'সৃজনীধারা'। জলপাইগুড়ি বন দপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় তিস্তা উদ্যান মঞ্চে আয়োজিত হয় ভিন্ন ধারার এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি।

রাধা ও কৃষ্ণের মিলন বিরহ বর্ণনায় প্রকৃতির অকৃত্রিম রূপ-কদম্ব, লতা, যমুনা, মল্লিকা, মালতীফুল এ সব প্রকৃতির উপাদান, যা বনের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে, তাকেই নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়। এ দিন বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি আবর্তিত হয়। আলেখ্যের পাশাপাশি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঋতু উৎসব নিয়ে আলোচনা। খুদে শিল্পী পারমিতা কর্মকারের রবীন্দ্রনৃত্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অভিসারে দোলের ব্যাখ্যা রূপায়িত হয় আলেখ্যে। তাতে নজরকাড়া মুনশিয়ানা দেখান ওডিসি নৃত্যশিল্পী শিবম ঘোষ সহ রচনা পারভীন। তাঁদের রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় নৃত্য রূপারোপ এককথায় অনবদ্য। পাশাপাশি, এদিন শিশুশিল্পী আরভী মোদক, প্রত্যাশা শীলের নৃত্য পরিবেশন সকলের নজর কাড়ে। রবীন্দ্রনাথের ঋতু উৎসবের আঙ্গিকে - 'এল বসন্ত' নামক আলেখ্য উপস্থাপন করেন দেবকন্য চন্দ, সুকন্য বসু, প্রিয়াংকা বসু, মৈনাক কর্মকার সহ অন্যরা। পত্রিকা গোষ্ঠীর সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক বলেন, 'আমরা ঋতু উৎসবের প্রথাকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বজুড়ে চলা অরণ্য নিধনের বিরুদ্ধে সজাগ করে বৃক্ষরোপণের বার্তা দিয়েছি।' সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়। *–সাগরিকা দাশগুপ্ত*

জমজমাট নাট্যোৎসব

আবেগঘন।। *কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে পরিবেশিত 'মিতালি' নাটকের একটি দৃশ্য।*

অনুভবের আয়োজনে কিছুদিন আগে কোচবিহারে দু'দিনের জমজমাট নাট্যসন্ধ্যা আয়োজিত হল। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে এই নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। গুনাকর দেব গোস্বামী রচিত ও নির্দেশিত 'ভয়' নাটকটি দিয়ে শুরু হয় প্রথমদিনের নাট্যসন্ধ্যা। একঝাঁক তরুণ-তরুণীর অভিনয় প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের সেদিন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। সেই রাতের দ্বিতীয় নাটক ছিল 'রজত জয়ন্তী'। সুমন পাল নির্দেশিত কমল চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিনী ভৌমিক অভিনীত এই হাস্যরসাত্মক নাটক দর্শকদের পেটে খিল ধরিয়ে দেয় তাদের অভিনয় জাদুতে। প্রখ্যাত নাট্যদল চাকদহ নাট্যজনের পরপর দুটি নাটকের মঞ্চায়ন দর্শকদের নজর কাড়ে। দ্বিতীয় দিনের সন্ধেতে মঞ্চস্থ হয় কলকাতার 'নয়ে নাটুয়া'-র বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'মিতালি'। প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব গৌতম হালদার রচিত, নির্দেশিত ও অভিনীত এই নাটক দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। গৌতম হালদারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্যুতি হালদারের অভিনয় প্রযোজনাটিকে এক উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

প্রতি বছরের মতোই এবারও 'অনুভব সম্মাননা' প্রদান অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব দেবব্রত আচার্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিশ্বজিৎ ঝা-কে এবছর এই সম্মান দেয় সংশ্লিষ্ট নাট্য সংস্থা। সংস্থার কর্ণধার চিকিৎসক অশোক ব্রহ্ম বলেন, 'প্রচুর প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে আমরা প্রথম পর্যায়ে নাট্যোৎসব করলাম। তার মধ্যেও দর্শকরা যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাতে আমাদের পরিশ্রম পুরোপুরি সার্থক।' *–দেবদর্শন চন্দ*

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

মধ্যস্থতায় মরিয়া পাক ■ খুশি ট্রাম্প

হরমুজ খুলতেই কমে গেল তেলের দাম

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল : মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্র থেকে শেষপর্যন্ত বহু প্রতীক্ষিত স্বস্তির খবরটা এল। লেবাননে যুদ্ধবিরতির আবহে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি করিডর 'হরমুজ প্রণালী' সব দেশের বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য পুরোপুরি খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল ইরান। শুক্রবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচি জানান, আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ পর্যন্ত (২১ এপ্রিল) এই প্রণালী দিয়ে পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ অবাধ থাকবে। গত ২ মার্চ থেকে মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার প্রতিবাদে ইরান হরমুজ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেল ও গ্যাসের ২০ শতাংশ এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। দীর্ঘ অবরোধের পর হরমুজ খুলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে বিশ্ববাজারে তেলের দামে বড়সড়ো ধস নেমেছে। শুক্রবারের ঘোষণার পর ব্রেন্ট ক্রুডের দাম একধাক্কায় ১০.৭৩ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮৮.৭৩ ডলারে নেমে এসেছে।

ইরানি বিদেশমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'লেবাননে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং আমাদের বন্দর ও সামুদ্রিক সংস্থার নির্ধারিত রুট অনুযায়ী হরমুজ প্রণালী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করা হল।' এই পদক্ষেপকে তাৎক্ষণিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইরানকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছেন, 'হরমুজ প্রণালী এখন ব্যবসার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তবে ইরানের সঙ্গে আমাদের সামগ্রিক লেনদেন ১০০ শতাংশ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ-অবরোধ আগের মতোই জারি থাকবে।'

> **হরমুজ প্রণালী এখন ব্যবসার জন্য পুরোপুরি তৈরি। তবে ইরানের সঙ্গে আমাদের সামগ্রিক লেনদেন ১০০ শতাংশ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন নৌ-অবরোধ আগের মতোই জারি থাকবে।**
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

এই আবহে ইসলামাবাদে মার্কিন-ইরান দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের ত্রিদেশীয় সফর এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের তেহরান সফরের পর পাকিস্তান এখন এই হাইপ্রোফাইল আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। প্রথম দফার আলোচনা নিষ্ফলা হলেও ট্রাম্পের ইতিবাচক সুর এবং হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া বড় কূটনৈতিক সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান আলোচনার প্রায় সব শর্ত মেনে নিয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তিনি নিজেই পাকিস্তান সফর করতে পারেন।

শীর্ষে আদানি

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তির সিংহাসন পুনর্দখল করলেন গৌতম আদানি। ব্লুমবার্গ বিলিওনেয়ার ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানিকে টপকে এই শিরোপা পেয়েছেন তিনি। শুক্রবারের হিসাব বলছে, আদানির মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯২.৬ বিলিয়ন ডলার। আম্বানির সম্পদ ৯০.৮ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে বিশ্বের সেরা ২৫ জন ধনকুবেরের তালিকায় থাকা এই দুই ভারতীয়র মধ্যে দীর্ঘদিনের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে এবার শেষ হাসি হাসলেন আদানি। এর আগে মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের জেরে আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে ধস নামলেও, সেবি-র পক্ষ থেকে কারচুপির অভিযোগ খারিজ হওয়ায় ফের বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরেছে। ভারতের সেরা ধনীর তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন লক্ষ্মী মিত্তল (৩৬.৯ বিলিয়ন ডলার)।

বৃহত্তম অর্থনীতিতে ব্রিটেনের পর ভারত

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল : জিডিপির লড়াইয়ে বড় ধাক্কা খেল ভারত। আইএমএফ-এর 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক' রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির তকমা হারিয়ে ভারত এখন ষষ্ঠ স্থানে নেমে গিয়েছে। ভারতকে টপকে ফের পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে ব্রিটেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে এমনটা নয়। আসল ভিলেন 'ডলার'। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার দাম ক্রমাগত কমতে থাকায় হিসেবের অঙ্কে পিছিয়ে পড়েছে দেশ। গত এক বছরে এক ডলারের দাম ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ৯০ টাকার ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি আর তেলের আকাশছোঁয়া দাম মেটাতে গিয়ে ডলারের চাহিদা তুঙ্গে, যার জেরে নাজেহাল ভারতীয় মুদ্রা। ভারত প্রায় ৯০ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে কেনে, তাই ডলারের নিরিখে ভারতের জিডিপি-র আকার ছোট হয়ে দেখাচ্ছে।

বর্তমানে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ নিয়ে তালিকার মগডালে আমেরিকা। এরপর যথাক্রমে চিন, জার্মানি, জাপান ও ব্রিটেন। ৪ ট্রিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি সম্পদ নিয়ে ভারত এখন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাপান বা ব্রিটেনের অর্থনীতি ৪- ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যেই রয়েছে। মুদ্রার দামে সামান্য পরিবর্তনে ভারত ওপরে উঠতে পারে।

আজ টিভিতে

ওয়ান ওয়াইল্ড ডে বিকেল ৩.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪৫ হানিমুন, দুপুর ১২.১৫ গুরু, বিকেল ৩.৪৫ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.০০ কী করে তোকে বলব, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ নায়ক : দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ বিবাহ অভিযান
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাবা তারকনাথ, বেলা ১১.৩০ দেবাঞ্জলী, দুপুর ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, রাত ৮.০০ শতরূপা, ১০.৩০ তিনমূর্তি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঞ্চন মূল্য
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নীল আকাশের চাঁদনি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ রূপসী দোহাই তোমার
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৩ অওলাদ, দুপুর ২.০৫ আতিশ, বিকেল ৫.০৪ শেষ নাগ, রাত ১০.২৯ ওয়াক্ত কি আওয়াজ
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৭ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.০২ রক্ষা বন্ধন, ৫.৫০ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.৩০ সূর্যবংশী, ১১.২৬ কমান্ডো-থ্রি
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ স্যান্ডউইচ, দুপুর ১.৫৩ তেরি মেহরবানিয়াঁ, বিকেল ৪.৪৯ ফুল অওর কাঁটে, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.২৮ ইনসাফ : দ্য ফাইনাল জাস্টিস

মনোময় ভট্টাচার্যের গান শুনুন গুড মর্নিং আকাশে। সকাল ৭.০০ আকাশ আট

শতরূপা রাত ৮.০০ জি বাংলা সোনার

রক্ষা বন্ধন বিকেল ৪.০২ জি সিনেমা

জেআইএস-র ড্রোন অ্যাকাডেমি

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক ডিজিসিএ অনুমোদিত ড্রোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 'জেআইএস ড্রোন অ্যাকাডেমি'র উদ্বোধন করল জেআইএস গ্রুপ। দমদমের সুরটেক ক্যাম্পাসে এই রিমোট পাইলট ট্রেনিং অর্গানাইজেশনের সূচনা হয়।

এখানে মাইক্রো ও স্মল ড্রোনের জন্য ডিজিসিএ অনুমোদিত রিমোট পাইলট সার্টিফিকেট (আরপিসি) কোর্স করানো হবে। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ও সিমুলেশন সিস্টেমের মাধ্যমে হাইব্রিড মডেলে ড্রোন ওড়ানোর প্রশিক্ষণ মিলবে। পাশাপাশি ড্রোন মেরামত, ফরেনসিক, এরো মডেলিং ও ডেটা প্রসেসিংয়ের মতো বিশেষ কোর্সও থাকছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সিমরপ্রীত সিং জানান, কৃষি থেকে পরিকাঠামো বা বিপর্যয় মোকাবিলা, সব ক্ষেত্রেই ড্রোনের ব্যবহার বাড়ছে। এই অ্যাকাডেমির মূল লক্ষ্য হল আগামী প্রজন্মকে এই প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা। অনুষ্ঠানে এয়ারপোর্টস অথরিটি, সি-ড্যাক ও রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

হ্যাটট্রিক

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : টানা তৃতীয়বার রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়লেন হরিবংশ নারায়ণ সিং। শুক্রবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর নাম মনোনীত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'টানা তিনবার নির্বাচিত হওয়া প্রমাণ করে আপনার ওপর সভার গভীর আস্থা রয়েছে।' বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেও শুভেচ্ছা জানান।

রাজ্যের শিল্প নিয়ে খোঁচা ফড়নবিশের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে রাজ্য থেকে শিল্প চলে গিয়েছে। রাজ্যে বিধানসভা ভোট প্রচারে এসে এবার রাজ্য থেকে শিল্পের পলায়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে নিশানা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে ফড়নবিশ দাবি করেছেন, ১৪০০ শিল্প সংস্থা বাংলা ছেড়ে মহারাষ্ট্রে চলে গিয়েছে। এর জন্য রাজ্যের শিল্পবিরোধী পরিবেশকেই দুষেছেন তিনি।

সিঙ্গুর থেকে টাটা বিদায়ের সূত্রেই দেশের শিল্প মানচিত্রে বাংলা গুরুত্ব হারিয়েছে। মমতা সরকারের সমালোচনায় রাজ্যের বিজেপি নেতারা বারবারই সেই অভিযোগ করেছেন। ফড়নবিশও বলেছেন, 'রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কাটমানি সংস্কৃতির জন্য ৬৮৯৫টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছে। এর মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্রেই গিয়েছে ১৪০০টি।' তাঁর দাবি, অন্তত ১২৫ থেকে ৪০০টি নামী-দামি সংস্থা হয় বাংলায় তাদের ব্যবসা কমিয়ে ফেলেছে, নাহলে গুটিয়ে ফেলতে চলেছে। ফড়নবিশের মতে, এর দায় পুরোপুরি রাজ্যের বর্তমান সরকারের।

রাজ্য সরকারের বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং ক্যাগ রিপোর্টের প্রসঙ্গ তুলে ফড়নবিশের দাবি, এই সরকারের ঋণ ও জিডিপির অনুপাত দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রায় ৩৯ শতাংশ। অথচ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মতো রাজ্যে যা যথাক্রমে যা ১৮ এবং ১৭ শতাংশ। রাজ্যের সর্বশেষ বাজেটে রাজস্ব ঘাটতির দৃষ্টান্ত দিয়ে ফড়নবিশ বলেছেন, 'সুস্থ আর্থিক ব্যবস্থায় যেখানে কোনও রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতি ৩ শতাংশের নীচে থাকা উচিত, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে রাজস্ব ঘাটতি ৪ শতাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা ৫ শতাংশের বেশি।' অভিযোগের সূরে বলেন, 'এই আর্থিক দেউলিয়াপনার জন্যই রাজ্যের বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে হচ্ছে।' প্রতি বছর বিশ্ববাংলা সম্মেলনের নামে রাজ্যে নতুন শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের যে ঘোষণা করা হয়, বাস্তবে তার কোনও প্রতিফলন নেই। একমাত্র রাজ্যের শাসনক্ষমতায় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই এই পরিস্থিতির বদল সম্ভব। তাঁর দাবি, রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের দৌলতে ৫ বছরের মধ্যেই দেশের শিল্প মানচিত্রে বাংলা আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে।

খেরার আগাম জামিন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার স্ত্রী রিনিকি ভূঁইয়ার দায়ের করা মানহানি মামলায় খেরার অন্তর্বর্তী ট্রানজিট জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন শুক্রবার খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। খেরার আবেদন ছিল, বর্তমানে অসমের আদালতগুলি বন্ধ থাকায় তাঁর জামিনের মেয়াদ অন্তত আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী ও বিচারপতি অতুল এস চান্দুরকারের ডিভিশন বেঞ্চ এই আর্জি নিতে অস্বীকার করে খেরাকে অবিলম্বে অসমের সংশ্লিষ্ট আদালতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালতে খেরার আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি প্রশ্ন তোলেন, 'আমি কি দাগি আসামি যে এইটুকু সুবিধা পাব না?'

চই চই... শুক্রবার গুয়াহাটির জোড়পোখরিতে।

ত্রিপুরার এডিসি ভোটে ধরাশায়ী পদ্ম

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গের মসনদ দখলের লক্ষ্যে পালটানো দরকারের হুমকি লাগাতার দিচ্ছে বিজেপি। কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর আগেই শুক্রবার বিজেপি শাসনাধীন ত্রিপুরার আদিবাসী এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ বা টিটিএএডিসি নির্বাচনে ধরাশায়ী হল পদ্মশিবির। ২৮ আসনের টিটিএএডিসির ২৪টিতে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরার মুকুটহীন রাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মার তিপ্রা মোথা। বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৪টি আসন। একদা টিটিএএডিসিতে একচ্ছত্র আধিপত্য দেখানো সিপিএম এবারও কোনও আসন পায়নি। শূন্যের গেরো কাটাতে পারেনি কংগ্রেসও।

বিপুল জয়ের পর প্রদ্যোৎ বলেন, 'জয়ী সমস্ত প্রার্থীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা পরাজিত হয়েছেন তাঁদেরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের সবাইকে একজোট থাকতে হবে।' অপরদিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা বলেন, 'এডিসি নির্বাচনে বিজেপির কর্মীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাঁদের শুভেচ্ছা। জয়ের জন্য তিপ্রা মোথাকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা এই জনাদেশ মাথা পেতে মেনে নিচ্ছি।' ১২ এপ্রিল এডিসি

ভোটে ৭০ শতাংশের ওপর ভোট পড়লেও ব্যাপক অশান্তি হয়েছিল।

এদিকে বাংলা দখল করতে আসার আগে ত্রিপুরায় গেরুয়া শিবিরের এহেন শোচনীয় ফল দেখে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। দলের নেতা তথা বেলেঘাটার প্রার্থী কুণাল ঘোষ ফেসবুকে একটি পোস্টে লিখেছেন, 'বাংলায় ঘুরে বড় বড় কথা বলছেন বিজেপি নেতারা। ওদিকে ত্রিপুরাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ ভোটে আজ ফল বেরোচ্ছে-বিজেপি ধরাশায়ী। ২৮ আসনে এখনও এগিয়ে মাত্র ৫। মহারাজা প্রদ্যোৎ মানিক্যর দল এগিয়ে ২১টিতে। সিপিএম এবং কংগ্রেস বিধ্বস্ত। দেখা যাক চূড়ান্ত ফল কী হয়। ওওও বিজেপি, আগে নিজের ঘর সামলা, পরে ভাববি বাংলা।'

২০২১ সালের এডিসি ভোটেও তিপ্রা মোথা এবং তাদের জোটসঙ্গী ১৮টি আসনে জিতেছিল। বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ৯টি আসন। এবার সেই সংখ্যাটা কমে যাওয়ায় আদিবাসী এলাকায় তিপ্রার শক্তি আরও বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২৮ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা ভোটের আগে আদিবাসী মুখকে তুলে ধরার জন্য তারা চাপ সৃষ্টি করবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরোনো জোটসঙ্গী আইপিএফটি-র সঙ্গে গাঁটছড়া ভেঙে এডিসি ভোটে এবার একাই লড়ে বিজেপি।

বকেয়া ডিএ পাওয়া নিয়ে এখনও সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : ভোট আসতেই ঘুম ভাঙল সরকারের? শিক্ষক, অধ্যাপকদের বকেয়া ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মেটাতে এবার নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। শুক্রবার প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বকেয়া পাওনার চূড়ান্ত হিসেব কষে নবান্নের অর্থ দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছে বিকাশভবন। দীর্ঘ টালবাহানার পর এই পদক্ষেপকে 'গুরুত্বপূর্ণ' মনে করা হলেও, শিক্ষকদের একাংশের মনে কিন্তু এখনও দানা বেঁধেছে গভীর সংশয়। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তর আলাদাভাবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বকেয়া ডিএ-র হিসেবনিকেশ শুরু করেছিল। সেই যাবতীয় তথ্য একত্রিত করে ফাইল এখন নবান্নের টেবিলে। নবান্নের সবুজ সংকেত মিললেই শুরু হতে পারে টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মেটানোর কাজ শুরু হলেও, শিক্ষক-অধ্যাপকদের ভবিষ্যৎ এতদিন ঝুলেই ছিল। নবান্নের এই সক্রিয়তা সেই জট কিছুটা শিথিল করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

তবে নবান্নের 'সক্রিয়তা' নিয়ে খুশির চেয়ে আশঙ্কাই বেশি শিক্ষক মহলে। তাঁদের প্রশ্ন, ভোটের বাদ্যি বাজতেই পকেট ভরানোর আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। এর আগেও একাধিকবার এমন ফাইল চালাচালির খবর শোনা গিয়েছিল, কিন্তু দিনশেষে হাতে পেনসিলই থেকেছে। ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের সাফ কথা, 'বারবার শুধু পদক্ষেপের কথা শুনি, কাজের কাজ তো কিছুই হয় না! এটা কি শুধুই নির্বাচনী গিমিক নাকি সত্যি পাওনা মিটবে?'

প্রশাসনিক মহলের দাবি, বিষয়টি এখন নীতিনির্ধারণের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু বকেয়া টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে না ঢোকা পর্যন্ত নবান্নের এই 'সদিচ্ছা'কে এখনই নম্বর দিতে নারাজ শিক্ষক সমাজ। সব মিলিয়ে, ফাইল নড়াচড়া শুরু করলেও ডিএ নিয়ে ধোঁয়াশা কিন্তু কাটল না।

দুই ডাক্তারের বদলি বাতিল

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার ও চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার বদলির সিদ্ধান্ত খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। শুক্রবার বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের বেঞ্চের নির্দেশ, অবিলম্বে এই চিকিৎসকদের তাঁদের কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং দিতে হবে। কাউন্সেলিং অনুযায়ী, দেবাশিসকে হাওড়ার জেলা হাসপাতালে এবং আসফাকুল্লাকে হুগলির প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সিনিয়ার রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'রাজ্য সরকার এসওপি না মেনে দুই চিকিৎসকের ক্ষেত্রে পোস্টিং দিয়েছে যা বৈষম্যমূলক। আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে এটি শাস্তিমূলক বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ। নিজের তৈরি এসওপি রাজ্য লঙ্ঘন করতে পারে না।'

শিশুহত্যার প্রতিবাদে উত্তাল ইম্ফল

মশাল মিছিলে ব্যাপক সংঘর্ষ

ইম্ফল, ১৭ এপ্রিল : মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার ত্রংলাওবি গ্রামে সাম্প্রতিক প্রজেক্টাইল হামলায় দুই শিশুর মৃত্যুর প্রতিবাদে নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজধানী ইম্ফল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাজার হাজার মানুষ ১৪৪ ধারা অমান্য করে এক বিশাল মশাল মিছিল বের করেন। 'অল মণিপুর ইউনাইটেড ক্লাবস অর্গানাইজেশন' সহ বেশ কয়েকটি স্থানীয় সংগঠনের ডাকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

মিছিলটি সিংজামে থেকে শুরু হয়ে রাজভবনের অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা বাহিনীর বাধার মুখে পড়ে। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়লে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে হাতাহাতি বেধে যায় বাহিনীর। এই সময় পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় গোটা এলাকা। বিক্ষোভকারীদের ছোড়া পাথরের আঘাতে এবং পুলিশের লাঠিপেটায় বেশ কিছু মানুষ আহত হন। যাঁদের মধ্যে অন্তত পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

গত ৭ এপ্রিল ট্রংলাওবি গ্রামে এক ভয়াবহ হামলায় বছর পাঁচেকের এক বালক ও পাঁচ মাসের এক দুধের শিশুকন্যার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। বিক্ষোভকারীরা এই ঘটনায় দায়ী উগ্রপন্থীদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং উপত্যকা অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকাটিতে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে পরের দিন (শুক্রবার) ভোর ৫টা পর্যন্ত চলাচলে কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যুন্নাম খেমচাঁদ সিং ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' যদিও তারপরেও পরিস্থিতি আগের মতোই থমথমে।

ফোনে ফোনে ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিরোধীরা, চিন্তায় এনডিএ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল : সংসদের বিশেষ অধিবেশনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল রুখে দিয়ে মোদি সরকারকে সপাটে ধাক্কা দিল বিরোধীরা। এই হারকে শুধু 'প্রযুক্তিগত' নয়, বরং 'নৈতিক জয়' হিসেবে দেখছে ইন্ডিয়া জোট। আর এই সাফল্যের রেশ কাটতে না কাটতেই শুরু হয়ে গিয়েছে ফোনের খেলা। লক্ষ্য ২০২৬-এর আগে বিজেপিকে আরও কোণঠাসা করা।

শুক্রবার সন্ধ্যায় ভোটাভুটির ফল বেরোনোর পর থেকেই দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে সাজ সাজ রব। সূত্রের খবর, জয়ের পরেই লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ফোন করেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। স্রেফ সৌজন্য বিনিময় নয়, আগামী দিনে সংসদীয় রণকৌশল কী হবে, তা নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তাঁদের মধ্যে। পিছিয়ে নেই সমাজবাদী পার্টিও। অখিলেশ যাদব সরাসরি ফোন ঘুরিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নম্বরে। বাংলার দিদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে অখিলেশ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই ঐক্যই গেরুয়া শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

তৃণমূল নেত্রী নিজে শুরু থেকেই এই তিন বিল রুখতে সতর্ক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ডেরেক ও'ব্রায়েন যেভাবে সংসদে অন্য দলগুলোর সঙ্গে তালমিল বজায় রেখেছেন, তার প্রশংসা শোনা গিয়েছে খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের মুখেও। খাড়গে ফোন করে ডেরেককে সংহতি জানানোর অর্থই হল, দিল্লির মসনদ কাঁপাতে এখন আঞ্চলিক দলগুলোর গুরুত্ব অস্বীকার করার জায়গা নেই।

অন্যদিকে, এই অপ্রত্যাশিত হারে একেবারে 'ব্যাকফুটে' এনডিএ শিবির। হারের জ্বালা মেটাতে সংসদ ভবনের ভেতরেই জরুরি বৈঠকে বসেন জোটের শরিকরা। ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে শনিবার সকালেই ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজনৈতিক মহলের গুঞ্জন, সংসদের এই হার ঢাকতে এবার কি তবে বড় কোনও 'চমক' দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের দাবি, তিনটে বিল সংসদে পাস করতে না পারায় ক্যাবিনেট বৈঠকেই কোনও একটা চমক দিতে পারে কেন্দ্র বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আয়কর হানা কি বুমেরাং, চর্চা বিজেপিতেও

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : ভোটের মুখে তৃণমূল নেতাদের ডেরায় ইডি আর আয়কর হানায় বিজেপির জন্যই অস্বস্তি বাড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল বা বাম-কংগ্রেস তো বটেই, খোদ বঙ্গ বিজেপির অন্দরেও এই অভিযান নিয়ে অস্বস্তি শুরু হয়েছে। দলের একমাত্র রাজ্যসভা সাংসদ রাহুল সিনহা অভিযানের সপক্ষে গলা ফাটালেও, বাকি হেভিওয়েট নেতারা কার্যত স্পিকটি নট। তাঁদের আশঙ্কা ভোটের মুখে এই 'অতিসক্রিয়তা' মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাবে না তো? তবে রাজ্যের বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের এ নিয়ে কোনও উৎসাহ নেই। এই চোর-পুলিশ খেলা দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত। বাংলার মানুষও ক্লান্ত। তবে পরিবর্তনের জন্য বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে।'

বিজেপি শিবিরের একাংশ স্বীকার করে নিচ্ছেন, এই আয়কর হানা আসলে তৃণমূলের হাতে মোক্ষম অস্ত্র তুলে দিল। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দৌড়ঝাঁপকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' হিসেবে দেগে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। ইডি-আয়কর দেখে ভয় না পেয়ে উলটে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন মমতা-অভিষেক। জনসভা থেকে তাঁদের হুংকার, ভোটের লড়াইয়ে না পেরে এখন এজেন্সিকে দিয়ে ভয় দেখাতে চাইছে বিজেপি। দরজায় কড়া নাড়া ভোটের মুখে এই 'ভিকটিম কার্ড' খেলাটাই এখন ঘাসফুল শিবিরের তুরুপের তাস। এই পরিস্থিতিতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি শুধু নয় পুরো গেরুয়া শিবির।

হুমায়ুনের মামলা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে ১৯ মিনিটের স্টিং ভিডিও প্রকাশ করে তৃণমূল। এবার তাঁর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শুক্রবার মামলা দায়ের করে তাঁর আইনজীবী। অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর বদনামের জন্য এই কাজ করা হয়েছে। এই ভিডিও তৈরির নেপথ্যে কারা রয়েছে তা তদন্ত করে দেখা হোক। ২২ এপ্রিল মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। মূল্যবান জিনিস হারাতে পারে। বৃষ : না জেনে কাউকে কিছু বলে পরে অনুশোচনা। সামান্য নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মিথুন : কোনও আত্মীয়ের কূটচালে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হবে। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে। চাকরিতে পদোন্নতি। কর্কট : কাউকে যেচে উপদেশ দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। সিংহ : কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে চিন্তা কাটবে। কন্যা : উচ্চশিক্ষার পড়ুয়াদের বিদেশে যাওয়ার সমস্যা কেটে যাবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : পরিবার নিয়ে ভ্রমণে আনন্দ। ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। সর্দিকাশিতে ভোগান্তির সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : আজ ধার শোধ করতে পেরে স্বস্তি পাবেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেমে শুভ। ধনু : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের উপস্থিতিতে আনন্দের পরিবেশ। বিপন্ন কোনও পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে শান্তি পাবেন। মকর : ধর্ম, অধ্যাত্মচর্চায় মানসিক শান্তি পাবেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। কুম্ভ : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিক সমস্যা কাটবে। মীন : আজ মাথা ঠান্ডা রেখে ফেলে রাখা কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। বাড়ির কোনও গোপন কথা বন্ধুকে বলবেন না। প্রেমের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ২৮ চৈত্র, ১৮ এপ্রিল ২০২৬, ৪ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৫।৫৫। শনিবার, প্রতিপদ দিবা ৩।২৭। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ১০।৫০। প্রীতিযোগ রাত্রি ১।৫৩। ববকরণ দিবা ৩।২৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।২১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৫০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ৩।২৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৩।২৭ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৫৪ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪৬ মধ্যে ও ৪।২১ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২১ মধ্যে ও ৩।৫৪ গতে ৫।১৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৫৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।৫০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫৪ গতে ১০।৫০ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ । বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২২ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।১৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ও ১১।৫৬ গতে ১।২২ মধ্যে ও ২।৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

ইউজিসি'র স্বীকৃতিতে জলপাইগুড়ির মুকুটে নতুন পালক

স্বশাসিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য স্বশাসিত কলেজের মর্যাদা দিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এই মর্মে বৃহস্পতিবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজি কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয় ইউজিসি। শুক্রবার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অফ টেকনলজি ওই স্বশাসিত মর্যাদাপত্র সংশ্লিষ্ট কলেজের হাতে তুলে দেয়। স্বশাসিত কলেজের মর্যাদার স্বীকৃতি পেতেই এদিন অধ্যাপক ও পড়ুয়াদের জন্য মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

খুশির খবরে কলেজে মিষ্টিমুখ।

স্বশাসিত কলেজের মর্যাদা পাওয়ায় জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নিজস্ব ধাঁচে পঠনপাঠন, কলেজ পরিচালনা, নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রণয়ন, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও নিজস্ব সিলেবাস তৈরি করতে পারবে। কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় জানিয়েছেন, স্বশাসিত ক্ষমতাবলে এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকলেও আপাতত নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, 'নিজস্ব পিএইচডি প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে পারব। এআইসিটিসি এবং ইউজিসি'র নির্দেশিকা মেনে নিজেরা সিলেবাস তৈরি করতে পারব। বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ যেমন অধ্যাপক, গবেষক, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি বিশেষজ্ঞ, আইনি পরামর্শদাতা ও শিল্পপতিদের আনতে পারব। ফলে কলেজের পড়াশোনার মানোন্নয়ন হবে।'

ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স টেকনলজি, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইনফরমেশন টেকনলজি বিভাগ মিলিয়ে এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রায় ১৬০০ জন পড়ুয়া। স্বশাসিত মর্যাদা পেতে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর স্বীকৃতি প্রয়োজন হয়। কলেজের সুষ্ঠু পরিকাঠামো, উন্নত পঠনপাঠন, ভালো রেজাল্ট, চাকরির প্লেসমেন্ট এবং পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশকে যাচাই করে ন্যাক সংশ্লিষ্ট কলেজকে শংসাপত্র দেয়। ওই শংসাপত্র থাকলে তবেই ইউজিসি'র কাছে স্বশাসনের জন্য আবেদন করা যায়।

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২০১২-'১৩ অর্থবর্ষ থেকে প্রতি পাঁচ বছরের জন্য ইউজিসি'র তরফে স্বশাসিত মর্যাদা পেয়ে আসছে। কিন্তু চলতি ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে সেই ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া ন্যাকের অনুমোদনের সময়সীমাও শেষ হয় ফেব্রুয়ারিতে।

এরপর ন্যাক তাদের অনুমোদনের মেয়াদ আগামী তিন মাস অর্থাৎ মে মাস পর্যন্ত জন্য সম্প্রসারিত করে। তাই দ্রুত ইউজিসি-কে স্বশাসনের জন্য আবেদন করা হয়। এবার ২০৩১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে স্বশাসনের মর্যাদা দিল ইউজিসি। রাজ্য সরকারকেও বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে ইউজিসি। ফলে কলেজজুড়ে খুশির হাওয়া।

> **নিজস্ব পিএইচডি প্রোগ্রাম থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্স চালু করতে পারব। এআইসিটিসি এবং ইউজিসি'র নির্দেশিকা মেনে নিজেরা সিলেবাস তৈরি করতে পারব।**
>
> **অমিতাভ রায়** অধ্যক্ষ
> জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা...

বাবুই পাখির বাসা। বালুরঘাটে অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

শূন্য শুনে মেজাজ হারালেন সেলিম

কার্তিক দাস ও মহম্মদ হাসিম

খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৭ এপ্রিল : নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেটে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআই(এমএল) লিবারেশন প্রার্থী সুমন্তী এক্কার প্রচারে এসে সাংবাদিকদের মুখে শূন্য শুনেই মেজাজ হারালেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। আবার নকশালবাড়িতে ফাঁকা চেয়ারে চলে সেলিমের জনসভা।

এদিন বিকেলে পানিট্যাঙ্কিতে বামপন্থীদের নির্বাচনি সভার আগে কর্মী-সমার্থকদের নিয়ে একটি মিছিল করা হয়। বাম প্রার্থী সুমন্তী এক্কার নির্বাচনি সভায় ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, লিবারেশনের রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার, সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক প্রমুখ। সভায় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি কম ছিল। সভা শেষে সেলিম বলেন, 'নকশালপন্থীদের মধ্যে অনেকগুলি ধারা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় লিবারেশন। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে বামপন্থা পুনরুত্থানের লক্ষ্যে লিবারেশনের সঙ্গে জোট করা হয়েছে।' তাঁর কথা, 'বিজেপি ও তৃণমূল বাম পরিমণ্ডলকে শেষ করতে চেয়েছে। বামপন্থা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই বাংলা বাঁচবে, দেশ বাঁচবে।'

তখনই শূন্য থেকে বামপন্থীদের এবারের লড়াই শুরু নিয়ে কী ভাবছেন?

সাংবাদিকদের এই প্রশ্ন শুনেই মেজাজ হারান সেলিম। তাঁর উত্তর, 'ওটা অতীত। পুরোনো ইতিহাস কেন তুলছেন, আপনারা তো ইতিহাসবিদ নন, আপনারা সাংবাদিক। আজকের ইতিহাস তুলুন।'

এদিকে, শুক্রবার সিপিএম প্রার্থী ঝরেন রায়ের প্রচারে নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে জনসভা করেন সেলিম। প্রথমেই নকশালবাড়ির রথখোলা মোড় থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিল শেষ হয় নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে। কিন্তু প্রধান বক্তা হিসেবে মহম্মদ সেলিম মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময়ে অস্বস্তিতে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা। কারণ মঞ্চের সামনে সারি সারি সাজানো চেয়ারে কোনও শ্রোতা ছিলেন না। সেলিমের বক্তব্য শুরু হতেই চেয়ার ছেড়ে চলে যেতে থাকেন অনেক কর্মী। মঞ্চের সামনে থাকা বেশিরভাগ চেয়ারই তখন শূন্য। সেলিমের বক্তব্য শুনতে হাজির ছিলেন মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন সিপিএমের নেতা-কর্মী। মঞ্চের পাশ থেকেই এক কর্মী বলে ওঠেন, 'এখন আমাদের ভোটে লড়ার সময় নেই। গ্রামগঞ্জে গিয়ে নেতা তৈরি করাই আমাদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। বক্তব্য শুনে কেউ আমাদের ভোট দেবে না।'

যদিও সেলিম এদিন ফাঁকা চেয়ারেই তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেন। তিনি এদিন বক্তব্যে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন।

ফাঁকা চেয়ার নিয়ে সিপিএমের প্রার্থী ঝরেন রায় বলেন, 'সেলিমের নেতৃত্বে নকশালবাড়িতে মিছিল বিজয়ের সূচনা। প্রচুর মানুষ বাগান এলাকা থেকে এসেছিলেন। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় অনেকেই নিজের নিজের বাড়িতে চলে যান। তাই চেয়ার ফাঁকা ছিল।'

নকশালবাড়িতে মহম্মদ সেলিমের সভায় ফাঁকা চেয়ারের সারি।

ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব মমতার

প্রথম পাতার পর

ভাষণে তিনি বলেছেন, 'ওদের পোলিং এজেন্ট নেই। তাই এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। ওরা যে অবস্থায় গিয়েছে তাতে পার্টি অফিসেও তল্লাশি চালিয়ে শেষ মারণ কামড় দিতে পারে। মারণ কামড়ের বিষদাঁতটি ভেঙে দিতে হবে। ওরা নির্বাচনের আগে ইডি-সিবিআই করে। তারপর আর কোনও কেসের ফয়সালা করতে পারে না। ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি যদি ভয় না পাই আপনারাও পাবেন না।'

এর আগেও একাধিক জনসভায় তৃণমূল নেত্রী ইভিএমে গোলযোগের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এদিন তিনি ইভিএমে চিপ ঢুকিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা করেছেন। বলেছেন, 'ইভিএম মেশিন, ভিভিপ্যাট সব ঠিকমতো দেখে নিতে হবে। মেশিন টিপে দেখে নিতে হবে যাঁর ভোট তাঁর কাছে যাচ্ছে কি না। ওরা স্লো ভোট করাবে। যদি কোনও মেশিন খারাপ হয়ে যায় সেখানে ভোট করতে দেবেন না। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই আমরা ভুল করি। ওরা তখন চিপ ঢুকিয়ে দেবে। আপনার ভোট বিজেপিতে চলে যাবে।' শুধু নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিনই নয়, ভোটগ্রহণ হওয়ার পরেও নানারকমের ষড়যন্ত্র হতে পারে বলে মমতার আশঙ্কা। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, 'নির্বাচনের পর কাউন্টিং পর্যন্ত এই সাত-আটদিন যাঁদের পাহারা দিতে বসাবেন তাঁরা যেন টাকায় বিক্রি না হন। ওরা অনেক টাকা নিয়ে নেমেছে। কাউকে কাউকে নাকি ৫-১০ লক্ষ টাকা দিচ্ছে।' ফলে দলের কর্মীদের উপরেও যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোপুরি ভরসা নেই, তা তাঁর মন্তব্যেই স্পষ্ট।

এদিনের সভায় মমতার গলায় যে আশঙ্কাগুলির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তা ভোটে হারলে নিশ্চিতভাবেই কারণ হিসাবে খাড়া করবেন তৃণমূল নেত্রী, এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের।

সংসদে ধাক্কা

তিনের পাতার পর

রাহুল গান্ধির অভিযোগ, এই বিল আসলে মহিলাদের সংরক্ষণ নয়, বরং তপশিলি জাতি, জনজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের অধিকার খর্ব করে দেশের ভোট মানচিত্র বদলের রাজনৈতিক নকশা। তিনি ১৬ নম্বর লেখা একটি কাগজ দেখিয়ে বলেন, এর মধ্যে সমস্ত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

ছাড় পেলেন

তিনের পাতার পর

দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, ২০২৩ সালে নতুন নির্দেশিকা জারির ফলে পুরোনো নির্দেশিকাগুলি খারিজ হয়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনি আইন অনুযায়ী অধ্যাপকদের নিয়োগে কোনও বাধা নেই। রাজ্যে ৯০ হাজার বুথের জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৯০ হাজার প্রিসাইডিং অফিসার প্রস্তুত রাখা কঠিন বলে কমিশন ভারসাম্য বজায় রেখে সহকারী অধ্যাপকদের নিয়োগ করেছে বলে কমিশনের আইনজীবী জানান। উত্তরে তাঁর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'আপনাদের আধিকারিকদের সমস্যা। আপনারা কর্তৃপক্ষকে শুধুমাত্র লিখে জানিয়ে দিচ্ছেন, দায়িত্বে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তার আগে কার কী বেতন কাঠামো, কাজের প্রকৃতি তা বিবেচনা না করে দায়িত্ব দেননি।'

বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের কথায়, 'দুই বছর ধরে নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তাই যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত নিতে হয়।' যদিও বিষয়টি জেলা নির্বাচনি আধিকারিক দেখেন বলে সাফাই দেন কমিশনের আইনজীবী। অন্যদিকে, আবেদনকারীদের আইনজীবীর দাবি, যথেষ্ট সংখ্যায় পোলিং অফিসার রিজার্ভ রাখা আছে বলে নির্বাচন পরিচালনায় সমস্যা হবে না। বিচারপতিরও পর্যবেক্ষণ, 'প্রশাসন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করলে সমস্যা হয় না, মামলাও হয় না।'

নিশানায় তৃণমূল

তিনের পাতার পর

একটানা ১৩ ঘণ্টারও বেশি নথি দেখিয়ে দেবাশিস কুমারকে জেরা করা হয়। মতিলাল নেহরু রোডে তাঁর আরও একটি দলীয় অফিসে তল্লাশি চলে। অভিযোগ, তাঁর নির্বাচনি কার্যালয়ের তালা ভেঙে ঢুকেছেন তদন্তকারীরা।

ঘটনার পরে তাঁর অনুগামীরা গলায় 'আমি দেবাশিস কুমার' পোস্টার ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, ওই কার্যালয়ে দলের সমস্ত নির্বাচনি তথ্য রয়েছে। তা তুলে নিয়ে বিজেপির প্রার্থীকে দেবেন তদন্তকারীরা। জমি প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় এক ব্যবসায়ীর খোঁজ পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তিনি একাধিক জমি অবৈধভাবে দখলে রেখেছিলেন। তারপর পুরসভা থেকে নথি তৈরি করে বিক্রি করতেন অন্যদের কাছে। তদন্তকারীদের দাবি, এই নথি তৈরিতে মেয়র পারিষদ হিসেবে ব্যবসায়ীকে সহায়তা করেছিলেন দেবাশিস।

কালীঘাট ট্রাম ডিপোর পিছনে গ্রিক চার্চ রো-র পাশে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা কুমার সাহার বাড়িতেও তল্লাশি চলে। দুপুর ২টো নাগাদ তাঁর অফিস থেকে দুই অফিসার ব্যাগ সহ বেরিয়ে যান। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়ির সামনেও বিক্ষোভ দেখান। মার্লিন গ্রুপের প্রতারণার মামলায় কলকাতার ৬ জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ইডি।

১৫ ঘণ্টারও পর রাত ৮টা ১০ মিনিট নাগাদ দেবাশিসের বাড়ি থেকে বেরোন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। তাঁর বাড়ির বাইরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকেন কর্মী-সমর্থকরা। পরে দেবাশিস বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ, তা প্রমাণ সহ সামনে আনলে আমি নির্দিষ্ট উত্তর দেব। কোন উদ্দেশ্যে এই অভিযান তা জনগণের বুঝতে বাকি নেই।'

সন্ধে ৬টার পর তদন্তকারীদের একটি দল হাতে ব্যাগ ও সুটকেস নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। জানা গিয়েছে, ওই ব্যাগে প্রিন্টিং মেশিন ছিল। তবে সুটকেসে কী ছিল, জানা যায়নি।

বিদ্বেষ মোছা যাবে না

প্রথম পাতার পর

তার প্রভাব এমনই যে, বাংলায় প্রচুর মানুষ ঘৃণা বুকে বাঁচতে চাইছেন। নির্বাচন শেষে কেউ হয়তো জিতবে। কেউ সরকার গঠন করবে। কিন্তু ভোটের আড়ালে ছড়িয়ে পড়া ঘৃণাকে নিরস্ত করার সামর্থ্য কারও থাকবে না। সরকারের শক্তি পুলিশ, আইন। কিন্তু মানুষের মনের ঘৃণাকে কোনও ফৌজদারি দণ্ডবিধি দিয়ে আটকানো অসম্ভব যে। সদিচ্ছা থাকলেও।

আটের দশকে গোর্খাল্যান্ড ও নয়ের দশকে কামতাপুর আন্দোলন ভাঙতে বলপ্রয়োগ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। পাহাড় সেই যে বামেদের থেকে মুখ ফিরিয়েছে তখন, আর ঘুরে তাকায়নি। পাহাড়কে পুরোপুরি স্থিতিশীলও করা যায়নি। বরং পাহাড়-সমতলের দ্বন্দ্ব থেকে গিয়েছে। স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের টোপ ঝুলিয়ে বিজেপি কার্যত সেই দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে পাহাড়ের ভোট আদায় করেছে। এবারও যার ব্যতিক্রম নয়।

গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন কোনওদিন পূরণ হবে কি না পরের কথা, কিন্তু সমতলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উৎসাহিত হচ্ছে। ক'দিন আগে কালচিনি, মাদারিহাট, বীরপাড়া, মাল, নাগরাকাটা, মেটেলি ইত্যাদি এলাকায় দেখে এসেছি আদিবাসী ও নেপালি দ্বন্দ্ব। মাদারিহাটে প্রার্থী নেপালি বলে একের পর এক চা বাগানে বিজেপি সমর্থক আদিবাসীরা বেঁকে বসেছেন। হান্টাপাড়া, তুলসীপাড়া, ধুমচিপাড়া ইত্যাদি বাগানে প্রচার চলছে, নেপালি বিধায়ক হলে আদিবাসীরা কোণঠাসা হবেন। এই ভেদাভেদ মেটানো কার সাধ্য বলুন।

ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন বহু মুসলিম। বিভিন্ন জেলায়। তাদের একাংশের ক্ষোভ, অসন্তোষ থেকে ঘৃণা ভাসছে বাতাসে। ভোটার তালিকা থেকে বাতিলরা নির্বাচনের দিন পথ অবরোধ বা বিক্ষোভে শামিল হতে পারেন বলে শুনে এলাম। তাতেও বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরির আশঙ্কা প্রবল। পুলিশ বা আধাসেনা সেই বিক্ষোভ বা অবরোধের মোকাবিলা করবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঘৃণা নিরসনের সাধ্য কারও হবে না।

বরং রাষ্ট্র নিপীড়নকে অস্ত্র করলে ঘৃণা আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে। যার উদাহরণ অতীতের কামতাপুর ও গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন। ওই দুই আন্দোলনকে বামফ্রন্ট সরকার দমনপীড়নে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল। কিন্তু কামতাপুরি ও গোর্খা জনগোষ্ঠীর মন থেকে অসন্তোষের আগুন নেভানো যায়নি। চলতি শতকের প্রথম দশকে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনকেও দমনের চেষ্টা হয়। তাতে সংগঠন ছত্রভঙ্গ হলেও সরকারের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল।

নেতাদের কিছু পদ ও সুযোগ দিয়ে কাছে টানতে তৃণমূল সরকারের চেষ্টা ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছে। বরং অবিশ্বাসের ক্ষত খুঁচিয়ে রাজবংশী ভোটে হানা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ভাবনা। গাছের বীজ একবার পোঁতা হলে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সন্দেহের বীজও তাই। গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের এখন নানা গোষ্ঠী। বিজেপি সাংসদ নগেন রায়ের গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ একজন তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন শীতলকুচিতে। অন্যদিকে, সিতাই ও নাটাবাড়িতে বিজেপির টিকিটে প্রার্থী হয়েছেন বংশীবদন বর্মনের দুই অনুগামী।

এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে এমন বিবাদ যে, তারা পরস্পরকে ভোট দিতে নারাজ। ভিন্ন ভিন্ন দল বা জনগোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন, তেমনই আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঘৃণার ব্যাপকতা কম নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক ইন্ধনে একই গোষ্ঠীর মধ্যে আবার নানা ভাগ, যা বিদ্বেষকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থ এই ধরনের বিদ্বেষকে উৎসাহিত করছে। বিধানসভা ভোটে মানুষের মন বুঝতে বেরিয়েছিলাম কয়েকদিন। ফিরে এসেছি ঘৃণার নানা চেহারা দেখে। শিউরেও উঠেছি।

সিপিএম একসময় একধরনের পার্টি সমাজ তৈরি করেছিল। শহরে, গ্রামে, পাড়ায়, চা বাগানে। সেই সমাজের প্রভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হত। স্থানীয় বিবাদ, গণ্ডগোল ইত্যাদিতে যেমন সেই সমাজের কথা ছিল চূড়ান্ত, তেমনই ওই পার্টি সোসাইটি সামাজিক ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাতে সম্প্রীতির অন্তত একটি প্রকাশ্য বাতাবরণ থাকত। যাকে নষ্ট করার সাহস পেত না কেউ সহজে।

নীরবে গত কয়েক বছরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ আরেক ধরনের সোসাইটি তৈরি করে ফেলেছে। কোথাও সোজাসুজি শাখার মাধ্যমে, কোথাও স্বনির্ভরতার নানা কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, এমনকি কোথাও পুজোপাঠ বা কীর্তনের আড়ালে। সেই কর্মযজ্ঞগুলির উদ্দেশ্য সবই একমুখী। তাতে বহুত্ববাদের বার্তা নেই। সহাবস্থানের প্রসঙ্গ নেই। বরং হিন্দুত্বের একছাতার তলায় সেইসব কর্মসূচি একধরনের বিভেদ তৈরি করছে সমাজে।

নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ঘৃণার বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম ঠেকানোর কোনও মন্ত্র কারও জানা আছে বলে মনে হচ্ছে না। ভোটে অশান্তি হতে পারে। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসও হতে পারে। সেসব একসময় ফিকে হয়ে যায়। কিন্তু বিদ্বেষের ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকলে সহাবস্থান নয়, সংঘাত হবে চিরস্থায়ী। পাঁচদিন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে সেই ভয় নিয়ে ফিরে এসেছি। সুস্থ চেতনাই পারে এই ভয় দূর করতে। সেই চেতনার আশায় কতদিন থাকতে হবে, কে জানে!

রবিকে হঠাৎ দলনেত্রীর গুরুত্বে চর্চা

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : টিকিট না পেয়ে গোসা করে ঘরে বসে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভোট বৈতরণি পার হতে সেই 'পুরোনো চাল' রবি ঘোষেই ভরসা রাখতে হল তৃণমূল নেত্রীকে। শুক্রবার কোচবিহারের রাজনীতির অলিন্দে যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সৌজন্যে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হোটেলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে সওয়ার হয়ে সভামঞ্চে হাজির হন রবি। আর দিনভর রবির 'গুরুত্ব' দেখে কার্যত চক্ষু চড়কগাছ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। তবে মমতার এই 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' দাওয়াইয়ে রবির অভিমানী মনের বরফ কতটা গলল তা নিয়ে ধন্দ কিন্তু কাটল না।

এদিন সকালে বিশ্বসিংহ রোডের হোটেলে রবিকে ডেকে পাঠান মমতা। প্রায় ৪৫ মিনিট চলে একান্ত আলাপচারিতা। এরপর সবাইকে চমকে দিয়ে নিজের গাড়িতে রবিকে তুলে রাসমেলা মাঠের জনসভায় পৌঁছান নেত্রী। মঞ্চে রবিকে পাশে বসিয়ে মমতা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমার পুরোনো দিনের সহকর্মী। এখনও দায়িত্বেই আছেন।' এমনকি রবির হাতে মাইক তুলে দিয়ে ভাষণ দেওয়ার সুযোগও করে দেন তিনি। যে নেতাকে কিছুদিন আগে পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হয়েছিল, যাঁকে টিকিট না দিয়ে কার্যত ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল, আচমকা তাঁকে এত গুরুত্ব দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

প্রচার নিয়ে রবির গলায় সেই হেঁয়ালির সুর। রবি বলেন, 'দিদির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।' কিন্তু প্রচারে নামবেন কি না, তা নিয়ে তাঁর উত্তর, 'প্রচারে নামলে তো দেখতেই পাবেন।'

১২টি সাঁকো এড়িয়ে প্রচারে

তিনের পাতার পর

তবে উত্তর প্রান্তে রয়েছে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, আদিবাসীপাড়া, কানাঘাইয়ের মতো গ্রাম। বাসিন্দাদের রোজ নানা কাজে পলাশবাড়ি আসতেই হয়। কিন্তু পথে অন্তরায় সাঁকো। বেশ কয়েকজন মহিলা হেঁটে সাঁকো পার হচ্ছিলেন। কেউ যাবেন ব্যাংকে। কেউ যাবেন সন্তানকে স্কুল থেকে আনতে। অনীতা বর্মনের কথায়, 'এখন তো তবু হেঁটে যেতে পারছি। বর্ষায় সাঁকো ভেঙে যায়। তখন ৫০০ মিটার দূরের পলাশবাড়ি যেতে হয় তিন কিমি ঘুরে।'

বালাসুন্দর গ্রামেও বুড়িতোর্ষা নদীর উপর রয়েছে সাঁকো। পাশেই বাড়ি নারায়ণ ওরাওঁয়ের। তাঁর কথায়, 'সেতুর জন্য কত আবেদন জমা দিলাম। কাজ হল না। আর এখন তো নতুন সাঁকোও তৈরি হবে না বলে গ্রাম পঞ্চায়েত জানিয়েছে।'

এছাড়া যোগেন্দ্রনগর, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, মেজবিল মৌজার আরও নানা জায়গায় রয়েছে নয়টি সাঁকো। বেশিরভাগ সাঁকোই নড়বড়ে। কারণ, এই সাঁকোগুলির মেয়াদ এক বছর। বর্ষাকালে বেশিরভাগ সাঁকো ভেঙে যায়। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মনের কথায়, 'সীমিত ফান্ড দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে পাকা সেতু তো তৈরি করা সম্ভব নয়। আর গত অর্থবর্ষে অ্যাকশন প্ল্যানে ১২টি নতুন সাঁকোর প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নতুন সাঁকোর জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়নি। তবে কোনও সাঁকো খুব খারাপ হলে ভোটের পর আমরা কিছুটা সংস্কার করে দেব।'

এবার তৃণমূলের প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায় ও বিজেপির প্রার্থী দীপক বর্মন বেশ ক'বার পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে ভোটের প্রচার সেরেছেন। তাঁরা আসছেন চার চাকার গাড়িতে। সঙ্গে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কনভয়। তাই সাঁকোর রাস্তায় প্রচারের গাড়ি ঢুকছে না। সুভাষের কথায়, 'পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। বিধায়ক, সাংসদও বিজেপির। সাঁকোর জায়গায় পাকা সেতু না হওয়ার দায় বিজেপিরই।' দীপক বলছেন, 'এরকম সেতু তৈরি পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের কাজ। সেগুলি তো তৃণমূলেরই দখলে। কাজেই মানুষ সব বোঝেন।'

শাসকের গড়ে 'হাত'ছানি

প্রথম পাতার পর

পারিবারিক ইতিহাস ফরওয়ার্ড ব্লকের। কিন্তু ভিক্টর এখন 'হাত' ধরেছেন। দল তাঁকে চাকুলিয়া আসনে প্রার্থীও করেছে। কিন্তু শুরুতেই জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তর সঙ্গে বিবাদে নিজের জয়ের পথ কঠিন করে তুলছেন প্রাক্তন বিধায়ক। মিটিং, মিছিলে লোকজন থাকছে ঠিকই, কিন্তু চোরাগোপ্তা ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে ভিক্টর শিবিরকে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা হলেও চাকুলিয়া আপাত শান্ত। ধর্মীয় ভেদাভেদ যে এখানে অনেকটাই ফিকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন ফুটপাথের সবজি ব্যবসায়ী উমেশ দাস। বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই, গলায় কণ্ঠীর মালা। কিন্তু কণ্ঠ স্পষ্ট, 'আমরা এহানে ভালো আছি। কুনো বিবাদ নাই। যে্যে জেতার, সে জ্যিতবোই।'

বামেরা কি তাহলে ফিরছে? আরে বাংলার ক্ষমতায় ফেরার কথা বলছি না, করণদিঘির কথা বলছি। হ্যাঁ, করণদিঘিতে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটা যে কাউকে করা যেতেই পারে। শেষ দুই টার্ম তৃণমূলের দখলে থাকা করণদিঘিতে এবার বামেরা অনেকটাই শক্তপোক্ত। করণদিঘি বাজারে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল এক লটারি বিক্রেতার সঙ্গে। বলছেন, 'ভোট এইবার টাকার জোরে।' হাল ফেরাতে লালের দায়িত্ব এবার হাজি সাহাবুদ্দিনের ঘাড়ে। পেশায় ব্যবসায়ী সাহাবুদ্দিনের পকেটের জোর মারাত্মক। নইলে কি আর এই বাজারেও কয়েকশো গাড়ি আর লোক নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করা যায়! উলটোদিকে তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক গৌতম পাল এবারেও লড়ছেন ঘাসফুল প্রতীকে। করণদিঘির অলিগলি দুজনের পোস্টার, ব্যানারে ছয়লাপ। 'লাবটা কী! শ্যাষ হাসি হাইসবেন আমাগো উকিলবাবুই'- চায়ের দোকানে ভোটের অঙ্ক বোঝানোর চেষ্টা করলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এখানে পদ্মের প্রার্থী পেশায় উকিল বিরাজ বিশ্বাস। আরএসএস-এর একেবারে ঘরের ছেলে। বিজেপি তো বটেই, ধর্মীয় সংগঠনগুলিও বিরাজের হয়ে ময়দানে নেমেছে জোর। গতবার এই আসনে গৌতম পাল জিতেছিলেন ৩৬,৬২৯ ভোটে। দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিজেপি। হাজি সাহাবুদ্দিন এবার ভালোই ভোট টানবেন। ফলে ভোট কাটাকাটির অঙ্কে শেষ হাসি হাসতে পারেন বিরাজ। কিন্তু অঙ্ক একটু এদিক-ওদিক হলেই...

রায়গঞ্জ শহরে ঢোকার মুখে হাইওয়ের ধারে জনা তিনেক লোক দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়ে চলা টোটোয় সজোরে বাজছে তৃণমূলের থিম সং। গোটা টোটোটা কৃষ্ণ কল্যাণী আর মমতার মুখে ভরা। পাশ থেকে একজন বললেন, 'খরচাও করছে এবার। ভোটে জিতলে সব উশুল করে নেবে।' একই কথা কানে বাজল শহরের বুকেও। 'প্রথমে বিজেপি, তারপর তৃণমূল। মানুষের জন্য করেছেনটা কী!', যন্ত্রণা আর ক্ষোভ ধাক্কা খায় কুলিকের পাড়ে। রায়গঞ্জ থেকে এবার লড়ছেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত। এ শহরবাসী তাঁকে চেনেন, 'ভালোমানুষ' হিসেবেই। একুশের বিধানসভা নির্বাচন ও চব্বিশের উপনির্বাচনেও তিনি লড়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পালে হাওয়া তুলতে পারেননি রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক। এবারও খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারবেন বলে মনে করছেন না কেউই। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণের পথে কাঁটা ছড়াবেন।

উত্তর দিনাজপুর এমন একটি জেলা, যেখানে দুজন রাজ্যের মন্ত্রী। এক, গোলাম রব্বানি। দুই, সত্যজিৎ বর্মন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হলেও গোটা বাংলা অবশ্য সত্যজিৎকে চেনেই না। তবে নিজের এলাকায় 'রাজা' সত্যজিৎই। হেমতাবাদ বাসস্ট্যান্ডের কাছে ঢুকে পড়া গেল এক চায়ের আড্ডায়। মুলিবাঁশের বেড়া দেওয়া ভাঙাচোরা দোকানের বেঞ্চিতে গা এলিয়ে বসে কয়েকজন। প্রত্যেকেরই পরনে লুঙ্গি। মন্ত্রী কাজ করেছেন স্বীকার করলেও ভোট কংগ্রেসকেই দেবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন একজন। পাশে বসা একজন আবার পালটা বলছেন, 'আরে এহান থাকিত লাইগব তো নাহি! ভোটখান তৃণমূলেই দ্যিস'। কংগ্রেস এবার এখানে প্রার্থী করেছে অনামিকা রায়কে। পরিচিতিও রয়েছে বেশ। অনামিকা সবরকম চেষ্টা করে যাচ্ছেন মুসলিম ভোট নিজের ঘরে আনার। খানিকটা সফল হলে সত্যজিতের চাপ বাড়বে। তবে হিন্দুত্বে ভর করে বিজেপিও এবার অনেকটাই শক্তিশালী। মন্ত্রীর ভোটে ভাগ বসাতে পারলে বিজেপির হরিপদ বর্মনও জোর টক্কর দিতে পারেন।

তাবিজ-কবচ, মাদুলি ইত্যাদি নিয়ে পথের পাশে পসার সাজিয়েছেন লাল শালু গায়ে এক সাধু। কালিয়াগঞ্জ শহরের একেবারে মধ্যিখানে। 'কী বুঝিলেন?' পালটা প্রশ্ন করলেন এক পরিচিত ভদ্রলোক। হা হা হা। অট্টহাসিতে ফেটে তাঁর কৌতুক, 'আমাদের ভবিষ্যৎ তো সব এবার সাধুকেই সঁপে দিচ্ছি।' হাসি থামে তাঁর। ভদ্রলোক বেশ রসিক। কিন্তু তাঁর এই অট্টহাসির আড়ালে রয়েছে চরম বিদ্রুপ।

উৎপল মহারাজ। সামাজিক কাজকর্মের খাতিরে লোকে তাঁকে মহারাজ বলেই চেনেন। এবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন পদ্মের প্রতীকে। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির স্মৃতির কালিয়াগঞ্জ 'হাত' ছেড়েছে আগেই। একুশে এখানে পদ্ম ফুটিয়েছিলেন ফালাকাটার ছেলে সৌমেন রায়। জিতেছিলেন ৫.১৭ শতাংশের বেশি ভোট-ব্যবধানে। এবার মহারাজকে সামনে রেখে জয়ের ব্যবধান আরও বাড়াতে চাইছে বিজেপি। শহর ও গ্রামজুড়ে তৃণমূল প্রার্থী নিতাই বৈশ্যর পোস্টার, ব্যানার ছেয়ে গেলেও চুপিসারে হিন্দু ভোট এককাট্টা হচ্ছে গেরুয়া শিবিরে।

ইটাহারে পা রাখতেই মালুম হয়, এখানকার সমীকরণ ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে। আপাতত তৃণমূল, বিজেপি আর কংগ্রেসের ত্রিমুখী লড়াই মনে হলেও, নাগরিকত্ব ইস্যুতে বহু মুসলিম ভোটারের নাম বাদ পড়ায় শাসকদল শুরুতেই খানিকটা বেকায়দায়। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী অমল আচার্য। দু'বারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূলের একসময়ের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ জেলা সভাপতির নিজস্ব অনুগামী বলয় এবার ঘাসফুল ছেড়ে তাঁরই 'হাত' ধরেছে। এই ভোট কাটাকাটির সুযোগে হিন্দু ভোট এককাট্টা করে পদ্মের সবিতা বর্মন হয়তো বাজিমাতের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু সেখানেও জল ঢেলেছেন সেই অমলই! ধারে ও ভারে সবিতার চেয়ে এই বর্ষীয়ান নেতাকেই বেশি নম্বর দিচ্ছেন বহু হিন্দু ভোটার। ফলে শেষবেলার লড়াইটা মূলত আটকে যাচ্ছে হেভিওয়েট অমল আর তৃণমূলের মোশারফ হোসেনের মধ্যেই। মোশারফ আপাতভাবে এগিয়ে থাকলেও, অমল দুই শিবিরের ভোটেই বড়সড়ো থাবা বসালে ইটাহারের মাটিতে শেষ হাসি কংগ্রেসই হাসতে পারে।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ সবুজ, রাজনীতির আধিপত্যের নীল-সাদা, হিন্দুত্বের গাঢ় গেরুয়া, আর প্রতিবাদের লালে মিশে থাকা উত্তর দিনাজপুরের মাটি এবার এক রুদ্ধশ্বাস পরিণতির অপেক্ষায় দিন গুনছে। এ যেন এক নিখুঁত চিত্রনাট্য, যার শেষ দৃশ্যের ক্লাইম্যাক্স লেখা হবে ইভিএমের বোতামে।

হাতেগোনা পড়ুয়া নিয়ে চলছে ক্লাস। (ডানে) স্কুল চত্বরে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে। শহরের এক প্রাথমিক স্কুলে ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

শিক্ষকরা ব্যস্ত প্রশিক্ষণে, অভিভাবকরা ভোটের প্রচারে

প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়ার উপস্থিতি কম

উত্তরের ভোট-আয়না

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : সবে বুথ তৈরি শুরু হয়েছে স্কুলে। কোথাও আবার ভোটারদের জন্য ত্রিপলের ছাউনি তৈরি হচ্ছে। তাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পড়ুয়া উপস্থিতি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার শহর সহ জেলার বেশিরভাগ স্কুলে হাতেগোনা পড়ুয়া নিয়েই ক্লাস চলে। আসলে অধিকাংশ শিক্ষক ভোটের প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকায় অনেকসময়ই আগে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে কিছুক্ষণের জন্য স্কুলে পাঠাতে রাজি নয় অভিভাবকরা। আবার কয়েকজন অভিভাবকই ভোটের প্রচারের কাজে ব্যস্ত। ফলে সন্তানদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া তাঁদের পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যেমন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন, 'ভোটের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে আমার মেয়েকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারছি না।'

এতেই পড়ুয়া সংখ্যা কমছে স্কুলগুলোতে। বিষয়টি মেনে নিয়েছেন সূর্যনগর আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভোটের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এছাড়া বিদ্যালয়ে বুথ তৈরির কাজ চলছে। স্বাভাবিকভাবে ভোটের মুখে বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমছে।'

হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি ভোটের। অধিকাংশ হাইস্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২১ এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা শুরু করবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকেই প্রশিক্ষণ সহ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ব্যস্ত। এতে এক-দুজন শিক্ষক স্কুল খুলে নিয়মরক্ষা করলেও সব শ্রেণিতে পঠনপাঠন চালাতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছে। ফলে নীচু শ্রেণির পড়ুয়াদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই একাংশকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। শুক্রবার স্বামীজি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও দুজন শিক্ষক ভোটের প্রশিক্ষণে গিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষিকা একটি ক্লাস সামলেছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা না থাকায় বাকি ক্লাসের পড়ুয়াদের আগেই ছুটি দিয়ে দেন বলে জানান। এই দৃশ্যই বর্তমানে বেশিরভাগ স্কুলে দেখা যাচ্ছে।

- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনেকেই প্রশিক্ষণ সহ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে ব্যস্ত
- এতে এক-দুজন শিক্ষক স্কুল খুলে নিয়মরক্ষা করলেও সব শ্রেণিতে পঠনপাঠন চালাতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছে
- বিদ্যালয়ে বুথ তৈরি শুরু হওয়ায় অভিভাবকরাও পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইছেন না

> **বেশিরভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভোটের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বিদ্যালয়ে বুথ তৈরির কাজ চলছে। স্বাভাবিকভাবে ভোটের মুখে বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের উপস্থিতি কমছে।**
>
> **মধুমিতা মণ্ডল**
> প্রধান শিক্ষিকা

এছাড়া, বিদ্যালয়ে প্যান্ডেলের কাজ শুরু হওয়ার ফলে অভিভাবকরাও পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইছেন না।

কৌশিক সরকার নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'বিদ্যালয়ে বুথ তৈরির জন্য কাজ চলছে। এক-দুজন শিক্ষকের পক্ষে বিদ্যালয়েও সব ক্লাসে পঠনপাঠন চালানো সম্ভব নয়। তাই আমার ছেলেকে আর স্কুলে পাঠানো হয়নি।'

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা প্রায় শেষ। তবে কিছু বিদ্যালয়ে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষার খাতা দেখা সহ অন্যান্য কাজ হচ্ছে। সেখানে অবশ্য পড়ুয়াদের উপস্থিতি পর্যাপ্ত রয়েছে।

এ ব্যাপারে ডিপিএসসি-র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও পঠনপাঠন চালু রয়েছে। কোনও বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কথা নয়। পড়ুয়াদের তো স্কুলে যাওয়ার কথা। কেন যাচ্ছে না বুঝতে পারছি না।'

সিসিইউ-তে এক গাউনে অনেকে

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে গাফিলতির অভিযোগ

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : দরজার ওপারে জীবন-মৃত্যুর টানটান লড়াই। আর এপারে সংক্রমণ ঠেকানোর নামে এক অদ্ভুত প্রহসন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সিসিইউ-এর দরজার সামনে দাঁড়ালেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেই বিপজ্জনক ফাঁক- যেখানে নিয়ম আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই।

ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ডার্ডস-এর নিধারিত গাইডলাইন অনুযায়ী, সিসিইউ বা আইসিইউ-এর মতো স্পর্শকাতর ইউনিটে প্রবেশের আগে একাধিক স্তরের সুরক্ষা বাধ্যতামূলক। মাস্ক, হ্যান্ড হাইজিন, হেড-ক্যাপ, প্রয়োজনে শু-কভার, সবই সংক্রমণ রোধের প্রাথমিক শর্ত। অনেক ক্ষেত্রেই এই সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহের দায়িত্ব থাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু বাস্তবে এখানে সেই দায় যেন ঠেলে দেওয়া হয়েছে ভাগ্যের উপর।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সিসিইউ-এর বাইরে হ্যাংগারে ঝুলছে কয়েকটি গাউন। রোগীর আত্মীয়রা দরজার বাইরে জুতো খুলে, সেই 'সুরক্ষা কবচ' গায়ে চাপিয়ে ঢুকে পড়ছেন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে। নেই মাস্ক, নেই গ্লাভস, নেই হেড-ক্যাপ। ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধিকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রতিদিনই চলছে এই প্রথা।

রোগীর পরিবারের অভিযোগ, একটি গাউন দিনে অন্তত ১০ থেকে ১৫ জন ব্যবহার করছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একের পর এক মানুষ একই গাউন পরে সিসিইউ-তে ঢুকছেন, আবার বেরিয়ে সেটি হ্যাংগারে ঝুলিয়ে রেখে যাচ্ছেন। গাউনগুলোর অবস্থা এমন যে, হাতার অংশ থেকে কনুই পর্যন্ত কালচে দাগ, ময়লা জমে কাপড় শক্ত হয়ে রয়েছে।

অভিযোগ, দিনে একবার মাত্র সেগুলি বদলানো হয়। ফলে এক রোগীর শরীরের জীবাণু অনায়াসেই পৌঁছে যেতে পারে অন্য রোগীর শরীরে। সংক্রমণ রোধের বদলে এই ব্যবস্থাই হয়ে উঠছে সংক্রমণের সম্ভাব্য বাহক।

বীরপাড়ার বাসিন্দা দীপক সাহা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'গাউন পরে ঢোকার নিয়ম আছে ঠিকই। কিন্তু সারাদিনে এত মানুষ একই গাউন ব্যবহার করছে যে, সেটা পরে ভেতরে যেতে ভয় লাগে। এভাবে কি সত্যিই সংক্রমণ আটকানো সম্ভব?'

আরেক রোগীর আত্মীয়, শহরের বাসিন্দা সুখেন্দু রায় বলেন, 'আমাদের খালি পায়েই ভেতরে যেতে হয়। যদিও দিনে একবার করে গাউনগুলো পালটে দেওয়া হয়, কিন্তু তাতেও নিরাপত্তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।'

শহরের বাসিন্দা তানিয়া রায়ের অভিজ্ঞতা আরও হতাশাজনক।

'শুধু গাউন দিয়ে কিছু হয় না। ডাক্তাররা গ্লাভস ও মাস্ক পরে ঢোকেন, কিন্তু আমাদের জন্য সেই ন্যূনতম সুরক্ষাটুকুও নেই', বললেন তিনি।

সিসিইউ এমন একটি জায়গা, যেখানে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিটি ধাপ কঠোরভাবে মানা জরুরি। সেখানে যদি প্রাথমিক সুরক্ষাই নিশ্চিত না হয়, তাহলে রোগীর নিরাপত্তা কোথায় দাঁড়ায়, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

হাসপাতাল সূত্রে দাবি, আত্মীয়দের জন্য আপাতত গাউন রাখাই নিয়ম।

সিসিইউ-এর বাইরে হ্যাংগারে ঝুলছে কয়েকটি গাউন।

- জেলা হাসপাতালের সিসিইউ-এর বাইরে হ্যাংগারে ঝুলছে কয়েকটি গাউন
- একটি গাউন দিনে অন্তত ১০ থেকে ১৫ জন ব্যবহার করছেন
- গাউনগুলোর হাতার অংশ থেকে কনুই পর্যন্ত কালচে দাগ, ময়লা জমে কাপড় শক্ত হয়ে রয়েছে
- মাস্ক, হ্যান্ড হাইজিন, হেড-ক্যাপ তো নেইই

যদিও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক চিকিৎসকের কথায়, 'গাউন একা কখনও সংক্রমণ আটকাতে পারে না। মাস্ক, গ্লাভস, হেড-ক্যাপ-সবই জরুরি। এগুলো না থাকলে রোগী যেমন ঝুঁকিতে, তেমনই আত্মীয়রাও।'

এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এয়ারবর্ন সংক্রমণ ছাড়া জামাকাপড়ের মাধ্যমে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। তাঁর মতে, সীমিত পরিসরে আত্মীয়দের যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটি গাউন একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে বড় ঝুঁকি নেই।

তিনি বলেন, 'গ্লাভস ও মাস্ক মূলত চিকিৎসকদের জন্য প্রয়োজন, কারণ তাঁরাই সরাসরি রোগীর সংস্পর্শে আসেন, আত্মীয়দের ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক নয়।'

সৃজিতার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত টেকনো

নিউজ ব্যুরো

১৭ এপ্রিল : সিবিএসই-র দশম শ্রেণির পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রী সৃজিতা সাহার অসামান্য ফলাফলে গর্বিত ফালাকাটার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল। ২০১৭ সালে সৃজিতা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। তার একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খলতা অন্য পড়ুয়াদের অনুপ্রেরণা জোগানোর মতোই। ৫০০-র মধ্যে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৯। ৯৯.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা প্রশংসনীয়। স্কুলের প্রিন্সিপাল নিলয় মণ্ডল সৃজিতার এই ব্যতিক্রমী

ফলাফলের প্রশংসা করে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অনিন্দিতা বসাকও ছাত্রীর ফলাফলে উচ্ছ্বসিত। সৃজিতার এই ফলাফল ফালাকাটার টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের যত্নশীল পরিবেশ ও শিক্ষাগত উৎকর্ষের উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি করল। সমগ্র টেকনো পরিবার তার সাফল্যে গর্ব অনুভব করে শুভকামনা জানিয়েছে।

দুই ফুলকে তুলোধোনা

বীরপাড়া, ১৭ এপ্রিল : মাদারিহাট বিধানসভায় প্রার্থী জয়প্রফুল লাকড়ার সমর্থনে বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে শুক্রবার সন্ধ্যায় পথসভা করে কংগ্রেস। সেখানে মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী সুনন্দা দে দাস, জেলা সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান মুস্তাফা রহমান, কংগ্রেসের মাদারিহাট-বীরপাড়া ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি ছোটেলাল লোহাররা বিজেপি এবং তৃণমূলকে এক তিরে বিঁধে বক্তব্য রাখেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয়কুমার চৌধুরী বলেন, 'বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবার বন্ধ করা এবং আরওবি তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটের বৈতরণি পেরোচ্ছে তৃণমূল এবং বিজেপি। অথচ মানুষের স্বার্থে ওই দুটি সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করছে না রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার।'

জংশন এলাকায় সিপিএমের রোড শো। শুক্রবার।

রোড শো-তে সুজন, সৃজন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : ৫৫ বছর পর সিপিএম আলিপুরদুয়ার বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এত বছর পর এই আসনে লড়াই করার সুযোগ পাওয়ার পর দল জোরদার প্রচার শুরু করেছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রার্থীর সমর্থনে কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ার শহরে রোড শো করে গিয়েছেন। এবারে প্রবীণ সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী শুক্রবার জেলা সদরে দুটো রোড শো করলেন। আরেক সিপিএম নেতা সুজন ভট্টাচার্য একটি প্রচারে ছিলেন। দুই রোড শো থেকেই দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপিকে কটাক্ষ করা হয়।

বিরোধী দুই দলকে কটাক্ষ করে সুজন বলেন, 'আলিপুরদুয়ারে খুবই বিচিত্র লড়াই। গতবার বিজেপির টিকিটে যে তৃণমূলকে হারিয়েছিল সে এবার তৃণমূলের টিকিটে বিজেপিকে হারাতে চায়। মানুষ এইরকম রাজনীতি পছন্দ করে না।' এদিনের প্রচার নিয়ে জিজ্ঞেস করলে সুজন আবার বলেন, 'প্রচারে ভালো সাড়া পাচ্ছি। আশা করছি এই আসনের বামেদের প্রার্থী শ্যামল রায় ভালো ফল করবেন।' শুক্রবার সকালে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন নর্থ পয়েন্ট থেকে একটি রোড শো হয়। অসম রেলগেটের রেলের ওভারব্রিজের কাছে এসে সেটি শেষ হয়। সেখানে সুজন ও সৃজন দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। গাড়িতে প্রার্থীকে নিয়ে দুই নেতা প্রচার করেন। এদিনের রোড শো-তে সিপিএমের কর্মী-সমর্থকদের বেশ ভালো ভিড় ছিল। কয়েকটি ট্যাবলোও দেখা গিয়েছে। প্রয়াত সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলের স্মরণে একটি ট্যাবলো তৈরি করা হয়েছিল। অন্যদিকে, শহরের কোর্ট মোড় থেকে আলিপুরদুয়ার চৌপথি পর্যন্ত সন্ধ্যায় আবার আরেকটি রোড শো হয়। রাস্তার দু'পাশে জড়ো বাসিন্দাদের সঙ্গে সিপিএম প্রার্থী শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

> **গতবার বিজেপির টিকিটে যে তৃণমূলকে হারিয়েছিল সে এবার তৃণমূলের টিকিটে বিজেপিকে হারাতে চায়। মানুষ এইরকম রাজনীতি পছন্দ করে না।**
>
> **সুজন চক্রবর্তী**
> প্রবীণ সিপিএম নেতা

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

শুক্রবার বিকেল ৫টা অবধি

- **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ১
  - বি পজিটিভ - ২
  - ও পজিটিভ - ০
  - এবি পজিটিভ - ১
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি নেগেটিভ - ২
  - ও নেগেটিভ - ১
  - এবি নেগেটিভ - ১
- **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**
  - এ পজিটিভ - ০
  - বি পজিটিভ - ২
  - ও পজিটিভ - ৭
  - এবি পজিটিভ - ০
  - এ নেগেটিভ - ০
  - বি নেগেটিভ - ০
  - ও নেগেটিভ - ০

খোয়া যাওয়া ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার পুলিশের

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : সেনা আধিকারিক পরিচয়ে বাঁশ কেনার ভুয়ো মেসেজ পাঠিয়ে এক ব্যবসায়ীর ৯০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন প্রতারক। শুক্রবার সেই টাকা উদ্ধার করে ওই ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দিল আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন শিবশংকর শা নামে আলিপুরদুয়ারের এক ব্যবসায়ী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবশংকরকে এক ব্যক্তি সেনাকর্মী পরিচয়ে প্যান্ডেলের জন্য বিপুল পরিমাণ বাঁশের অর্ডার দেন। সেই কথামতো হাসিমারা এলাকায় বাঁশবোঝাই ট্রাক নিয়ে হাজির হন তিনি।

সেনা পরিচয়ে প্রতারণা

ওই ব্যক্তি তখন ওই ব্যবসায়ীকে জানান যে তিনি শিবশংকরের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেবেন। কিছুক্ষণ পর ওই ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নব্বই হাজার টাকা ঢোকার একটি মেসেজও আসে।

অল্প সময়ের মধ্যেই বাঁশের অর্ডার বাতিল করে টাকা ফেরত চান ওই ভুয়ো ব্যক্তি। ব্যবসায়ী ভুয়ো সেনাকর্মীর কথা বিশ্বাস করে টাকা ফেরতও দেন। কয়েকদিন পর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করতেই শিবশংকর দেখেন সেসময় মেসেজ এলেও কোনও টাকাই পাঠানো হয়নি তাঁকে। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে ওই দিনই তিনি থানায় অভিযোগ করেছিলেন। তদন্তের পর এদিন সেই টাকা উদ্ধার হয়।

এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার থানার এক পুলিশকর্তা বলেন, 'জনৈক ব্যবসায়ীর কাছে মেসেজ এলেও কোনও টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়নি। তদন্তে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পরই টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়।' এদিকে, প্রতারকের প্রকৃত পরিচয় এখনও জানা যায়নি। বর্তমানে বিভিন্ন সময় প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে টাকা খোয়ানোর ঘটনা সামনে আসে। কিছু ক্ষেত্রে আর টাকা ফেরত পাওয়ার আশাও থাকে না।

রংদার রোদ্দুর

ভোটের হাওয়ায় লাগল নাচন

বৈশাখী হাওয়ায় ভোট-উৎসব বঙ্গে। গমগমে মাইক, উত্তাল মিছিল, জনসমাবেশ, দেওয়াল লিখন, রোড শো, নেতাদের প্রতিশ্রুতি— মহানগর থেকে গ্রাম কিংবা চা বাগান ছবিটা সর্বত্র একই। সঙ্গে জুড়েছে এআই গান-ভিডিও, ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের মতো কর্পোরেট সংস্কৃতি। যদিও ধর্মের নামে হিংসার অবসানে বিদ্বেষমুক্ত সম্প্রীতির সমাজ মানুষের চিরন্তন স্বপ্ন। সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তির ভোরের সন্ধানে জনতা আবারও গণতন্ত্রের জয়গানে শামিল। ভোট দিলেও, লাভ হয় নাকি হয় না এই চিরকালীন প্রশ্নকে সঙ্গী করে।

প্রচ্ছদ কাহিনী উমাদাস ভট্টাচার্য, শৌভিক রায় ও অন্বেষা বসু রায় চৌধুরী
রম্যরচনা সানি সরকার
ছোটগল্প শুভ্র মৈত্র
অণুগল্প সুদীপ্তা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার সরকার
ছড়া ও কবিতা অমিতকুমার সরকার, প্রাণেশ পাল, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়, দীপায়ন ভট্টাচার্য ও পিনাকী সরকার

ফাইব্রয়েড মানেই অপারেশন নয়

আজকাল সচেতনতা বাড়ার ফলে অনেক মহিলাই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা আল্ট্রাসাউন্ড করান। আর এই আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্ট হাতে পেলেই অনেকসময় একটি শব্দ দেখে পিলে চমকে ওঠে 'ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড', যাকে সাধারণত আমরা জরায়ুর টিউমার বলে জানি। রিপোর্ট দেখার পর প্রথম যে প্রশ্নটি মাথায় আসে তা হল, 'এবার কি তাহলে অপারেশন করাতে হবে?' মনের কোণে বাসা বাঁধে ক্যানসারের ভয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, ফাইব্রয়েড মানেই যেমন ক্যানসার নয়, তেমনই ফাইব্রয়েড মানেই অপারেশন বা জরায়ু বাদ দেওয়া নয়। সঠিক সময়ে সঠিক রোগ নির্ণয় এবং ধাপে ধাপে চিকিৎসার মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। লিখেছেন কোচবিহারের পিকে সাহা হাসপাতালের কনসালট্যান্ট অবস্টেট্রিশিয়ান ও গাইনিকলজিস্ট **ডাঃ নীলাব্জ চট্টোপাধ্যায়**

ফাইব্রয়েড কী

সহজ কথায় ফাইব্রয়েড হল জরায়ুর পেশির একধরনের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা 'বিনাইন টিউমার'। এটি ক্যানসার নয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপজ্জনক নয়। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ মহিলার শরীরে জীবনের কোনও না কোনও সময়ে ফাইব্রয়েড তৈরি হয়। তবে স্বস্তির বিষয়, এর সিংহভাগই কোনও উপসর্গ তৈরি করে না এবং জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। জরায়ুর ভেতরের দেওয়ালে, পেশির স্তরে কিংবা বাইরের দিকে - ফাইব্রয়েড যে কোনও অবস্থানেই থাকতে পারে।

ক্যানসারের ভয় কি অমূলক

ফাইব্রয়েড নিয়ে সবচেয়ে বড় ভীতি হল ক্যানসার। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ৯৯ শতাংশের বেশি ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েড থেকে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তবে যদি মেনোপজ বা ঋতুনিবৃত্তির পর হঠাৎ কোনও ফাইব্রয়েড দ্রুত বাড়তে শুরু করে, তাহলে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক। জরায়ুর ফাইব্রয়েড মানেই জীবন শেষ- এমন ধারণা একদম ভুল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি শুধু একটি শারীরিক পরিবর্তন, যা সাধারণ জীবনযাপনে বাধা দেয় না। তাই বলে অবহেলাও করবেন না। আধুনিক চিকিৎসায় এখন জরায়ু বাঁচিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুস্থ হওয়া সম্ভব। মনে রাখবেন ভয় নয়, সঠিক তথ্য এবং চিকিৎসকের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনাই আপনার সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে।

কখন প্রয়োজন চিকিৎসা, কখন নয়

অনেক মহিলা চিকিৎসকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'শরীরে টিউমার নিয়ে থাকা কি ঠিক?' বাস্তব সত্য হল, সব ফাইব্রয়েডের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যদি আপনার আল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টে ফাইব্রয়েড ধরা পড়ে কিন্তু মাসিক চক্র নিয়মিত ও স্বাভাবিক হয়, পেটে অতিরিক্ত ব্যথা বা শারীরিক অস্বস্তি না হয়, শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক থাকে, প্রস্রাবে কোনও সমস্যা বা তলপেটে অতিরিক্ত চাপের অনুভূতি না হয় তাহলে শুধু নির্দিষ্ট সময় অন্তর (সাধারণত বছরে একবার) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফলো-আপ বা আল্ট্রাসাউন্ড করালেই যথেষ্ট।

কখন সতর্ক হবেন

ফাইব্রয়েড থাকলে কিছু বিশেষ লক্ষণের দিকে নজর রাখা জরুরি। নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত– ■ **অতিরিক্ত রক্তপাত :** মাসিকের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রক্তক্ষরণ হওয়া কিংবা মাসিক অনেকদিন ধরে চলা। ■ **রক্তের চাকা :** মাসিকের সময় বড় বড় 'ক্লট' বেরোনো। ■ **রক্তাল্পতা :** অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া, ফলে ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ■ **তীব্র ব্যথা :** ঋতুস্রাবের সময় অসহ্য যন্ত্রণা বা কোমরে-পিঠে টান ধরা ব্যথা। ■ **চাপজনিত সমস্যা :** ফাইব্রয়েড বড় হয়ে গেলে তা মূত্রাশয় বা মলাশয়ের ওপর চাপ দেয়। ফলে ঘনঘন প্রস্রাব বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে। ■ **বন্ধ্যাত্ব :** অনেকসময় ফাইব্রয়েডের অবস্থান এমন জায়গায় হয়, যাতে গর্ভধারণে সমস্যা হতে পারে বা বারবার গর্ভপাত হতে পারে।

অপারেশন ছাড়াই চিকিৎসা সম্ভব কি না

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন অপারেশন ছাড়াও একাধিক কার্যকরী উপায়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যেমন- ■ **ওষুধের প্রয়োগ :** কিছু হরমোনাল ও নন-হরমোনাল ওষুধ দিয়ে অতিরিক্ত রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্যথা কমানো যায়। তাছাড়া এটি ফাইব্রয়েডকে পুরোপুরি নির্মূল না করলেও এর বৃদ্ধি কমিয়ে দেয় এবং উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখে। ■ **মিরেনা :** এটি একটি বিশেষ ধরনের হরমোনাল ডিভাইস (আইইউসিডি), যা জরায়ুর ভেতরে বসিয়ে দেওয়া হয়। ছোট বা মাঝারি মাপের ফাইব্রয়েডের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত কার্যকরী। এটি জরায়ুর আবরণকে পাতলা রাখে, ফলে রক্তপাত ও ব্যথা কমে যায়। ■ **ইউটেরাইন আর্টারি এমবোলাইজেশন (ইউএই) :** এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি যেখানে জরায়ুর রক্তনালিতে ছোট কণা পাঠিয়ে ফাইব্রয়েডে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে টিউমারটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

অপারেশন : যখন বিকল্প নেই

যদি ফাইব্রয়েড অত্যন্ত বড় হয়ে যায় বা ওষুধের মাধ্যমে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে না আসে, তখনই অপারেশনের কথা ভাবা হয়। তবে এখন আর পেট কেটে বড় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে না সবসময়। বরং আধুনিক কিছু পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই ফাইব্রয়েড সরানো সম্ভব - ■ **হিস্টেরোস্কোপি :** যদি ফাইব্রয়েড জরায়ুর গহ্বরের ভেতরে থাকে, তাহলে কোনও কাটাছেঁড়া ছাড়াই যোনিপথ দিয়ে হিস্টেরোস্কপির সাহায্যে সেটি সরানো সম্ভব। রোগী ওইদিনই বাড়ি ফিরতে পারেন। ■ **ল্যাপারোস্কোপি :** পেটে ছোট ছোট ফুটো করে সূক্ষ্ম যন্ত্রের মাধ্যমে ফাইব্রয়েড বের করে আনা হয়। এতে রক্তক্ষরণ কম হয়, দাগ থাকে না বললেই চলে এবং রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। ■ **মায়োমেকটমি :** অনেক ক্ষেত্রে রোগী সন্তান নিতে চাইলে শুধু টিউমারটি বাদ দেওয়া হয় (জরায়ু নয়), একে মায়োমেকটমি বলে। ■ **হিস্টেরেক্টমি :** যদি ফাইব্রয়েড সংখ্যায় অনেক বেশি হয় এবং রোগীর বয়স বা শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্য কোনও উপায় না থাকে, তখনই শুধু জরায়ু বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে যা-ই করুন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু রোগী ও চিকিৎসক মিলেই নেওয়া উচিত।

টিবিমুক্ত ভারত
চ্যালেঞ্জ হলেও অসম্ভব নয়

ডাঃ দেবব্রত রায়
রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ

ভারতকে টিবি বা যক্ষ্মামুক্ত করার যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল, সেই ২০২৫ সাল আমরা ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ২০৩০ সালের মধ্যে গোটা পৃথিবীকে টিবিমুক্ত করার ডাক দিলেও, আমাদের দেশ এক ধাপ এগিয়ে লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিল ২০২৫ সাল। ২০১৮ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টিবি সামিটে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যপূরণে 'সংশোধিত জাতীয় টিবি নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি'-কে আরও আধুনিক করে 'জাতীয় টিবি নির্মূলীকরণ কর্মসূচি' (এনটিইপি) গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দেশ এখনও পুরোপুরি টিবিমুক্ত হতে পারেনি। আগামীদিনে কবে সেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে, তা নিয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন।

২০১৫ সালকে ভিত্তি বছর ধরে প্রধানত তিনটি মাপকাঠি স্থির হয়েছিল - টিবির কারণে মৃত্যু অন্তত ৯৫ শতাংশ কমানো, নতুন সংক্রমণ অন্তত ৯০ শতাংশ কমানো এবং টিবি চিকিৎসার জন্য রোগীর পরিবারের যাতে কোনও অর্থ খরচ না হয় তা নিশ্চিত করা। অপুষ্টি, ঘন জনবসতি, ডায়াবিটিস, এইচআইভি সংক্রমণ এবং সচেতনতার অভাব পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের কোনও দেশই পুরোপুরি টিবিমুক্ত নয়। তবে সুইডেন, নরওয়ে, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে লাখ প্রতি রোগীর সংখ্যা ১০-এর কম হওয়ায় তারা 'লো-ইন্সিডেন্স কান্ট্রি' হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে, সারা বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ টিবি রোগীর বাস যে আটটি দেশে, তার শীর্ষে রয়েছে ভারত। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র লাক্ষাদ্বীপ এবং জম্মু কাশ্মীরের একটি জেলাকে টিবিমুক্ত ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে।

তবে আশার আলো দেখাচ্ছে কিছু রাজ্য। পঞ্চায়েতস্তরে টিবিমুক্ত করার লড়াইয়ে কেরল, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি অসাধারণ কাজ করেছে অরুণাচলপ্রদেশ। ২০২৩ সালে সেখানকার ৭০টি

গ্রাম টিবিমুক্ত ঘোষিত হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং স্থানীয় উপজাতি সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে এই কঠিন কাজ সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষকে সচেতন করে স্বাস্থ্য পরিষেবামুখী করাতেই এই সাফল্য, যা প্রমাণ করে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ অর্থাৎ 'কমিউনিটি পার্টিসিপেশন' ছাড়া টিবি নির্মূল করা অসম্ভব। এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই ২০২২ সালে 'প্রধানমন্ত্রী টিবিমুক্ত ভারত অভিযান' শুরু হয়।

এই লড়াইয়ে বড় বাধা ছিল করোনা মহামারি। কোভিডের আতঙ্কে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম যে টিবি আমাদের শিয়রে যমদূত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হু-এর ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বে ১০৮ মিলিয়ন মানুষ টিবিতে আক্রান্ত হন এবং মারা যান ১.৭২ মিলিয়ন। সমীক্ষা বলছে, কোভিডকালে শুধুমাত্র টিবিতেই অতিরিক্ত প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন। টিবি মানুষের সবচেয়ে উৎপাদনশীল বয়সে থাবা বসায়, যা জাতীয় স্তরে বড় ক্ষতি।

করোনা আবহে রোগ নির্ণয় ব্যাহত হওয়ায় জন্ম নিয়েছে 'মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি' বা ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা (এমডিআর-টিবি), যা আরও ভয়ংকর। বিশ্বে সাধারণ টিবি রোগীর ২৫ শতাংশ ভারতে হলেও, এমডিআর টিবি রোগীর ৩২ শতাংশই এদেশের। এর চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল, ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও মারাত্মক। সাধারণ টিবিতে সুস্থতার হার ৮৬ শতাংশ হলেও, এমডিআর টিবিতে তা মাত্র ৬৩ শতাংশ।

তবে আশার কথা, দেশ দ্রুত স্থিতিশীল অবস্থার দিকে এগোচ্ছে। ২০১৫ সালের তুলনায় দেশে টিবিতে মৃত্যু ২৩ শতাংশ কমানো গিয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগী খোঁজা, বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা এবং পুষ্টির জন্য রোগীদের মাসে ১০০০ টাকা করে সরকারি অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

করোনা স্তিমিত হলেও টিবি আজও আমাদের জনস্বাস্থ্যের বড় চ্যালেঞ্জ। লক্ষ্যমাত্রার সেই ২০২৫ সাল আমরা পেরিয়ে এসেছি ঠিকই, কিন্তু লড়াই এখনই থেমে যাওয়ার নয়। বরং ২৪ মার্চ বিশ্ব টিবি দিবসের যে অঙ্গীকার ছিল – 'Yes! We can end TB'- তাকেই এখন পাথেয় করতে হবে। ২০২৫ সালের স্বপ্ন পুরোপুরি সফল না হলেও, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে টিবিমুক্ত করা একেবারে অসম্ভব নয়।

অরুণাচলপ্রদেশ যদি দুর্গম পাহাড় ডিঙিয়ে সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তিতে পথ দেখাতে পারে, তবে আমরা সমতলে বসে কেন পারব না? লড়াইটা এখন শুধু সরকারের নয়, আমাদের প্রত্যেকের। জোটবদ্ধ পরিকল্পনা আর জনসচেতনতাই পারে এই মারণ ব্যাধিকে চিরতরে বিদায় জানাতে। সময় বয়ে যাচ্ছে, তাই আজই আমাদের আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা মোকাবিলায় মিউকোসাল ভ্যাকসিন

জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল সায়েন্সেস ইনস্টিটিউটের একদল গবেষক সম্প্রতি এক যুগান্তকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছেন, যা প্রচলিত টিকাগুলোর সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সর্বজনীন সুরক্ষার ইঙ্গিত দেয়। 'এসিএস ন্যানো' জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণা অনুযায়ী, নতুন এই মিউকোসাল ভ্যাকসিনটি শ্বাসতন্ত্রের ভেতরেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী দেওয়াল তৈরি করতে সক্ষম।

সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা ইনজেকশনের মাধ্যমে পেশিতে দেওয়া হয়, যা রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি করলেও সরাসরি শ্বাসতন্ত্রে বা নাকে (যেখান দিয়ে ভাইরাস প্রবেশ করে) সুরক্ষা দিতে কিছুটা পিছিয়ে থাকে। কিন্তু মিউকোসাল ভ্যাকসিন নাকে স্প্রে হিসেবে দেওয়া হয়। গবেষকরা কোষ থেকে উৎপন্ন এক ধরনের ক্ষুদ্র কণা এক্সট্রাসেলুলার ভেসিকল (ইভি) ব্যবহার করে ভাইরাসের হিমাগ্লুটিনিন (এইচএ) প্রোটিনকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে শরীরের ইমিউন সিস্টেম ভাইরাসের পরিবর্তনশীল অংশকে এড়িয়ে স্থির বা সংরক্ষিত অংশকে চিনতে পারে।

ইঁদুরের ওপর করা এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ভ্যাকসিনটি H7N9 এবং H5N1-এর মতো মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা সাব-টাইপের বিরুদ্ধেও ১০০ শতাংশ সুরক্ষা দিয়েছে। গবেষকদের মতে, এটি শুধু নির্দিষ্ট কোনও একটি স্ট্রেইন নয়, বরং ভাইরাসের বিভিন্ন রূপের বিরুদ্ধে লড়তে সক্ষম।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতিনিয়ত নিজের গঠন পরিবর্তন করে বলে প্রতি বছর নতুন করে টিকা নিতে হয়। কিন্তু এই নতুন প্রযুক্তি যদি সফল হয়, তাহলে হয়তো প্রতি বছর টিকা নেওয়ার ঝামেলা কমবে। এটি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছে মিউকোসাল ভ্যাকসিন।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা– health.uttarbanga@gmail.com

রহস্য স্পিনারের খোঁজে হন্যে রাজস্থান

রোমির জরিমানা, নেটে পাঁচবার আউট বৈভব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : রহস্য স্পিনার চাই। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়?

হায়দরাবাদে ম্যাচ খেলে প্রথম হারের স্বাদ নিয়ে তিনদিন ধরে কলকাতায় রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। কলকাতায় পা রাখার পরই রাজস্থান দলের তরফে সিএবি-র কাছে পাঠানো হয়েছিল অনুরোধ। দাবি ছিল, রহস্য স্পিনারের। উদ্দেশ্য, রবিবার দুপুরের ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীকে সামলানোর অনুশীলন সেরে ফেলা।

মাঝে তিনদিন কেটে গিয়েছে। গতকালের পর শুক্রবার সন্ধ্যাতেও ইডেনে চুটিয়ে অনুশীলন করেছে রাজস্থান। কিন্তু নেট বোলার হিসেবে রহস্য স্পিনারের সন্ধান পায়নি। ফলে বরুণ-নারায়ণ মহড়াও হয়নি রিয়ান পরাগের দলের। তার মধ্যেই আজ সন্ধ্যায় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজস্থান ম্যানেজার রোমি ভিন্ডারকে এক লক্ষ টাকা জরিমানার বিষয়টিও। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচের পর রাজস্থানের ডাগআউটের সামনে মোবালই ফোন ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল রাজস্থানের ম্যানেজারকে। সঙ্গে ছিলেন বৈভব সূর্যবংশীও। টিভির পর্দায় এই দৃশ্য দেখার পর শুরু হয়েছিল বিতর্ক। মনে করা হয়েছিল বড় শাস্তি হতে চলেছে রাজস্থানের ম্যানেজারের। যদিও এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়েই মিটে গেল রাজস্থানের ম্যানেজারের শাস্তি।

রাজস্থানের শাস্তি পাওয়া ম্যানেজার আপাতত দলের সঙ্গে কলকাতায়। গতকালের পর আজ সন্ধ্যার অনুশীলনেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। বোর্ডের তরফে শাস্তির খবর সামনে আসার পর তাঁকে চাপমুক্ত মনে হচ্ছিল। আরও একজনকেও বেশ ফুরফুরে দেখিয়েছে আজ সন্ধ্যার অনুশীলনে। তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া বিস্ময় বৈভব। গতকালের অনুশীলনে তাঁর শটে আহত হয়েছিলেন রাজস্থানের লেগস্পিনার যশ রাজ পুঞ্জা। আজ নেটে বৈভব দুই দফায় ব্যাটিং করেছেন। তাঁর শটে কাউকে আহত হতে দেখা যায়নি। তবে ব্যাট হাতে বৈভবকে তেমন ছন্দে রয়েছেন বলেও মনে হয়নি। আজ রাজস্থানের অনুশীলনে মোট পাঁচবার আউট হয়েছেন তিনি। কখনও বোল্ড হয়েছেন। কখনও ব্যাটের কানায় বল লাগিয়ে স্টাম্পে লাগিয়েছেন। কখনও বড় শট খেলতে গিয়ে টাইমিং করতে পারেননি ঠিক মতো।

বৈভবের হলটা কী? ব্যাট হাতে চলতি আইপিএলে শুরুটা দারুণ করেছিলেন। ২৬৩ স্ট্রাইক রেট নিয়ে ইতিমধ্যেই ২০০ রান করে ফেলেছেন তিনি। তবে শেষ ম্যাচে প্রফুল হিঙ্গের প্রথম বলেই আউট হওয়ার পর থেকেই নিজের ব্যাটিং নিয়ে বিরক্তিতে পড়েছেন বৈভব। সন্ধ্যার ইডেনে দুই দফার ব্যাটিং চর্চা সেরে গ্যালারিতে হাজির থাকা কয়েকজন ক্রিকেটপ্রেমীকে অটোগ্রাফ দিলেন তিনি। রাজস্থানের জার্সি গায়ে থাকা এক খুদে ক্রিকেট ভক্তকে নিজের গ্লাভসও উপহার দিয়েছেন বৈভব।

হয়তো শেষ ম্যাচে শূন্য করার দুঃখ, যন্ত্রণা ভুলতে চেয়েছেন তিনি। রবিবারের ইডেনে বৈভব শো শুরু হলে নাইট শো ফের ফ্লপ হবেই। ক্রিকেটের নন্দনকানন এখন প্রহর গুনছে রবিবারের বৈভব শোয়ের।

অনুশীলনে আগ্রাসী মেজাজে যশস্বী জয়সওয়াল। ছবি : ডি মণ্ডল

ইডেন গার্ডেন্সে প্র্যাকটিস দেখতে আসা অনুরাগীদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী। ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মাঠে হার্দিকের সঙ্গে বুমরাহর ঝামেলা

ঝুঁকি নিচ্ছে না ব্যাটাররা, তাই উইকেটহীন জসসি!

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল : ১৩ বছর পর জয় দিয়ে অভিযান শুরু।

প্রথম ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে নতুন শুরুর বার্তা দিয়েছিল হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যদিও বার্তাই সার। শেষ চার ম্যাচে হারের ধাক্কায় অশান্তির মেঘ মুম্বই সাজঘরে। হার্দিকের নেতৃত্ব নিয়ে আবারও 'বিদ্রোহের' আঁচ।

পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে গতকাল ফিল্ডিং সাজানো নিয়ে প্রকাশ্যেই হার্দিক ও জসপ্রীত বুমরাহর 'ঝামেলা' লেগে যায়। বুমরাহ নিজের পছন্দ মতো ফিল্ডিং সাজাতে চাইলেও হার্দিক সে পথে হাঁটেননি। বল করার সময় বারবার যা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় বুমরাহকে।

মেজাজ সপ্তমে চড়ান হার্দিকও। ফিল্ডারদের নির্দেশ দেওয়ার সময় উত্তেজনায় ফুটছিলেন। সামনে আসা যে ভিডিওয় মুম্বইয়ের দুই সিনিয়ার ক্রিকেটারের যে 'রসায়ন' বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢেলেছে। দাবি, আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। পাঞ্জাব ম্যাচে যা সামনে চলে এসেছে। কাঠগড়ায় ফের হার্দিক। অভিযোগ, দল সামলাতে পারছেন না, মেজাজ হারাচ্ছেন।

হার্দিক অবশ্য ব্যক্তি আক্রমণের পথে হাঁটেননি। ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার ওপরই জোর দিচ্ছেন। বলেছেন, 'সবাই মিলে বসে ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে হবে। এই মুহূর্তে আর কিছু বলারও নেই। দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে কোথায় কোথায় ফাঁকফোকর থাকছে, তা খুঁজে নিয়ে দ্রুত সমাধান করতে হবে আমাদের।'

পরবর্তী ম্যাচগুলিতে সাহসী পদক্ষেপের ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন। তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদবরা রান পাচ্ছেন না। পাঁচ ম্যাচেই উইকেটহীন বুমরাহ। কম্বিনেশন পরিবর্তনের দাবিও ক্রমশ জোরদার। হার্দিক যেদিকে ইঙ্গিত রেখে বলেন, বেশ কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার হতে পারে। বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যার উত্তর বের করা সহজ নয়। কিন্তু পরিস্থিতি বদলাতে পরিবর্তনের রাস্তাও খোলা রাখতে হচ্ছে।

> **ভালো শুরুর পর তা ধরে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা পারিনি আমরা। দোষটা একার নয়। টিম হিসেবে কীভাবে আরও ভালো পারফরমেন্সের ওপর জোর দিতে হবে।**
>
> **-মাহেলা জয়বর্ধনে**

প্রথমে ব্যাটিং করে মুম্বই। চলতি লিগে প্রথমবার খেলতে নামা কুইন্টন ডি ককের ঝোড়ো শতরানের পরও দুশোর গণ্ডি পেরোতে পারেনি হার্দিক ব্রিগেড (১৯৫/৬)। ব্যাটিং সহায়ক পিচে ২২ রানে ৩ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা অর্শদীপ সিং। জবাবে প্রভসিমরান সিং (৩৯ বলে ৮০) ও শ্রেয়স আইয়ারের (৩৫ বলে ৬৬) কাঁধে চড়ে ১৬.৩ ওভারেই মুম্বই-বধ পাঞ্জাবের।

দলের ব্যর্থতা নিয়ে হতাশার মধ্যেও শ্রেয়স ব্রিগেডের যে পারফরমেন্সের কথাও তুলে ধরলেন হার্দিক। বলেছেন, 'দ্বিতীয় ইনিংসে শিশির ফ্যাক্টর ছিল। কিন্তু তারপরও ওদের কৃতিত্ব দিতেই হচ্ছে। ওরা দারুণ বোলিং, ফিল্ডিং করল।'

চাপে হেডকোচ মাহেলা জয়বর্ধনেও। যদিও তাঁর যুক্তি, তাঁর দল খারাপ খেলছে না। কিন্তু বাকি দলগুলি অনেক বেশি নিখুঁত ক্রিকেট উপহার দিচ্ছে। যে ব্যবধানকে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে দলগত প্রয়াসে জোর দিচ্ছেন। জয়বর্ধনে বলেন, 'ভালো শুরুর পর তা ধরে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা পারিনি আমরা। দোষটা একার নয়। টিম হিসেবে কীভাবে আরও ভালো পারফরমেন্সের ওপর জোর দিতে হবে।'

৫ ম্যাচে উইকেটহীন বুমরাহর পাশেও দাঁড়ালেন জয়বর্ধনে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হেডকোচের অদ্ভুত যুক্তি, বুমরাহ মোটেই খারাপ বল করছে না। আসলে প্রতিপক্ষ ব্যাটাররা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না বুমরাহর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ভাগ্য সবসময় পক্ষে যাচ্ছে না। দলের সেরা পেস অস্ত্রের উইকেটহীন থাকার পিছনে যা অন্যতম কারণ।

টানা চার হার। চাপ বাড়াচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার ওপর।

সবুজ জার্সিতে নামছে আরসিবি

আবার হয়তো ইমপ্যাক্ট বিরাট

বেঙ্গালুরু, ১৭ এপ্রিল : গত ম্যাচে আইপিএল কেরিয়ারে প্রথমবার ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমেছিলেন বিরাট কোহলি। ফিল্ডিংয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তাঁর এনার্জির অভাব অনুভব করলেও ব্যাট হাতে ৪৯ রানের ইনিংসে কোহলি দলের জয়ের রাস্তা সুগম করেছিলেন। শনিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের টক্কর নেবে আরসিবি। যেখানে প্রতিবারের মতো এবারও সবুজ জার্সিতে নামবে রজত পাতিদার ব্রিগেড। প্রশ্ন হল, আগামীকাল বিরাট কোহলির নাম কি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের তালিকায় থাকবে? শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসে যা স্পষ্ট করলেন না আরসিবি-র তারকা জোশ হ্যাজেলউড।

অজি পেসার বলেছেন, 'বিরাট শনিবার অবশ্যই খেলছে। কিন্তু ইমপ্যাক্ট হিসেবে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়। মাঠে ওর উপস্থিতি বাড়তি এনার্জি এনে দেয়। বিরাট দলের সেরা ফিল্ডার। ও এমন একজন যে ডাগআউটে বসে থাকতে চায় না। ফিল্ডিংয়েও প্রভাব বিস্তার করতে ভালোবাসে। আশা করি, আগামীকাল ওকে ফিল্ডিংয়ের সময়ও আমরা পাব।' লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের পর বিরাট জানিয়েছিলেন, তিনি এখনও ১০০ শতাংশ ফিট নন। যদিও ঋষভ পন্থদের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সময় চেনা কোহলিকেও পাওয়া গিয়েছিল। শুধু বিরাট নন, ফিল সল্ট-পাতিদার-দেবদত্ত পাডিক্কাল সহ গোটা আরসিবি ব্যাটিংই তেলখাওয়া মেশিনের মতো ছুটছে। ফলে আগামীকাল দিল্লির বোলিং বিভাগের কাজটা সহজ হবে না। এক্ষেত্রে মিডল ওভারে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজির বাজি হতে পারেন দুই স্পিনার অক্ষর প্যাটেল ও কুলদীপ যাদব। শুরুতে বিরাটদের আটকাতে দিল্লির কোচ হেমাঙ্গ বাদানির তুরুপের তাস অবশ্য জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবি দার। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুরন্ত সাফল্যের জেরে আইপিএলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রথম ম্যাচে আহামরি কিছু করতে পারেননি আকিব। যদিও বাদানি বলেছেন, 'আইপিএলের মতো আসরে প্রথম ম্যাচে সবাই একটু নার্ভাস থাকে। আকিবও ছিল। আশা করি, আগামীকাল ওর থেকে অনেক ভালো পারফরমেন্স পাব।'

গত দুই ম্যাচে হেরে চাপে থাকে দিল্লি শিবির গোটা বোলিং ব্রিগেডের থেকেই উজ্জ্বল পারফরমেন্সের আশায় থাকবে। ব্যাটিংয়েও লোকেশ রাহুল, সমীর রিজভিদের থেকে প্রথম দুই ম্যাচের ফর্ম দেখতে চাইবেন বাদানি। উলটোটা হলে ভুবনেশ্বর কুমার-জ্যাকব ডাফি-ক্রুণাল পান্ডিয়া সমৃদ্ধ আরসিবি-র বোলিং দিল্লিকে ভাঙতে বেশি সময় নেবে না।

রণংদেহী মেজাজে রজত পাতিদার (উপরে)। গোড়ালির চোটে প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে সংশয় থাকলেও প্রস্তুতিতে চেনা ছন্দে বিরাট কোহলি। বেঙ্গালুরুতে শুক্রবার।

সানরাইজার্স ম্যাচের জন্য হায়দরাবাদে পৌঁছে গেলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।

হায়দরাবাদ গেলেও বজায় ধোনি-ধোঁয়াশা

হায়দরাবাদ, ১৭ এপ্রিল : চেন্নাই সুপার কিংস, গুজরাট টাইটান্স, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-চার ম্যাচেই তাণ্ডব করেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। অনায়াস জয় পেয়েছিল বৈভবের দল রাজস্থান রয়্যালসও। কিন্তু গত ম্যাচে বৈভবের সামনে অচেনা প্রশ্নপত্র হয়ে হাজির হন নাগপুরের প্রফুল হিঙ্গে। শূন্য রানে আউট হন বৈভব। প্রফুল পাশে পেয়ে যাননি বিহারের সাকিব হুসেইনকে। নিটফল, দুই অভিষেককারী পেসার রাজস্থানের বিরুদ্ধে জয় এনে দেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। শনিবার ঘরের মাঠে হায়দরাবাদ মুখোমুখি হবে জয়ের হ্যাটট্রিকে চোখ রাখা চেন্নাই সুপার কিংসের। রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের বিরুদ্ধেও আহমেদের ছিটকে যাওয়া চেন্নাইয়ের জন্য বড় ধাক্কা। কিন্তু গত ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে নুর আহমদ একাই কলকাতা নাইট রাইডার্সকে ভেঙেছিলেন। আগামীকাল তিনি সেই ফর্ম ধরে রাখলে ঈশান কিষানরা অস্বস্তিতে পড়বেন। হায়দরাবাদ ব্যাটিংয়ের মূল চিন্তার জায়গা ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেডের অফফর্ম। কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি অবশ্য যা পাত্তা দিতে চাননি। বলেছেন, 'প্রতিটি দলের ওপেনিং জুটির লক্ষ্য থাকে বিস্ফোরক ক্রিকেট খেলা। কিন্তু সেটা রোজ হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। আমরা নিজের অ্যাপ্রোচ থেকে সরছি না। কারণ হেড-অভিষেক খেললে কী হয়, সবাই জানে।'

বল হাতে 'ট্রাভিষেক' জুটির কাজ সহজ করে দিতে পারে প্রফুল-সাকিব জুটি। গত ম্যাচে ওপেনিং স্পেলে তিন ওভারে ৫ উইকেট নিয়ে রাজস্থানকে ছিটকে দিয়েছিলেন প্রফুল-সাকিব। আগামীকাল এই দুইজনকে সঞ্জুরা কীভাবে সামলান সেটাই দেখার। সাকিব-প্রফুল রাজস্থান ম্যাচের রিপিট টেলিকাস্ট দেখাতে পারলে ফের সূর্যোদয় হতে পারে হায়দরাবাদে।

প্রফুল-সাকিবের ম্যাজিকের আশায় হায়দরাবাদ

প্রফুল-সাকিবের ম্যাজিকের আশায় রয়েছে অরেঞ্জ ব্রিগেড।

হারের হ্যাটট্রিক দিয়ে শুরুর পর গত দুই ম্যাচে জয়-সিএসকে শিবিরকে অনেকটাই উজ্জীবিত করে তুলেছে। টি২০ বিশ্বকাপের ফর্ম ফিরে পেতে শুরু করেছেন সঞ্জু স্যামসন। আয়ুষ মাত্রে, ডিওয়াল্ড ব্রেভিসদের তারুণ্য সিএসকে-র জন্য টাটকা বাতাস। এই সবের মাঝে চেন্নাই সুপার কিংসের অন্দরমহলে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তা হল, আগামীকাল কি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে প্রথম একাদশে দেখা যাবে? দলের হায়দরাবাদ যাওয়ার যে ভিডিও সিএসকে-র তরফে দেওয়া হয়েছে সেটা চেন্নাই ভক্তদের স্বস্তি দেবে। দলের সঙ্গে হায়দরাবাদ গিয়েছেন মাহি। সেই ছবি পোস্ট করে সিএসকে-র ক্যাপশন, 'মাঠে নামার জন্য তৈরি।' ফলে আগামীকাল এবারের আইপিএলে প্রথমবার ধোনি-দর্শন হলে অবাক হওয়ার থাকবে না। ধোনি মাঠে নামলে ফর্ম ও অধিনায়কত্ব নিয়ে চাপে থাকা রুতুরাজও বাড়তি অক্সিজেন পাবেন।

বোলিংয়ে খলিল

আবারও চমকে দিতে তৈরি হচ্ছেন প্রফুল হিঙ্গে (উপরে) ও সাকিব হুসেইন।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস

সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম চেন্নাই সুপার কিংস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

টি২০-তে নতুন চেজমাস্টার আইয়ার

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল : টানা তিন ম্যাচে দুরন্ত অর্ধশতরান করে আইপিএলে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। ৫০, অপরাজিত ৬৯ এবং ৬৬ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে পাঞ্জাবকে লিগ টেবিলের শীর্ষে তুলে এনেছেন তিনি। এই দুর্দান্ত পারফরমেন্স ফের একবার ভারতের সীমিত ওভারের ক্রিকেটে শ্রেয়সের অধিনায়কত্ব এবং টি২০-র দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে জোরাল সওয়াল তুলে দিয়েছে।

শ্রেয়সের নেতৃত্বেই গত বছর আইপিএল ফাইনালে উঠেছিল পাঞ্জাব। এবার তাঁর দাপটে টানা তিন ম্যাচে ১৯০ রানের বেশি তাড়া করে জিতেছে দল। প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার আকাশ চোপড়া শ্রেয়সকে নতুন 'চেজমাস্টার' আখ্যা দিয়ে তাঁর রান তাড়া করার দক্ষতা ও পরিসংখ্যানকে খোদ বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করেছেন। গত দুই বছরে রান তাড়া করার সময় তাঁর গড় ৬৫ এবং স্ট্রাইক রেট ১৮০, যা সত্যিই অভাবনীয়। পাঞ্জাবের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলের মতে, শ্রেয়সের ক্রিকেটীয় বুদ্ধি, পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার ধরন এবং শর্ট বল খেলার দক্ষতাই তাঁকে বাকিদের চেয়ে আলাদা করেছে। অ্যারন ফিঞ্চের মতো প্রাক্তন অজি অধিনায়কও শ্রেয়সের খেলা দেখে মুগ্ধ। তাঁর আক্ষেপ, শ্রেয়সের মতো এত প্রতিভাবান একজন ব্যাটার কেন ভারতের টি২০ দলে নিয়মিত খেলেন না।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড শ্রেয়সকে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক করার দাবি জোরালো হচ্ছে। চোট-আঘাত এবং ফর্মের কারণে শুভমান গিল বা সূর্যকুমার যাদব যখন জাতীয় দলের টি২০ সেটআপে নিয়মিত নন, তখন আইপিএল জয়ী এবং ধারাবাহিক পারফর্মার শ্রেয়সকেই পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে ভাবার উপযুক্ত সময় এসেছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। আগামী টি২০ বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ায়, শ্রেয়সের মতো সব ধরনের পিচে সাবলীল ব্যাটার ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেন।

শ্রেয়সের ফিল্ডিংয়ে মোহিত শচীন

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল : শ্রেয়স আইয়ারের অবিশ্বাস্য ফিল্ডিংয়ের মোহিত আসমুদ্রহিমাচল।

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইনিংসে ১৮তম ওভারের খেলা চলছে। ওভারের তৃতীয় বলেই হার্দিক পান্ডিয়া হাঁকালেন এক লম্বা শট। বলটি ছয় হতে পারত। কিন্তু অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় বাউন্ডারি লাইনের ওপরে শূন্যে শরীর ভাসিয়ে বলটিকে তালুবন্দি করেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স। ওই অবস্থায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শরীর বাউন্ডারির বাইরে পড়বে। তাই সেকেন্ডের ভগ্নাংশে মাঝশূন্যে থাকা অবস্থায় বলটা ছুড়ে দেন মাঠের মধ্যে থাকা জেভিয়ার বার্টলেটের দিকে। অজি তারকাও সঙ্গে সঙ্গে বল লুফে নেন।

মুম্বই-পাঞ্জাব ম্যাচে শ্রেয়সের দুরন্ত ফিল্ডিং দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন মুম্বই ডাগআউটে বসে থাকা রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদব। যে ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। ক্রিকেটপ্রেমীদের ঘোর যেন কাটছে না। শচীন তেন্ডুলকার পর্যন্ত শ্রেয়সের ফিল্ডিং দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। সমাজমাধ্যমে পাঞ্জাব অধিনায়কের প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, 'শ্রেয়সের এই ক্যাচটির পিছনে শুধু অ্যাথলেটিসিজম নয়, সচেতনতা ছিল। ওকে বলের গতি, উচ্চতা, বাউন্ডারির দুরত্ব সবকিছু বিচার করে নিঁখুত লাফ দিতে হয়েছে। তারপর শূন্যে থাকা অবস্থায় বলটি সতীর্থের দিকে ছুড়ে দিতে হয়েছে। এত কিছু এক সেকেন্ডের মধ্যে করা অবিশ্বাস্য। শ্রেয়সের এই ক্যাচ আমার চোখে সেরা।' শ্রেয়স নিজেও দুরন্ত ফিল্ডিং করে তৃপ্ত। ম্যাচের পর তিনি নিজের ক্যাচ সম্পর্কে বলে যান, 'অবিশ্বাস্য ক্যাচ। নিজেই নিজেকে বাহবা দেব।'

তবে শুধু ফিল্ডিং নয়, ব্যাট হাতেও দলকে ভরসা দিচ্ছেন শ্রেয়স। বৃহস্পতিবার তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ৩৫ বলে ৬৬ রানের দুরন্ত ইনিংস। দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তবে ২০২৩ সালের পর জাতীয় দলের হয়ে টি২০ ফর্ম্যাটে খেলতে দেখা যায়নি শ্রেয়সকে। এবার তাঁকে জাতীয় দলে ফেরানোর দাবি তুলেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। বলেছেন, 'নিজের ভেতরের আগুনকে কাজে লাগিয়ে শ্রেয়স দেখিয়ে দিয়েছে, শ্রেষ্ঠত্ব কাকে বলে। গত দুই বছরে ওর স্ট্রাইক রেট ১২৮ থেকে বেড়ে ১৭০ হয়েছে। পেসারদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩০০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করে। শ্রেয়সের মতো একজন খেলোয়াড় জাতীয় দলের বাইরে থাকে, তাহলে সেটা দেশের বড় ক্ষতি।'

এখনও পর্যন্ত আইপিএল খেতাব জিততে পারেনি পাঞ্জাব কিংস। এবার শ্রেয়সের নেতৃত্বে সেই খরা তারা কাটাতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

হার্দিক পান্ডিয়ার ক্যাচ নিতে লাফ শ্রেয়স আইয়ারের। এরপর বাউন্ডারির বাইরে চলে যাচ্ছেন বুঝতে পেরে বল ছুড়ে দেন জেভিয়ার বার্টলেটের দিকে।

প্রাক্তন দলকে ফের জবাব গিলের

গ্রিন পাওয়ারেও নিদ্রায় নাইটরা

কলকাতা নাইট রাইডার্স-১৮০
গুজরাট টাইটান্স-১৮১/৫
(১৯.৪ ওভারে)

আহমেদাবাদ, ১৭ এপ্রিল : সবরমতির পাড়েও ভরাডুবি নাইটদের।

প্রথম জয়ের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম থেকেও খালি হাতে ফিরতে হল শাহরুখ খানের নাইট সেনাদের। ব্যর্থতার তালিকা আরও লম্বা করে ষষ্ঠ ম্যাচে সেই ১ পয়েন্টেই আটকে থাকা। যার সঙ্গে আরও ফিকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের স্বপ্ন।

অথচ, অপেক্ষার অবসানে এদিন জ্বলে উঠেছিল ক্যামেরন গ্রিনের ব্যাট। সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে 'ওয়ানম্যান শোয়ে' দলকে লড়াইয়ের রসদও জোগান। কিন্তু কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজ, রশিদ খানদের সাঁড়াশি চাপের মুখে গ্রিনের (৫৫ বলে ৭৯) যে প্রয়াসের পরও জয় অধরা।

শুভমান গিলদের প্রায় নিখুঁত ব্যাটিংয়ের সামনে কেকেআরের ১৮০ কম পড়ে যায়। বি সাই সুদর্শন (২২), জস বাটলারও (২৫) শুরুতে ক্যামিও ইনিংস উপহার দেন। নিটফল পাওয়ার প্লে-তেই (৭১/১) রাশ গুজরাট টাইটান্সের হাতে। বরুণ চক্রবর্তী (৩৪/২), সুনীল নারায়ণরা (১/২৮) চেষ্টা করেও যা আলগা করতে পারেননি।

প্রাক্তন দলের বিরুদ্ধে আরও এক জবাবি ইনিংস শুভমানের (৫০ বলে ৮৬ রান) ব্যাট থেকে। যার সুবাদে নাইটদের দেওয়া 'লক্ষ্মণরেখা' অনায়াসে পার। চলতি লিগে ব্যাটারদের পেশি শক্তির আস্ফালনের মাঝে নির্ভেজাল ক্রিকেটীয় শটে দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং। বিরাট কোহলিকে (২২৮) টপকে কমলা টুপির মালিকানার সঙ্গে ম্যাচের নায়ক হয়ে ফিরলেন শুভমান।

ওয়াশিংটন সুন্দররা (১৩), গ্লেন ফিলিসরা (১৯) বড় রান না পেলেও গিলের ইনিংসই যথেষ্ট ছিল বৈতরণি পারে। শেষপর্যন্ত ২ বল হাতে রেখেই ৫ উইকেটে জয় গুজরাটের। কেকেআরের প্রাপ্তি সেখানে পঞ্চম হারে প্লে-অফের দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা।

অসম্ভবকে সম্ভব করতে হলে বাকি আট ম্যাচে জেতার চ্যালেঞ্জ। রবিবার যার প্রথমটিতে ইডেন গার্ডেন্সে তুরীয় মেজাজে থাকা রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কেকেআর। আসলে এদিন গ্রিনের লড়াইটুকু বাদ দিলে নাইটদের সাদামাটা পারফরমেন্স। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেন আজিঙ্কা রাহানে। চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিংয়ের বার্তাও দেন। যদিও অঙ্ক মেলেনি। হারাকিরির শুরুটা স্বয়ং অধিনায়ক রাহানের 'গোল্ডেন ডাক' দিয়ে।

প্রথম ওভারে সিরাজকে মিড অনের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে লোপ্পা ক্যাচ দিয়ে বসেন রাহানে। ব্যাটিং হারাকিরির সেই শুরু। এরপর রাবাদার জোড়া ধাক্কায় ডাগআউটে অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৮) ও ফিন অ্যালেনের পরিবর্ত হিসেবে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা টিম সেইফার্টও (১৯)। সিরাজ (২৩/২), রাবাদার (২৯/৩) যুগলবন্দিতে পাওয়ার প্লে-তেই রীতিমতো ঠকঠকানি নাইটদের (৩৭/৩)।

রোভমান পাওয়েল কিন্তু আশা দেখাচ্ছিলেন। উলটো দিকে গ্রিন কিছুটা নড়বড়ে। এরমধ্যেই বিগহিটে সিরাজ-রাবাদার তৈরি ফাঁস ক্রমশ আলগা করছিলেন পাওয়েল। কিন্তু তরুণ স্পিডস্টার অশোক শর্মা ব্রেক লাগিয়ে দেন রোভমানের (২৭) ইনিংসে। ১১ ওভারে ৮৭/৪। রিঙ্কু সিংয়ের বদলে ক্রিজে অনুকূল রায়! রিঙ্কুর ওপর কি ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছে থিংকট্যাংক? কারণ যাইহোক, অনুকূল-গ্রিন জুটিতে নাইট ইনিংসের 'মরা গাঙে' কিছুটা জোয়ার।

বিশেষত গ্রিন। রান পাচ্ছিলেন না। মিলছিল না ভাগ্যের সাহায্য। আজ দুটোই পেলেন। শুরুতে আউট হতে হতে একাধিকবার অল্পের জন্য বাঁচলেন। বেশ কিছু মিসহিট এদিক-ওদিক গেল। ছিল রশিদের একই ওভারে দুইবার জীবনদানও! সুযোগের সদ্ব্যবহারে ভুলচুক করেননি গ্রিন।

প্রথম পাঁচ ম্যাচে সর্বসাকুল্যে করেছিলেন ৫৬ রান (১৮, ২, ৪, ৩২, ০)। এদিন নামের পাশে ৭৯। অশোক, প্রসিধের গতিকে ব্যবহার করলেন। রেহাই পাননি রশিদও। বিগহিটের ফুলঝুরি। যার ছাপ পড়ল মাঠের ধারে পুরস্কারের জন্য রাখা হলুদ রঙা গাড়িতেও!

দর্শকদের মাঝে বসে গ্রিন-শো উপভোগ করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। পাশে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা! সামনে খেলা, পিছনে মহারাজ! কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন-দোটানায় ভাগ্যবান দর্শকরা!

অনুকূলের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে ২৩ বলে ৬০ রান যোগ করেন গ্রিন। এরমধ্যে অনুকূলের সংগ্রহ ৯। গ্রিনের একক লড়াইয়ের (৫৫ বলে ৭৯) প্রতিফলন। কিন্তু শেষদিকে গ্রিনের যে চেষ্টায় জল ঢালেন রিঙ্কু (১), রামনদীপ সিং (১৭), নারায়ণরা (০)।

ফলস্বরূপ ১৫ ওভারে ১৪৮/৫ থেকে ১৮০-তে গুটিয়ে যায় কেকেআর। শেষ ৩০ বলে ৫ উইকেট খুইয়ে ৩২! নাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতেই পারত।

২০২৩ সালে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামেই পাঁচ ছক্কায় হারা ম্যাচ জিতিয়েছিলেন রিঙ্কু। চলতি লিগে সেই ছন্দটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। প্রশ্ন আর কবে ভরসার মর্যাদা রাখবেন? একইভাবে রামনদীপকে আর কতদিন টানবে দল, সেই প্রশ্নটাও এদিন আরও বড় আকার নিল।

৫০ বলে ৮৬ রানের পথে শুভমান গিল। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

৩ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস কাগিসো রাবাদার। শুক্রবার আহমেদাবাদে।

মিগুয়েলের কার্ড তুলতে আবেদন ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : মিগুয়েল ফিগুয়েরার লাল কার্ডের বিরুদ্ধে আপিল কমিটির কাছে আবেদন জানাল ইস্টবেঙ্গল।

বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ম্যাচের ২৪ মিনিটে আশিক কুরুনিয়ানকে গলা টিপে ধরায় লাল কার্ড দেখেন এই ব্রাজিলীয় মিডফিল্ডার। যা নিয়ে উত্তপ্ত হয় মাঠের পরিবেশ। মাঠ ছাড়ার সময়ে মিগুয়েল ফের বেঙ্গালুরু ডাগআউট লক্ষ্য করে বলে শট করেন। তবে এই বিষয়টি এই মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে চাইছে লাল-হলুদ শিবির। কোচ অস্কার ব্রুজোঁকেও এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে মাঠের ঘটনাকে পক্ষপাতপূর্ণ রেফারিং বলে আখ্যা দেন। এমনকি তিনি আরও বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে কিছু বললেই তো আমাকেও ব্যান করে দেওয়া হবে। হয়তো দুই, তিন কী পাঁচ ম্যাচও ব্যান হয়ে যেতে পারি।' ইস্টবেঙ্গলের বাকি আর পাঁচ ম্যাচ। তিনি ম্যাচের আগেরদিন সাংবাদিক সম্মেলনেও রেফারিং তাঁদের বিপক্ষে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। অস্কারের মন্তব্য, 'আমি জানতামই রেফারিং এই রকম হবে। আর সেটাই হল এই ম্যাচে। মাঠের বাইরে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের জের এই মাঠের ঘটনা।' তাঁর অভিযোগ যে ঘুরিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দিকে, তা পরিষ্কার।

অস্কারের দাবি, ব্রায়ান স্যাঞ্চেজের লাল কার্ড তুলে নেওয়া হলে এখনই মিগুয়েলেরটাও তোলা উচিত। এমনকি তিনি বলে দেন, 'মিগুয়েলের লাল কার্ড তোলা না হলে বুঝতে হবে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত সবসময় পক্ষপাতদুষ্ট।' বৃহস্পতিবার বেশি রাতেই দলের পক্ষ থেকে আপিল কমিটির কাছে আবেদন জানিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। রিপোর্ট জমা করেছেন রেফারি ও ম্যাচ কমিশনারও। ম্যাচের পর চলে যাওয়ার সময়ে রেফারিদের গাড়ি ঘিরে ধরে কিছুটা ক্ষোভও দেখান সমর্থকরা। কোচ থেকে কর্তা, ম্যানেজমেন্ট থেকে সমর্থক, সকলেরই বক্তব্য এফএসডিএল থেকে এআইএফএফ, সবসময়েই ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে যাচ্ছে রেফারিদের সিদ্ধান্ত। মিগুয়েল যা করেন তা যে বেঙ্গালুরুর তরফে উসকানিমূলক কথাবার্তা ও আচরণের জন্যই, একথাই বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেন অস্কার। তবে তিনি যাই বলুন না কেন, মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মিগুয়েলের আচরণই হয়তো তাঁর বিপক্ষে যেতে পারে। তেমনি বিপক্ষে যেতে পারে কোচের রেফারিং নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলা ও লাল কার্ড দেখা সহকারীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসাও।

> আমি জানতামই রেফারিং এই রকম হবে। আর সেটাই হল এই ম্যাচে। মাঠের বাইরে থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের জের এই মাঠের ঘটনা।
>
> -অস্কার ব্রুজোঁ

তবে এসবের বাইরে গিয়ে বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে দলের খেলায় খুশি কোচ। যে মেজাজের জন্য চিরকাল পরিচিত ইস্টবেঙ্গল, সেই পরিচিত লড়াকু মেজাজ ফিরে পাওয়ায় খুশি সমর্থকরাও। অস্কার বলেছেন, 'যে লড়াই ছেলেরা করেছে সেটাই হল চিরচেনা ইস্টবেঙ্গল। ১০ জন হয়েও আমরা লড়াই ছাড়িনি। ওরা হয়তো বল পজেশনে সামান্য এগিয়ে ছিল কিন্তু আক্রমণ অনেকবেশি আমরা শানাই।' মিগুয়েলের লাল কার্ড ছাড়াও সামান্য চিন্তা আনোয়ার আলির চোট নিয়ে। তিনি এমনিতেই পেশি শক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন। এই ম্যাচে তাঁর খেলার কথাও ছিল না। কিন্তু ম্যাচের গুরুত্ব উপলব্ধি করে মাঠে নামেন। তবে সুবিধা হল, এই মুহূর্তে প্রায় দিন দশেক ম্যাচ না থাকায় নিজেকে ফিট করে নেওয়ার সময় পাবেন আনোয়ার। ফলে ২৮ এপ্রিল গোয়ার ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে খেলতে অসুবিধা না হওয়ারই কথা।

প্রথম একাদশের লড়াইয়ে সাহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ সের্জিও লোবেরাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছেন সাহাল আব্দুল সামাদ।

পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে পরিবর্ত নেমে ম্যাচের রং বদলে দিয়েছিলেন। সাহালের করা ওই গোল তাঁর নিজের চোখে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা। গোলটা সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মতো কোচ লোবেরারও বেশ মনে ধরেছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন বাগানের স্প্যানিশ হেডস্যর।

পাঞ্জাব ম্যাচে নজরকাড়া পারফরমেন্সের পর কি সাহালকে প্রথম একাদশে ফেরাবেন? লোবেরার স্পষ্ট এবং বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর, 'সাহাল দারুণ ফুটবলার। ওর প্রতিভা বা দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু প্রতিটা ম্যাচে প্রতিপক্ষ ভিন্ন, তাদের চরিত্র আলাদা। সেটা মাথায় রেখেই দল সাজাতে হয়।' তবে পাঞ্জাব ম্যাচে সাহালের পারফরমেন্স তাঁর কাজটা যে কঠিন করে দিয়েছে তা এক কথায় মেনে নিলেন লোবেরা। বলেছেন, 'সাহাল সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছে। সেটাই আমার প্রথম একাদশ বাছার কাজটা আরও কঠিন করে দিয়েছে। একজন কোচ হিসাবে এটা আমার কাছে বেশ সমস্যার। আশা করি এরপরও সুযোগ পেলে একইভাবে পারফর্ম করবে সাহাল।'

ওই একই কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সাহালকেও। প্রশ্ন শুনে লাজুক হাসি বাগান মিডফিল্ডারের মুখে। বলেছেন, 'সব ফুটবলারেরই নিয়মিত প্রথম একাদশে খেলার স্বপ্ন থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে দলের সাফল্যই সবার আগে। কোচের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি জানেন কখন, কাকে, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই কিছু না ভেবে যখনই সুযোগ পাব নিজের কাজটা করতে চাইব।' শান্ত স্বভাবের সাহালের উত্তর শুনেই বোঝা গেল, ধৈর্য ধরতে তৈরি তিনি। এবার আইএসএলে পাঞ্জাব ম্যাচের আগে সব মিলিয়ে ৫৪ মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন সাহাল। এবার ছবিটা বদলাতে পারে। বিশেষত, আপুইয়ার অনুপস্থিতিতে অনিরুদ্ধ থাপাকে একটু নীচ থেকে খেলিয়ে সঙ্গে সাহালকে ব্যবহার করার কথা ভাবতেই পারেন বাগান কোচ।

পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমেই নজর কেড়েছেন সাহাল আব্দুল সামাদ।

এদিকে, নর্থইস্ট ম্যাচে আপুইয়াকে যে পাওয়া যাবে না এদিন তা জানিয়ে দিলেন লোবেরা। আলবার্তো রডরিগেজের খেলা নিয়ে স্প্যানিশ কোচ ধোঁয়াশা রাখলেও তাঁর খেলার যে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তা বলে দেওয়াই যায়। দুজনকেই রিহ্যাব করতে দেখা গেল এদিন।

আইএসএলে পয়েন্টের খাতা খুলল মহমেডান

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(অ্যাডিসন)
ওডিশা এফসি-১ (সুহের)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে শূন্যের গেরো কাটাল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এদিন ১-১ গোলে ড্র করল মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দল।

টানা সাত ম্যাচ হেরে ক্রমশ অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল সাদা-কালো শিবির। সেখান থেকে এদিন ড্র করে খানিকটা হলেও অক্সিজেন পেল তারা। ভুবনেশ্বরে ৩ পয়েন্টও পেতে পারত মহমেডান। কিন্তু রেমসাঙ্গা, অ্যাডিসন সিংদের গোল নষ্টের বহরই জিততে দিল না তাদের। বিশেষ করে ফাঁকা গোল পেয়ে যেভাবে রেমসাঙ্গা ও মহিতোষ রায় বল বাইরে মারলেন তা ক্ষমার অযোগ্য।

মহমেডান স্পোর্টিং

পদম, হীরা, জুয়েল (জোসেফ), দীনেশ, সাজ্জাদ, লালথানকিমা (রোচারজেলা), মহিতোষ, অমরজিৎ, সাকা, অ্যাডিসন (ফারদিন) ও রেমসাঙ্গা (মাকান)।

উলটোদিকে ওডিশাও বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগ হাতছাড়া করে। তারপরেও ৪০ মিনিটে লিড নিয়েছিল তারা। রহিম আলির পাস থেকে গোল করে যান দুই প্রধানে বাতিল ঘোড়া ভিপি সুহের। অবশ্য এই ক্ষেত্রে মহমেডান রক্ষণ দায় এড়াতে পারবে না। মেহরাজের দল গোলশোধ করে ৫৭ মিনিটে। হীরা মণ্ডলের মাইনাস থেকে ফিনিশ করেন অ্যাডিসন। এর কিছু সময় পর চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন জুয়েল। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে ফারদিন সুযোগ পেয়েও বল গোলে রাখতে পারেননি। এদিনের পরেও অবনমনের ভ্রূকুটি থেকেই গেল মহমেডানের।

ফুটবল ক্লাব কিনলেন মেসি

মাদ্রিদ, ১৭ এপ্রিল : নয়া ভূমিকায় আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

এতদিন নিজের বাঁ পায়ের জাদুতে ফুটবল বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছেন মেসি। এবার ফুটবলারের পাশাপাশি ফুটবল দলের মালিক হিসেবেও দেখা যাবে তাঁকে। সম্প্রতি ইউই কর্নেয়া নামের একটি স্প্যানিশ ক্লাব কিনেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ক্লাবটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ইউই কর্নেয়া দলটি কাতালুনিয়ার। কেরিয়ারের শুরু থেকে প্রায় সিংহভাগ সময় বার্সেলোনায় খেলার সুবাদে কাতালুনিয়ার প্রতি আলাদা আবেগ রয়েছে মেসির। এখান থেকে আরও ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যে ইউই কর্নেয়া দলটি কিনেছেন তিনি। বর্তমানে দলটি স্পেনের পঞ্চম ডিভিশনে খেলে। এখান থেকে জর্ডি আলবা, ডেভিড রায়ার মতো ফুটবলার উঠে এসেছেন।

কিছুদিন আগে মেসির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো স্পেনের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব ইউডি আলমেরিয়ার শেয়ার কিনেছিলেন। ফলে ক্লাব মালিক হিসেবে দুই মহাতারকার লড়াইয়ের অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব ক্লাবজোটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : দেশের সর্বোচ্চ লিগের বাণিজ্যিক স্বত্ব সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিল আইএসএল ক্লাবজোট।

জিনিয়াস স্পোর্টসকে বাণিজ্যিক অংশীদার করার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে এআইএফএফ। তবে নানা জটিলতা থাকায় চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি এখনও। এই চুক্তি থেকে ক্লাবগুলি আর্থিকভাবে কতটা লাভবান হবে, তা জানতে চাওয়া হয়েছিল আগেই। সেইসঙ্গে জিনিয়াস স্পোর্টসের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন আইএসএল ক্লাবজোটের প্রতিনিধিরা। এরইমধ্যে চুক্তির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ করে চিঠি দিল ইন্টার কাশী বাদে ১৩টি ক্লাব।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'আইএসএল ভারতীয় ফুটবলের ভিত্তি। তাই শুধু পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয় নয়, এই লিগ ক্লাবগুলোর ভবিষ্যৎ এবং স্থায়িত্বের সঙ্গেও জড়িত। এই প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি, লিগের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাঠামো এমনভাবে তৈরি হওয়া উচিত, যাতে যারা এই লিগে বিনিয়োগ করছে, তাদের মতামত যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।' একইসঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লেখা হয়েছে, 'দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ক্লাব মালিকদের মতামত ও সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে লিগের স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ আরও নিশ্চিত হবে।' ক্লাবমালিক ও প্রতিনিধিদের নিয়ে কার্যনির্বাহী সমিতি গঠনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে ক্লাবমালিকদের মধ্যে ওই কমিটিতে থাকবেন ভবেশ জিন্দাল, ধ্রুব সুদ, নিখিল নিম্মাগাড্ডা, রোহন শর্মা এবং প্রতিনিধিদের মধ্যে থাকবেন রবি পুসকুর, একাংশ গুপ্তা, ড্যারেন ক্যালডেইরা ও বিনয় চোপড়া।

বাংলাদেশের হার

ঢাকা, ১৭ এপ্রিল : হার দিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু করল বাংলাদেশ। জয়ের আশা জাগিয়েও পরাজয়ের মুখ দেখলেন লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা।

এদিন টসে জিতে কিউয়িরা ৮ উইকেটে ২৪৭ রান তোলে। রান তাড়া করতে নেমে একটা সময় বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৪৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯২। হাতে ৫ উইকেট, ৭ ওভার। প্রয়োজন ছিল ৫৬ রান। কিন্তু একের পর এক উইকেট হারিয়ে ৫০ ওভার বাইশ গজে টিকতেই পারল না বাংলাদেশ। ৪৮.৩ ওভারে ২২১ রানেই শেষ হয় তাদের লড়াই। সর্বাধিক ৫৭ রান করেন সইফ হাসান। এছাড়া লিটন ৪৬ ও তৌহিদ হৃদয় ৫৫ রান করেন।

স্মৃতির নজিরেও চাপে ভারত

ডারবান, ১৭ এপ্রিল : ১৪ বলে মাত্র ১৩ রান। তার মধ্যেই রোহিত শর্মাকে টপকে টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রানস্কোরার হয়ে গেলেন স্মৃতি মান্ধানা। ১৬১ ম্যাচে তাঁর রান এখন ৪২৪৪। স্মৃতির নজিরের দিনেও চাপে ভারতীয় দল। অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের ৩৩ বলে অপরাজিত ৪৭ রানের পরও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টি২০-তে ভারত আটকে গেল ১৫৭/৭ স্কোরে। ওডিআই বিশ্বকাপের পর থেকে ব্যাট হাতে অফফর্ম চলছে রিচা ঘোষের। যা শুক্রবারও কাটল না। রিচা ৫ রান করে আয়াবোঙ্গা খাকার (১৬/৩) শিকার হয়ে যান। টপ অর্ডারের কাঁধে চেপে ভারত একটা সময় ১১৯/২ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল। রান পেয়েছিলেন শেফালি ভার্মা (৩৪), জেমিমা রডরিগেজ (৩৬)। কিন্তু মিডল ও লোয়ার মিডল অর্ডারের ব্যর্থতায় বড় ইনিংস গড়া হয়নি। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ ওভারে ১ উইকেটে ২৪ রান তুলেছে। শ্রেয়াঙ্কা পাতিল একমাত্র উইকেটটি নিয়েছেন।

ইউরোপার শেষ চারে নটিংহাম-ভিলা

নটিংহাম ও বার্মিংহাম, ১৭ এপ্রিল : দীর্ঘ ৪২ বছরের অপেক্ষার অবসান। ঘরের মাঠে পোর্তোকে হারিয়ে ইউরোপা লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল নটিংহাম ফরেস্ট।

১৯৮৪ সালে শেষবার ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার শেষ চারে খেলেছিল নটিংহাম। এবার কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ ১-১ গোলে ড্র করেছিল তারা। ফিরতি লেগে ১-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল নটিংহাম। এদিন ৮ মিনিটেই লাল কার্ড দেখেন পোর্তোর ডিফেন্ডার ইয়ান বেডনারেক। ১০ জনের দলের বিরুদ্ধে সুযোগ কাজে লাগাতে সময় নেয়নি ইংলিশ ক্লাবটি। ১২ মিনিটে নটিংহামের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মরগ্যান গিবস হোয়াইট।

১ মে সেমিফাইনালে অ্যাস্টন ভিলার মুখোমুখি হবে নটিংহাম। বোলগনার বিরুদ্ধে কোয়ার্টারের প্রথম লেগ ৩-১ গোলে জিতেছিল ভিলা। ফিরতি লেগ ৪-০ গোলে জিতল তারা।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল : জাতীয় জুনিয়ার ও যুব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব জিতল বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দল। ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে তামিলনাড়ুকে। বাংলা দলের হয়ে খেলেন সিন্ড্রেলা দাস, অভিষা কর্মকার, দিৎসা রায় ও শুভঙ্কিতা দত্ত।

দেবাঙ্কুশ, ঋকের দাপট

আলিপুরদুয়ার, ১৭ এপ্রিল : অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে শুক্রবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১১৮ রানে অরবিন্দনগর ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে ডুয়ার্স টসে জিতে ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১৭৮ রান তোলে। শ্রেয়ান দত্ত ২৭ রান করে। হর্ষ দাস ১৪ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে অরবিন্দনগর ২০.১ ওভারে ৬০ রানে সব উইকেট হারায়। ম্যাচের সেরা দেবাঙ্কুশ রায় ১৩ রানে ফেলে দেয় ৫ উইকেট।

ডিআরএম মাঠে প্লেয়ার্স ইলেভেন ওয়াইসিসিসি ৫০ রানে আলিপুরদুয়ার জংশন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে প্লেয়ার্স ২৭.৫ ওভারে ১০০ রানে অল আউট হয়। মিতদ্রু রাউত ৩৬ রান করে। অভিনভ শর্মা ১৭ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে জংশন ২১.১ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা ঋক রায় ১১ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরা দেবাঙ্কুশ রায় (বাঁয়ে) ও ঋক রায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ম্যাচের সেরা হয়ে আয়ুষ সাহা (বাঁয়ে) ও প্রাচুর্য্য বিশ্বাস। -জয়দেব দাস

৩ উইকেট আয়ুষ, প্রাচুর্য্যের

কোচবিহার, ১৭ এপ্রিল : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রশান্ত গোস্বামী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ স্কুল ছেলেদের ক্রিকেটে শুক্রবার কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ৪ উইকেটে জেনকিন্স স্কুলকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে জেনকিন্স ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৬ রান তোলে। ধীমান বর্মন ৩০ রান করে। ম্যাচের সেরা আয়ুষ সাহা ৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে সদর গভর্নমেন্ট ১৮.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৯ রান তুলে নেয়। ওম কাহার ৩৭ রান করে।

অন্য ম্যাচে রামভোলা হাইস্কুল ১০৬ রানে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে রামভোলা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩০ রান তোলে। প্রাচুর্য্য বিশ্বাস ৫৮ রান করে। অর্ণব দেব ১৩ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট। জবাবে নৃপেন্দ্রনারায়ণ ৯.৫ ওভারে ২৪ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা প্রাচুর্য্য বিনা রানে নিয়েছে ৩ উইকেট।

সেমিতে ২০১৫, ২০১৪ ব্যাচ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল ২০১৫ মাধ্যমিক ব্যাচ ও ২০১৪ মাধ্যমিক ব্যাচ। শুক্রবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে ২০১৫ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২০২২ মাধ্যমিক ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২২ ব্যাচ প্রথমে ১১.৩ ওভারে ৭৭ রানে অল আউট হয়। অরূপ চক্রবর্তী ২১ রান করেন। রাজ পাল ১১ ও সৈকত রায় ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৫ ব্যাচ ৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সৈকত ৩৪ ও রাজ ২৫ রান করেন। অভিজিৎ পাল ৩৩ রানে নেন ২ উইকেট।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ২০১৪ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২০২৩-'২৫ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২৩-'২৫ ব্যাচ ৯.২ ওভারে ৯৮ রানে সব উইকেট হারায়। যুবরাজ সিংহ ২৩ রান করেন। দীপঙ্কর দাস ৩১ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সম্রাট ঘোষও (১৬/২)। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ৭.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৯৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা কৌশিক সাহা ৩৮ ও সঞ্জয় রায় ৩৩ রান করেন। পিয়াস তালুকদার ৩৬ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

দ্বিতীয় জয় শিলিগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ১৭ এপ্রিল : সিএবি-র পরিচালনায় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃ জেলা মেয়েদের ক্রিকেটে টানা দ্বিতীয় জয় পেল শিলিগুড়ি। শুক্রবার তারা ৮ উইকেটে চন্দননগরকে হারিয়েছে। জেওয়াইএমএ মাঠে প্রথমে চন্দননগর ২৭ ওভারে ৫৮ রানে গুটিয়ে যায়। প্রীতি কুমারি মাহাতো ৮ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ১৮ ওভারে ২ উইকেটে ৫৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রীতি ৩৪ রানে অপরাজিত থাকে।

ম্যাচের সেরা হয়ে নীলাদ্রি রায়। ছবি : ভাস্কর শর্মা

৫ উইকেট রেইনবোর নীলাদ্রির

ফালাকাটা, ১৭ এপ্রিল : অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে শুক্রবার রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৫৬ রানে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে টসে জিতে রেইনবো ৩৪.৫ ওভারে ১১৯ রানে অল আউট হয়। রাজদীপ চক্রবর্তী ২৯ ও নীলাদ্রি রায় ২১ রান করে। অলিক ভৌমিক পেয়েছে ৪ উইকেট। নবজিৎ দেবনাথ ও অরিঞ্জন তালুকদার ২ উইকেট নেয়। জবাবে বিজয় ২০.৪ ওভারে ৬৩ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা নীলাদ্রি ২১ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। রাজদীপ চক্রবর্তী ২ উইকেট নিয়েছে। শনিবার খেলবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব।